নিরুদ্দিষ্টা নমিতা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ

গ্রন্থ-জগৎ
৫২-৯ বহুবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা ১২
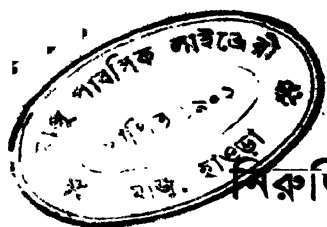
নিরুদ্দিষ্ট নমিতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলিকাতার নিকটেই আনন্দপুর, ফুলঝুরি ও নন্দনবাগ গ্রামের বসতি। রেলে কলিকাতা হইতে দেড় দুই ঘণ্টার পথ। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়া মোটরে প্রায় ঘণ্টা খানেক সময় লাগে। গ্রামগুলির একটা রেলষ্টেশন আছে ফুলঝুরিতে। ফুলঝুরি গ্রামটি ছোট নহে। প্রায় দেড়শ বাসিন্দা আছে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতিই বেশী। বেশীর ভাগ গৃহস্থের চলে সামান্য জোত জমিতেই। তবে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর অনেকগুলি ছেলে যুদ্ধ সম্পর্কিত নানা কাজে গিয়াছে চাকরিতে, তাহাদের মধ্যে কেহ-কেহ ছুটি লইয়া মধ্যে মধ্যে আসে, খাকি পাতলুন, শার্ট ও বাঁকানো টুপি মাথায় দিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, যুদ্ধের সম্বন্ধে নানারূপ গল্পও করে। যুদ্ধ সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের যা জ্ঞান, তা এই সব ছোকরাদের মারফত আমদানী হয়।

ফুলঝুরি হইতে ক্রোশখানেক দূরে থানা, পোষ্ট অফিস ও একটা স্কুল। এটা একটা মস্ত অসুবিধা। আশপাশের গ্রামের মধ্যে এই অসুবিধা ফুলঝুরিরই কম। তবে সুবিধা এই যে পোষ্ট অফিস স্কুল বা থানা লইয়া গ্রামবাসীদের বিশেষ কাজ নেই। চিঠি পত্র খুব কমই আসে বা যায়, স্কুলে ছাত্র আছে বটে, কিন্তু তাহারা নিয়মিত আসে না। স্কুলে বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহ ছেলেদের বড় নেই। থানারও কাজ বিশেষ নেই। লোকগুলি হঠাৎ সব শান্ত হইয়াছে যেন। তবে থানা পুলিসের সরকারী রিপোর্ট হইতে বুঝা যায় যুদ্ধের সময় লোকে খাইতে পাইতেছে, চাকরি

পাইতেছে সুতরাং কোন রকম চুরিচামারি, ডাকাতি রাহাজানির সন্ধান পায় না। প্রলোভনেও পড়ে না। সম্ভব তাই। কিন্তু তাহাতে কতক লোকের লোকসানও হইতেছে। তবে উপায় কি?

সেদিন প্রভাতে থানার দারোগা বাবু শচীন্দ্রনাথ থানার অফিস ঘরে বসিয়া এই কথাই বোধ হয় ভাবিতেছিল। আজ পাঁচ ছয় বছর শচীন্দ্র এই কাজে ঢুকিয়াছে কিন্তু এমন বেকার ব নিষ্কর্ম্মা অবস্থা আর হয় নাই। এই আশপাশের গ্রামগুলির উপর তার শ্রদ্ধা কমিতেছিল। অথচ আপাতত বদলি হওয়ার সম্ভাবনাও নাই। মাত্র বছর খানেক এদিকে আসিয়াছে সে, সবে একটু আধটু আলাপ পরিচয় হইতেছে চারিদিকের ভদ্রলোকদের সঙ্গে। কর্ত্তৃপক্ষও শুনিবেন না। ভাবিতে ভাবিতে মুখ তুলিয়া সামনের ছোট জানলা দিয়া শচীন্দ্র দেখিতে পাইল যে একটি ২০।২২ বছরের ছোকরা আস্তে আস্তে থানার দিকে আসিতেছে। যুবকটি যে খুব বড় মক্কেল তাহা দেখিলে বুঝা যায় না। তবু! শচীন্দ্র শুনিল ছোকরা বাহিরে নবীন বাগদী চৌকিদারকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "দারোগা বাবু আছেন?" নবীন সম্ভব উত্তরে থানার ঘরটি দেখাইয়া দিল। যুবকটি ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "নমস্কার! আপনিই দারোগা সাহেব?" শচীন উত্তর দিল, "হাঁ, কি চাই আপনার?"

যুবকটি পকেট হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া দিল। বলিল, "সুবোধ বাবু পাঠিয়েছেন ফুলঝুরির।" শচীন স্মরণ করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "কে সুবোধ?" সঙ্গে সঙ্গে খাম খানি ছিঁড়িয়া পড়িল। পড়া শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিল, "সুবোধ কি করে আজকাল? তার গাঁ এদিকে তা জানতুম না।"

যুবক। তিনি মিলিটারিতে কাজে গিছলেন। সম্প্রতি ছুটিতে এসেছেন।

শচীন্দ্র। ওঃ! তা ব্যাপারটা কি? কি হয়েছে?

যুবক। ব্যাপার এই দারোগা বাবু। আমার বড় ভগ্নী নমিতার বিয়ে হয়েছিল ফুলঝুরি গ্রামে। আমাদের বাড়ি আনন্দপুরে। ফুলঝুরি থেকে যেতে ঘণ্টা দেড়ও লাগে না। অবশ্য ট্রেনে ১৫।২০ মিনিটে পৌঁছতে হয় একটা গ্রামে, সেখান থেকে আনন্দপুর হেঁটে যেতে হয়। প্রায় ১০ বছর আগে দিদির বিয়ে হয় ফুলঝুরিতে দত্ত বাড়িতে। বছর দুই হ'ল দিদি বিধবা হন। এসে আনন্দপুরে থাকেন। কিন্তু দু'মাস আগে দিদি হঠাৎ শ্বশুরবাড়ি যান। যাওয়ার দরকার হয় কেন না দিদির দেওর অজয় ও রমেশ বাবু লেখেন যে বিষয়ের একটা ব্যবস্থার জন্য দিদির যাওয়া দরকার। কিন্তু গিয়ে দিদি চিঠি পত্র বড় দেননি। হঠাৎ দিন পনেরো আগে একখানা পোষ্টকার্ড দেন যে "আমি কাল সকালের ট্রেনে বাড়ি ফিরবো।" কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে আনন্দপুর এলেন না। দশ বারো দিন আর খবরও নেই।

দারোগা শচীন বাবু মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল। যুবকটি থামিতে প্রশ্ন করিল, "তারপর?"

যুবক। কাল আমি ফুলঝুরিতে সুবোধদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম। এসে দিদির শ্বশুরবাড়িতে যাই। গিয়ে শুনি দিদি ঐ নির্দ্দিষ্ট দিনেই কি তার পরদিনেই আমাদের বাড়ি যাবেন বলে বেরিয়েছেন। অথচ তিনি তো যাননি। তাঁর সঙ্গে তার এক ছেলে ছিল ৮।১০ বছরের, সেও নাকি সঙ্গে গিয়েছে। তাই সুবোধদা আপনাকে থানায় খবর দিতে বলে এই চিঠি দিলেন।

শচীন্দ্র বলিল, "হুঁ! তা বেশ করেছে। সুবোধ ভালো পরামর্শই দিয়েছে। তা শ্বশুরবাড়ির লোকেরা কি বললে? তারাও থানাতে খবর দিতে বলেছে?

যুবক। না তাঁরা বিশেষ কিছু বলেন নি।

শচীন। আপনার নাম কি?

যুবক নিজের নাম বলিল, নরেন্দ্র নাথ বসু।

শচীন। বেশ ডায়রি করে যান। তদন্ত হবে'খন।

যুবক। দেখুন আমরা বড়ই ভাবিত হয়েছি—

শচীন। আমরা কারা? আপনি ও সুবোধ? তা ছাড়া ভাবিত হবার লোক তো দেখিনা। আপনি তো নিজের বাড়ীতে ফেরেননি এখনও। বাড়িতে আর কে আছে?

যুবক। আমার মা, ভাই বোন আরো সবাই আছেন।

শচীন। আচ্ছা ডায়রি করতে চান করে যান। তবে স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপার। এসব নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করলে শুধু কেলেঙ্কারি বাড়ে।

যুবক। দিদি—

শচীন বাধা দিল, "সে ছেলেমানুষ তুমি বুঝবে না।" শচীন এইবার আপনি ছাড়িয়া মুরুব্বিআনার সহিত 'তুমি' ধরিল। "তোমার দিদির বয়স কত?"

যুবক। ত্রিশ হবে।

শচীন। দেখতে কেমন?

যুবক একটু সঙ্কোচের সহিত উত্তর দিল "দেখতে সুন্দর, খুবই সুন্দর।"

শচীন চক্ষু মুদিয়া বলিল "তবে আমার উপদেশ শোনো। এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করোনা। চেপে যাও।"

যুবক ম্রিয়মান হইল। কিন্তু দাঁড়াইয়াই রহিল। শচীন বলিল, "যাও এ নিয়ে গোল করোনা আর।

যুবক। সুবোধদাকে কি বলবো?

শচীন। কিছু বলতে হবে না। আমি কাল ফুলঝুরি যাবো। যা বলবার বলবো। তুমি সোজা নিজের বাড়ী ফিরে যাও।

যুবক। কিন্তু এ ঘটনা কি চাপা থাকবে?

শচীন। সম্ভব নয়। তবু যতদিন চাপা থাকে—তোমার আপত্তি কিসের?

যুবক। এও তো হতে পারে যে কোনো বিপদ আপদ হয়েছে। হয় তো ট্রেনে যাচ্ছিল কিছু ঘটেছে।

শচীন আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল। একটু বাদে চোখ খুলিয়া বলিল, "তা হলেও জানতে পারবে, আরো দু'চার দিনে। সুতরাং খোঁজ করার দরকার নেই।"

যুবক আরো কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল। শচীন সেই জানলা দিয়া তাহাকে যাইতে দেখিল। কিছুক্ষণ উদাসভাবে বসিয়া রহিল। তারপর কি ভাবিয়া উঠিয়া আপন মনে বলিল, "এই সুবোধ ছোকরা মাঝখান থেকে এসে কি করতে চায়?" চিঠিখানি বাহির করিয়া শচীন্দ্র আবার পড়িল। একবার নহে দুই তিনবার। তাহাতে লেখা ছিল:

"প্রিয় শচীন, আশা করি তুমি আমায় ভুলে যাওনি। তাই আমার এ চিঠি পেয়ে তুমি যথাকর্ত্তব্য করবে। পত্রবাহকের নাম নরেন্দ্র। এর মুখে একটা ঘটনা শুনবে। সে ঘটনাটি আশ্চর্য্যজনক নয় শুধু, সন্দেহজনকও। এরা আমার বিশেষ আত্মীয়। আমি এ ব্যাপারের সবিশেষ তদন্ত চাই। প্রায় পনেরো দিন আর আমার ছুটি আছে। এর মধ্যে এই ঘটনার একটা সমাধান হলে আমি বাধিত হবো। তুমি যদি একবার আসতে পারো ভালোই হয়। শুনলাম তুমি আগে প্রায়ই আসতে। যে দত্ত বাড়িতে আসতে ঘটনাটা তাদেরই বাড়ির।"

শচীন্দ্র চিঠিখানি মুড়িয়া পকেটে পুরিল ও তারপর নবীনকে ডাকিয়া বলিল, "আমি একবার ফুলঝুরি যাব, বাইকটা ব্যায় করে দাও হে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুবোধ, বন্ধু শচীনকে দেখিয়া আনন্দিত হইল। শচীন বলিল, "বেশ্। এতদিন এসেছো শুনলাম খবরও দাওনি, যাওনি একবার! লাট হয়ে গেছো নাকি?"

সুবোধ হাসিয়া জবাব দিল, "হাবিলদারি যে লাটগিরির কাছাকাছি তা তো জানতুম না। যেতে ভাই পারিনি নানা হাঙ্গামে। বাড়িতে কেউ ছিল না। এসে সব সাফ করে তবে বাস করছি। নানা ঝঞ্ঝাট। ২।৩ বছর চাকরিতে কোথায় না কোথায় ঘুরেছি। পেশাওয়ার থেকে আসাম পর্য্যন্ত। এদিকে কিন্তু বাস্তুভিটে যেতে বসেছে।" শচীন প্রশ্ন করিল "গৃহিনী?" সুবোধ বলিল, "এখানেই আপাতত। অন্তত ছুটির কটা দিন তো বটে। তারপর পিত্রালয়ে যাবেন। চলো তোমার সঙ্গে পরিচিত করে দিই।" শচীনকে লইয়া গিয়া সে ভিতরে বসিবার ঘরে তক্তপোষে বিছানো ফরাসের উপর বসাইয়া বলিল, "বসো, আগে একটু চা খাও।" তারপর সে চায়ের হুকুম দিল ভিতরে গিয়া ও মিনিট কতক পরে চা লইয়া আসিয়া বলিল, "গৃহিনী স্নানাদি না করে তোমার সঙ্গে দেখা করবেন না। তা ছাড়া তোমারও আজ এখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ রইল। তারপর আলাপ পরিচয় হবে।"

শচীন্দ্র হাসিয়া জবাব দিল, "তোর চেয়ে তোর গৃহিনীর ভদ্রতাজ্ঞান দেখছি ঢের বেশী।"

চা-পান করিতে করিতে শচীন্দ্র বলিল "তোর চিঠি তো পেয়েছি। কিন্তু আমার মনে হয় এ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভালো। স্ত্রীলোকের ব্যাপার। কি আর হবে? কাজে পাঁজাতে পড়ে বেরিয়ে

গেছে। আকছারই এরকম হচ্ছে। এতে আর নূতনত্ব কিছু নেই।"

সুবোধ একটু চুপ করিয়া বলিল, "তবু একবার দত্তদের নাড়া দেওয়া দরকার। ওরা সম্ভব অনেক কিছু চেপে যাচ্ছে। আর তুমি যা ভাবছো ব্যাপারটা আসলে তা নাও হতে পারে।

শচীন। আমার তা মনে হয় না। তুমি কিছু সন্ধান জানো না কি?

সুবোধ। আমি যা জানি সে কথা তোমায় পরে বলবো। আপাতত তুমি চলো না একবার ওদের বাড়িতে। আমিও সঙ্গে যাচ্ছি না হয়, তোমার চক্ষুলজ্জা হবে না।

শচীন। চক্ষুলজ্জা থাকলে পুলিসে চাকরি করা চলে না হে। এতো যখন তোমার আগ্রহ চলো না হয়। কিন্তু তুমি কি জানো তা বুঝতে পারলে কোন লাইনে সন্ধান করতে হবে তা কিছু ধারণা করতে পারতুম হে।

সুবোধ কিছু বলিল না। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে পা বাড়াইল। শচীন মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও মুখে কিছু বলিল না। সুবোধের সঙ্গে বাহির হইল।

গ্রাম্যপথ, ও একটাই পথ পূব পশ্চিম জুড়িয়া। সেই পথে দুইজনে চলিল, নানা জঙ্গল বাগান, গাছ পালার ও পুষ্করিণীর ধার দিয়া। চলিতে চলিতে দূরে একজনকে দেখা গেল, তাহাদের দিকে আসিতে। বলিষ্ঠ বেঁটে গড়ন, খালি গা, গলায় যজ্ঞোপবীত; লোকটি আসিয়া কি যেন উৎসাহের সহিত বলিতে যাইতেছিল, শচীন্দ্র তাহাকে চোখের ইশারা করিল। সুবোধ পরিচয় করাইয়া দিল, "ইনি ভবানী ঠাকুর! চেনো?" শচীন ভবানীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল "না—কি করেন?"

সুবোধ। ইনি গাঁয়ের মা-বাবা বোড়ল। এমন কথা ও এমন কাজ এ চত্বরেতে কোথাও হয় না যা ভবানী ঠাকুরের খোঁজে নেই।

তা ছাড়া উনি এ গ্রামের একরকম রক্ষক। কারো কিছু করার উপায় নেই, ভবানী ঠাকুর অমনি তাকে লেকচার দেবে। বড় দুর্দান্ত শাসকও। চেহারাও দেখেছো কিরকম পালোয়ানি ছাঁদের! কাজেই সবাই তটস্থ!"

শচীন হাসিয়া বলিল, "তবে তো ভয়ানক। চলো, আর দেরী না করে। ঠাকুরকে দূরে রাখাই ভালো!" সঙ্গে সঙ্গে আবার চোখের ইশারা করিয়া শচীন আগাইয়া গেল। ভবানী অন্যদিকে ফিরিয়া একটা ছোট রাস্তা খুঁজিয়া দত্তবাড়িতে গিয়া কি একটা সংবাদ দিল। সুবোধকে শচীন্দ্র বলিল "লোকটা কিরকম হে? একটা কথাও বললে না।"

সুবোধ। সম্ভব তোমায় দেখে একটু অবাক হয়েছে। আবার হয় তো দত্তবাড়িতে খবর দিতে গেছে। ও দত্তবাড়ির একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আপদে বিপদে অনেক কাজ ও মেজবাবু ও ছোটবাবুর করে দেয়—অজয় আর রমেশের। শচীন্দ্র অন্যমনস্কভাবে বলিল, "হুঁ।"

দুইজনে আবার মন্থর গতিতে চলিল। মাঝে মাঝে শচীন্দ্র দাঁড়াইয়া এটা ওটা সম্বন্ধে অনেক অবান্তর প্রশ্ন করিতে লাগিল। সুবোধ যথাসম্ভব ধীরভাবে উত্তর দিল। ক্রমে উভয়ে দত্তবাড়িতে পৌঁছিল।

পাঁচিল ঘেরা বেশ বড় জমি লইয়া বাড়ি। সামনে একটু ফুলের বাগান। তার পরেই চণ্ডীমণ্ডপ ও বৈঠকখানা। বৈঠকখানাতে তখন মেজবাবু অজয়চন্দ্র ও ছোট রমেশচন্দ্র ছিলেন। ভবানী ঠাকুরও জুটিয়াছিলেন। অজয় ও রমেশ শচীন্দ্রকে দেখিয়া অভ্যর্থনা করিল। অজয় বলিল, "অনেককাল বাদে দর্শন পেলুম শচীনবাবু। ভুলেই গেছেন একেবারে। ভাগ্যে সুবোধ বন্ধু ছিলো তাই তো দেখা পেলুম।"

শচীন প্রশ্ন করিল "সুবোধ যে আমার বন্ধু, কি করে জানলেন।"

অজয়। খবর পাই মশায়। আপনি খবর নেননা গরীবদের তা বলে গরীবরা কি আমিরের খবর নিতে ভুলে যায় মশায়? তা না। বসুন। বোসো হে সুবোধ। তুমিতো এসেছো এতদিন। ১০।১১ দিন হবে না? কিন্তু দেখতে পাইনি যে।

সুবোধ। বাড়িটাকে বাসযোগ্য করছিলুম। সময় পাইনি।

রমেশ। আজকাল সুবোধ বাবু মিলিটারি। বড় সহজে তো দেখা পাওয়া যায় না।

সুবোধ ইহার উত্তর দিল না। শচীন্দ্র বসিয়া বলিল, "অজয়বাবু একটা কথা আছে।" অজয় সাগ্রহে জবাব দিল, "বলুন। আদেশ করুন। এতো আমাদের ভাগ্য বলতে হবে।

শচীন। আপনার বৌদি কোথায়?

অজয়। বৌদি? কেন বাপের বাড়ি! আজ প্রায় দিন পনেরো হ'ল গেছেন ছেলেকে নিয়ে।

শচীন। তিনি সেখানে যান নি।

অজয়ের মুখে অবিশ্বাসের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। রমেশ বলিল "সে কি তিনি গেলেন আর আপনি বলছেন তিনি যান নি।"

শচীন। হাঁ এই সুবোধবাবু খবর নিয়েছেন আপনার বৌদি সেখানে যাননি।

অজয় অত্যন্ত দুর্ভাবনাগ্রস্তের মত বলিল, "সে কি? ভাবিয়ে তুললেন তো।"

শচীন। তিনি হঠাৎ গেলেনই বা কেন?

অজয়। ইচ্ছে হ'ল। মেয়েদের বাপের বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছে অমন হয়, মশায়। আর যখন হয় তখন কেউ বড় আর রুখতে পারে না।

শচীন। কিছু বলে গেছেন কি বাড়িতে? অন্য কোনো আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ি যেতে পারেন কি?

অজয়। আমার তো জানা নেই। আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করে আসছি ভিতরে। এতো বড় আশ্চর্য্য কথা শোনালেন, মশায়।

অজয় তখনই শশব্যস্তে বাড়ির ভিতর মহলে গিয়া সংবাদ আনিতে গেল। শচীন রমেশকে বলিল, "কি মনে হয় হে তোমার? কিছু জানো?" রমেশ মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল, "না, মশায় বৌদি প্রায়ই আগে দাদা থাকতেই একলা যেতেন আসতেন। পথ ঘাট তাঁর সব চেনা। এবার এসেছিলেনও ঐ ছেলেকে নিয়ে। একলাই। অন্য কারো বড় তোয়াক্কা রাখেন না।

শচীন। তাই তো। খোঁজ না পেলে তো বড় কেলেঙ্কারির কথা হবে। সকলেই বড় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া অজয়ের অপেক্ষা করিতে লাগিল, যেন অজয় খোঁজ আনিবে। শচীন রমেশকে ছাড়িয়া সুবোধকে বলিল, "ততক্ষণ তোমার যুদ্ধের খবর কিছু শোনাও, সুবোধ। কিরকম বুঝছো? কতদিনে জাপান হারবে?" সুবোধ জবাব দিল, "জাপান যুদ্ধ তোমারও হাতে নয় আমারও হাতে নয় শচীন। সুতরাং ও নিয়ে আলোচনা করা চলে না। তা ছাড়া জানো তো যুদ্ধের আলোচনা আমাদের নিষিদ্ধ।" শচীন হাসিয়া বলিল, "ওঃ বাবা! তুমি একেবারে মিলিটারী হে। তা কিরকম লাইফ্ তোমাদের তাই বলো। এই তো অজয় বাবুও যুদ্ধের কাজে গিয়েছিল। শরীর খারাপ হওয়াতে ছেড়ে দিয়ে এসেছে আজ বছর খানেক হ'ল। ও তো বলে সে বড় মজা। ওর স্বাস্থ্যে কুলোলোনা বলে ও এখনো দুঃখ করে। তাই নাকি? খুব মজা হে?"

সুবোধ। হাঁ নির্ভাবনাতে খেতে পরতে পারা মজা বৈ কি?

রমেশ। তা ছাড়াও অনেক মজা আছে শুনেছি।

সুবোধ। শুনেছো তো গেলেই পারতে হে। মজা ছাড়তে আছে?

কি করছ বসে এই পাড়াগাঁয়ে ?

অজয় এমন সময় ব্যস্ত ভাবেই বাড়ির ভিতর হইতে ফিরিল। আসিয়া ফরাসের উপর বসিয়া বলিল, "না শচীন বাবু কোনো খবরই পেলুম না আর। তবে এও হতে পারে যে তার ছেলের জন্য তারকনাথের কাছে কি মানত ছিল, হয় তো সেই জন্য গেছে।"

শচীন চিন্তিতভাবে কহিল, "হতে পারে। তা হ'লে এখন আপনাদের উচিত একবার খোঁজ নেওয়া সেখানে।"

সুবোধ বলিল, "আরো অনেক রকম সম্ভাবনা তো আছে। কাকে বলে গেছে যে তারকনাথের মানত দিতে যাচ্ছে ? সে রকম কোনো সংবাদ আছে কি ? না এটা মনগড়া একটা কিছু ?" অজয় ও রমেশ যেন বিস্মিত হইয়া সুবোধের মুখের দিকে কিছুকাল তাকাইয়া রহিল। বিস্ময় কাটিলে অজয় বলিল, "না সুবোধ। বাড়ির মধ্যে শুনে এলুম। মনগড়া কথা নয়। তোমায় কে বললে এটা মনগড়া কথা।"

রমেশ। "তা ছাড়া আপনারই বা এতো মাথাব্যথা কেন ? আমাদের বাড়ির বৌ আমরা বুঝবো। দারোগাবাবু আছেন বুঝবেন। আপনার এর মধ্যে মাথা গলাবার তো কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি থাকেনও না গাঁয়ে।

সুবোধ কি বলিতে যাইতেছিল, শচীন তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিল, "তুমি ঠাণ্ডা হও, সুবোধ। আমি জিজ্ঞেস করছি।"

তারপর রমেশকে উদ্দেশ করিয়া শচীন বলিল, "সুবোধ ওদের আত্মীয়। ওর কাছে তোমাদের বৌদির ভাই নরেন্দ্র এসেছিল। সন্ধান করার, প্রশ্ন করার অধিকার ওর একটা নিশ্চয়ই আছে। আত্মীয়া বলে এই ব্যাপারে সম্ভব একটু বেশী দুর্ভাবনাও হতে পারে। এতো স্বাভাবিক রমেশবাবু, কি বলেন অজয়বাবু ?"

অজয়। নিশ্চয়ই। না সুবোধ, এ মনগড়া কথা নয়। তবে তোমার যদি অন্য কোনো সন্দেহ থাকে বলো না খুলে। সে তো ভালোই হয়। এ সব ব্যাপারে আত্মীয় স্বজন সবাই একত্র মিলে মিশে কাজ করলে বেশী ফল পাওয়া যায়।

সুবোধ। আমি বোলছি ধরুন তারকেশ্বরে যদি তিনি না গিয়ে থাকেন তবে তাঁর কি হতে পারে?

অজয় অনেকক্ষণ যেন কি চিন্তা করিয়া বলিল, "এ তো বড় শক্ত প্রশ্ন সুবোধ। এখানেও নেই কোথাও নেই; তিনি কোথায় গেলেন? এ সমস্যা সমাধান করা আমার সাধ্য নয়। শচীনবাবুকে সেই ভার দেওয়া গেল। উনিই এসব ব্যাপারের কিনারা করতে পারবেন।

শচীন্দ্র বলিল, "হাঁ এ ঝগড়া বিবাদের কথা নয়। সবাই মিলে একত্র বোসে দেখা যাক্ ভেবে চিন্তে। অজয়বাবু ঠিকই বলেছেন।" তারপর একটু চুপ করিয়া শচীন্দ্র প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, বেশ করে ভেবে দেখুন, অজয়বাবু, যে অন্য কোথায়ও বাপের বাড়ি ছাড়া তিনি যেতে পারেন কিনা? তাছাড়া ১০।১৫ দিনের জন্য কেউ তারকেশ্বরে মানত করতে যায়না। অন্য কেউ আত্মীয় স্বজনের কথা ভেবে দেখুন।"

অজয়। কোনো কল্পনাই করতে পারি না দারোগাবাবু। খবরটা শুনলুম আমরা এইমাত্র যে বাপের বাড়ি তিনি যান নি। তাঁর সঙ্গে একটা দশবছরের ছেলেও আছে। দুজনে হঠাৎ কোথায় গেল? কি করে জানবো—

শচীন। তার কাছে টাকাকড়ি বা গহনাগাঁটি কিছু ছিল?

অজয়। না। সে রকম কিছু নয়। সামান্য কিছু টাকা ছিল সম্ভব। ২০৲।২৫৲ আর নিজেদের পরবার দু-চারখানা কাপড় মাত্র।

শচীন। আর কোনো আত্মীয় আপনাদের কোথায়ও আছেন, যাঁর বাড়ীতে যেতে পারেন ? দেখুন ভেবে। ব্যাপারটাকে লঘু মনে করবেন না।

অজয় মাথা নাড়িয়া বলিল, "না সে রকম কেউ নেই। আমাদের দিক থেকে নেই। তবে তাঁর বাপের বাড়ির দিক থেকে কেউ আছে কি না জানি না, হয় তো থাকতে পারে।"

শচীন। সেটা অবশ্য খোঁজ করতে হবে। যদি তাই হয় কিছু, তবে দু'চার দিনে ফিরতেও পারেন, কি বলেন ?

অজয়। হাঁ, তা বৈ কি, সেও একটা সম্ভাবনা বটে।

সুবোধ। কিন্তু তা হ'লে কি একটা খবরও দিতে পারতেন না ? যতদূর শুনেছি, তিনি লেখাপড়া কিছু জানেন। আর নিতান্ত বোকাও না।

অজয়। বলা কিছুই যায় না সুবোধ বাবু। মেয়েরা যখন স্বাধীন হয়, তখন কারো কথাই বড় ভাবে না।

শচীন। বাড়িতেও কারো কাছে অন্য কিছু বলে যান নি—যা থেকে বোঝা যায় কিছু ?

অজয়। না। তা হ'লে শুনতে পেতুম।

শচীন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আচ্ছা দেখুন তা হ'লে আরো দু-চার-দশ দিন। যদি কোন আত্মীয় স্বজনের বাড়ি গিয়ে থাকেন, ফিরতে পারেন।" অজয় বলিল, "তাছাড়া উপায় কি ? তবে জানেন তো পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার। বড় কেউ এখনও জানে না এ খবর। জানলে তো মুখ দেখানোই ভার হবে। খোঁজাটা চুপি চুপি হলেই ভাল হয়।"

শচীন আশ্বাস দিল, "তা বটে তবে আশা করা যাক সব ঠিক হয়ে যাবে।"

শচীন ও সুবোধ বিদায় লইল। বাহিরে রাস্তায় আসিয়া শচীন প্রশ্ন

করিল, "তোমার সেই ভবানী পাঠক কোথায় হে? ভিতরে ঢুকলো আর বেরুলো না। ওর সম্বন্ধে তোমার কিছু সন্দেহ হয়?"

সুবোধ। রমেশের সঙ্গে ওর খুব বন্ধুত্ব। সম্ভব রমেশের কাছে গিয়ে বসেছে। গল্প পেলে আর তো কিছু চায় না। তা ছাড়া দত্ত-বাড়িতে ওর খুব যাতায়াত আছে।

শচীন। পাঠক মহাশয়ের চলে কি করে? জমি-জমা আছে?

সুবোধ। কিছু সামান্য আছে। তবে তাতে চলে না। বাড়ীতে তো খেতে বড় কম প্রাণী নেই। নিজে বিয়ে করেনি বটে, তবে মা, বোন, ভাই অনেকগুলি আছে।

শচীন। কিছু করে না কেন?

সুবোধ। সম্ভব বেকার থাকা অভ্যাস হয়ে গেছে। পাঁড়াগাঁয়ে ঐ অভ্যাস অনেকের আছে।

শচীন হাসিলেন। তারপর বলিলেন, "আচ্ছা তুমি বাড়ি যাও সুবোধ, আমি একবার ষ্টেশনটা হয়ে আসি। কতটা রাস্তা হবে?"

সুবোধ। মাইলটাক্। চলো না আমিও যাচ্ছি। আপাতত আমার তো বাড়ি ফেরার তাড়া নেই। একসঙ্গেই ফেরা যাবে।

দুইজনে ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইল। ষ্টেশনে পৌছিয়া শচীন ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল, "আচ্ছা, টিকিট তো আপনিই বেচেন, একটা খবর দিতে পারেন কি?" ষ্টেশন মাষ্টার নূতন লোক। মাসখানেক আসিয়াছেন। পুলিসের নাম শুনিয়া বলিলেন "কি খবর?"

শচীন। দিন পোনেরো আগে একটি মেয়েছেলে, সুন্দর দেখতে, ও একটি দশবছরের ছেলে কি টিকিট নিতে এসেছিল? কিছু মনে করতে পারেন? এখান থেকে তো বেশী লোক যাতায়াত করে না। সুতরাং মনে থাকা অসম্ভব নয়।

ষ্টেশন মাষ্টার স্মরণ করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "কৈ না,

কিছু তো মনে পড়ছে না। হয় তো ততটা লক্ষ্য করি নি।"

শচীন। ষ্টেশনের আর কেউ কি লক্ষ্য করেছে? কে কে আছে আর?

ষ্টেশন। রামচরণ আর শক্তিধর। ওরা বাকি সব কাজ করে, ঘণ্টা বাজানো থেকে সিগনাল্ দেওয়া পর্য্যন্ত। ওদের ডেকে জিজ্ঞাসা করবেন?

শচীন সম্মতি জানাইলে, ষ্টেশন মাষ্টার তাহাদের ডাকাইলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিয়া কোনোও নূতন খবর পাওয়া গেল না। ঐ বর্ণনার কোনো স্ত্রীলোককে তাহারা দেখে নাই ১৫।২০ দিনের মধ্যে।

শচীন বলিল, "আচ্ছা মনে করতে চেষ্টা কর। আমি আবার আসবো। তোমাদের সকলের অদেখতা কেউ কি ট্রেনে যাতায়াত করতে পারে? শক্তিধর তো এখানকার লোক। দেখলেই চিনতে পারতো! কিন্তু তুমি রামচরণ—"

রামচরণ জানাইল সে দেখে নাই। প্যাসেঞ্জার যাতায়াত করে—সবাইকে তো লক্ষ্য করা যায় না।

শচীন সেখান হইতে বাহির হইয়া সুবোধের সঙ্গে সুবোধের বাড়ীতে গেল। তারপর সেইখানেই স্নানাদি সারিয়া আহারে বসিল। সুবোধ তাহার স্ত্রী ইন্দিরার সহিত শচীনের পরিচয় করাইয়া দিল। শচীন একথা-সেকথার পর জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বলতে পারেন এই নমিতা কোথায় যেতে পারে? আপনাদের আন্দাজটা অনেক সময়েই ঠিক হয়।"

ইন্দিরা কহিল "আমি কিছু ভেবে উঠতে পারছি না।"

শচীন। নমিতা মেয়ে কেমন ছিল? কোনো রকম বদনাম ছিল না তো?

ইন্দিরা। শুনি নি কখনো। তাছাড়া আমরা থাকিও না এখানে'

শচীন। তবু? তার পক্ষে কি কোনো লোকের পাল্লায় পড়া অসম্ভব? বদলোক তো চারিদিকে আছে। এ গাঁয়েও সম্ভব আছে।

ইন্দিরা। অসম্ভব কিনা জানি না। তবে শুনিনি। সেরকম কিছু হলে কানে আসতো খবরটা। ছোট গাঁ। এখানে কিছু ব'ড় চাপা থাকেনা বেশী দিন। এসেছি তো আমরা দশ বারো দিন।

শচীন। ষ্টেশনে খোঁজ নিলুম। ঐ রকম কোনো স্ত্রীলোক বা বালক টিকিট কিনে ট্রেনে চেপেছে একথা কেউ স্মরণ করতে পারলে না।

ইন্দিরা। ছেলেটারও তো খোঁজ নেই। যদি সে কারো সঙ্গে বেরিয়ে যাবেই, তবে ছেলেকে নিয়ে নিশ্চয়ই যাবে না।

শচীন। তবে হয় তো কোনো আত্মীয়ের বাড়িতেই গেছে। ফিরে আসবে সময় হ'লে কি বলেন?

ইন্দিরা। আমি কি বলবো? তবে আমি যতদূর জানি তার ভাই ও মা ছাড়া আত্মীয় তেমন কেউ আছে বলে মনে হয় না।

শচীন হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "দেখুন, আপনি তা হলে বলতে চান কি? সেটাই পরিষ্কার বলুন না। সে এখানেও নেই, বাপের বাড়িতেও নেই, আত্মীয়-স্বজনের কাছে নেই, কারো সঙ্গে ষড় করে কোথায়ও যায়ও নি। আপনিও যা বলেন, সুবোধও তাই। মতলব কি?'

ইন্দিরা গম্ভীর হইয়া কহিল "তাছাড়াও অনেক কিছু হতে পারে।"

সুবোধ হাসিয়া বলিল, "ওহে শচীন, যেতে দাও। তোমাদের গোয়েন্দাগিরির কাজ সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য ওদিকে পাবে না।"

শচীন আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "সুবোধ তুমি তো আছ, এ বিষয়ে যদি কিছু জানতে পারো তো জানিয়ো। আর কবে তুমি ইন্দিরা দেবীকে নিয়ে আসছো বলো? চাকরিতে ফিরে যাবার আগে নিশ্চয়ই দেখা করে যাবে।"

সুবোধ সম্মত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুবোধ ইন্দিরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "শচীনকে অতগুলো হেঁয়ালি শোনালে কেন? তোমার মতলব কি?

ইন্দিরা একটু রাগিয়াই উত্তর দিল, "হেঁয়ালি কিছুই না। পুলিশের লোক কি এ রকমে কোনো ব্যাপারের তদন্ত করে?"

সুবোধ। তাই তো করে। তুমি অন্য কোনো পদ্ধতি আবিষ্কার করেছ নাকি? সে কথাই জানিয়ে দিলে না কেন?

ইন্দিরা। ও পুলিস দিয়ে কিছু হবে না তা হলে। তাছাড়া ওদের কি এত মাথাব্যথা যে একটা স্ত্রীলোক কোথায় গেল সেইজন্য ঘুরে তাকে খুঁজবে। এর আর কোনো সন্ধান হবে না তা জেনো। এই পর্য্যন্ত এসে এটা শেষ হ'ল।

সুবোধ। দেখো, কি হয়। শচীন এখনো নূতন চাকরিতে। তাছাড়া এ থানাতে কাজও বিশেষ নেই। হয় তো এটা নিয়ে ওর একটা আগ্রহও হতে পারে—

এমন সময় বাহির হইতে সুবোধকে কে ডাকিল, "সুবোধ আছ নাকি?" "কে?" বলিয়া সুবোধ বাহিরে আসিয়া দেখিল ভবানী ঠাকুর। সুবোধ একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ঠাকুর? হঠাৎ কি ভেবে এ সময়ে?"

ভবানী উত্তর দিল, "বলছি, একটু আড়ালে চলো না।"

সুবোধ কৌতূহলী হইয়া ভবানীর সহিত আরো একটু অন্যদিকে বাড়ি হইতে আগাইয়া একটা গাছের নীচে গিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?" ভবানী একটি বিড়ি বাহির করিয়া

তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল ও দুই একটা টান দিয়া বলিল, "কি, দারোগা কি নমিতার কেস করতে এসেছিল?"

সুবোধ- ভাবিল সম্ভবতঃ ভবানী রমেশদের বাড়ি হইতে এই সংবাদ সংগ্রহ করেছে। উত্তর দিল—"সম্ভব"।

ভবানী। খবরটা থানাতে পাঠালে কে?

সুবোধ। সম্ভব নমিতার ভাই নরেন্দ্র।

ভবানী। (তীক্ষ্ণকণ্ঠে) যে তোমার এখানে এসেছিল সেই ছোকরা?

সুবোধ। হাঁ, তবে রমেশ নাকি তাকে বলেছিল থানাতে ডায়রি করতে।

ভবানী। রমেশ? কখনোনা। সে ছোকরা বানিয়ে বলেছে।

সুবোধ। কিন্তু বল দেখি ঠাকুর? তোমার এত আগ্রহ কেন?

ভবানী। দেখো ও সব থানা-পুলিস করা আমাদের গাঁয়ে বড় একটা ঘটেনা। কি হয়েছে তার ঠিকানা নেই, তাই নিয়ে গাঁ শুদ্ধ সবাইকে এখুনি উত্ত্যক্ত করে তুলবে। আমাদের গাঁয়ে পুলিস আসা আমাদের বদনাম।

সুবোধ। কৈ সেরকম তো কিছু হয়নি। হবে না সম্ভব। হয় তো এ নিয়ে আর কোন খোঁজই হবে না আর।

ভবানী। আমার মতে না হওয়াই ভালো। একটা ভদ্রঘরের কেলেঙ্কারি বেরিয়ে পড়বে সেটা ঠিক নয়। তোমার তো বন্ধু। একটু ইসারাতে বলে কয়ে দিয়ো হে। অজয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল তোমরা আসার পর। অজয় বললে এই কথা।

সুবোধ। কিসের কেলেঙ্কারি হে?

ভবানী। আর কি? একটা বৌ বেরিয়ে গেছে বাড়ি থেকে কার সঙ্গে। সেটা প্রচার করা কি ভালো কাজ হবে?

সুবোধ। তা হবে তো হবে না। কিন্তু সেটা তো প্রচার হয়েই

যাবে কখনো না কখনো। ক'দিন আর খবরটা চেপে যাবে বলো! কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়না।

ভবানী। কি বিশ্বাস হয় না?

সুবোধ। যে, নমিতা বেরিয়ে গেছে।

ভবানী সন্দিগ্ধভাবে সুবোধের মুখের দিকে চাহিল। তারপর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সুবোধ বিরক্ত হইয়া বলিল, "হাসছো কেন?"

ভবানী। তোমার কথা শুনে। যাক্। আমাদের কথাটা রাখবে। দারোগাবাবুকে বলে দিয়ো যে যা হবার হবে, উনি যেন এই নিয়ে আর বেশীদূর না যান। দরকার আছে কি? দুদিন বাদে তো জানাই যাবে সব। তখন আর কেন আগে থাকতে—

সুবোধ কহিল, "আচ্ছা আমি বলবো'খন।"

* * * * *

ফিরিয়া আসিতেই ইন্দিরা বলিল, "ঐ ঠাকুরটি তোমাদের কিন্তু ভালো লোক নয় বাবু। ওর অত মাথাব্যথা কেন?"

সুবোধ। সম্ভব অজয়-রমেশ পাঠিয়েছে ওকে।

ইন্দিরা। তা তোমার কাছে কেন? একেবারে থানাতেই গেলে পারতো। যা বলবার শচীনবাবুকে বলাই ভালো। তোমার এর মধ্যে না থাকাই ভালো।

সুবোধ হাসিয়া বলিল, "আমি তো আর বেশী দিন নই গো। সুতরাং ভালো মন্দ কিছু বোঝবার সময়ই আমার নেই, যা করার শচীনই করবে ইচ্ছা হ'লে। তবে যাবার আগে শচীনের ওখানে একদিন আমাদের যাওয়া উচিত।"

ইন্দিরা। তা যাওয়া যাবে। কিন্তু এসব কথার মধ্যে তুমি থেকো না।

সুবোধ একটু বিস্ময়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল, "কেন বলো তো বার বার এ কথাই বলছো?"

ইন্দিরা। আমার মনে হচ্ছে যে নমিতা ও তার ছেলেকে দু'জনকেই ওরা খুন করে গুম করেছে।

কৌতুকের সহিত কথাগুলি বলা হইলেও, সুবোধ স্তম্ভিত হইল প্রথমটা। তারপর কহিল, "না না ও কথা মুখেও বা মনে এনো না ইন্দিরা। অসম্ভব, তা হতে পারে না। ওটা তোমার উৎকট কল্পনা ছাড়া আর কিছুই না। অনেক বাজে নভেল পড়ে তোমার এইরকম কল্পনার বিলাস ঘটেছে।"

ইন্দিরার দুই চোখ বিস্ফারিত হইল। সে বলিল, "দেখো আমার তাই মনে হচ্ছে। তা ছাড়া আর কি হতে পারে? তুমি জানো?"

ইন্দিরা ইহার পর আর কথা কহিল না। কিন্তু সুবোধের মনে খটকা লাগিয়া গেল। কথাটা তাহার মাথার ভিতর ঘুরপাক খাইতে লাগিল। পরদিন সুবোধ আনন্দপুরে গেল। ইন্দিরাকে কিছু জানাইল না। সেখানে গিয়া নরেন্দ্রের মার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "আচ্ছা আপনার এ সম্বন্ধে কি মনে হয়?" নরেন্দ্রের মাতার বয়স প্রায় পঞ্চাশ। তিনি দেখিয়াছেন শুনিয়াছেন অনেক কিছু। কিন্তু ভালোমানুষ অত্যন্ত। তিনি বলিলেন, "কি জানি বাবা, আমি তো কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। শুনে পর্য্যন্ত ভাবছি অনেক রকম। সে তো এরকম মেয়ে নয়। কোনদিন কখনো তার কিছু বেচাল দেখিনি। আমার মনে হয় ট্রেনে কোথায় যেতে কোথায়ও গিয়ে পড়েছে। কিংবা কোন বদলোকের হাতে পড়েছে।"

সুবোধ। তা হলে ছেলেটি গেল কোথায়? তাকে নিয়ে কি করতে পারে?

নরেন্দ্রের মাতা ইহার কোন সদুত্তর দিতে পারিলেন না। উল্টা

আফশোষ করিলেন, "কি দুর্গতিই হয়তো বাছাদের হচ্ছে বলা যায় না। কার পাল্লায় পড়লো কে জানে। কতরকম বদলোক আছে।" সুবোধ বুঝিল যে বিশেষ কোনো খবর সেখানে পাওয়া যাইবে না। সে শুধু সন্ধান করিল যে এমন কোনো আত্মীয় আছে কিনা যাহার বাড়িতে নমিতা যাইতে পারে; বাড়িতে কোনো ঝগড়াঝাঁটি হইয়াছিল কিনা। এই রকম সংবাদ। কিন্তু ইহার কোন সদুত্তর সে পাইল না। শেষে সে নরেন্দ্রকে বলিল, "যাই হোক একবার আত্মীয় স্বজন তোমাদের যে যে আছে একটা চক্র মেরে এসো। কাউকে কিছু বলো না। জিজ্ঞাসা করোনা কিছু। শুধু খোঁজ করবে যে নমিতা কোথায়ও আছে কি না। তারপর যা হয় হবে।" নরেন্দ্রের মা বলিলেন "আচ্ছা, অজয়দের বাড়ি থেকে ঠিক সে কবে বেরিয়েছিল তা কেউ জানে? আমায় তো নমিতা পোষ্টকার্ড লিখেছিল অমুক তারিখে আসবে। সে হচ্ছে আশ্বিনের ৬ই তারিখ, মঙ্গলবার। সেইদিনই কি বেরিয়েছিল?"

সুবোধ। তা তো জানি না। কেন?

নরেন্দ্রের মাতা বলিলেন, "যদি সে তারিখে বেরিয়ে থাকে তাহ'লে ওর শ্বশুরবাড়ির সকলেই তাই বলবে। না হ'লে—অন্য তারিখ হ'লে কবে সে বেরিয়েছিল? অন্য তারিখ যদি হয় তাহ'লে তারিখ পাল্টাবার কারণ কি? আমার মনে হয় শ্বশুরবাড়িতে তার খবর কিছু জানে।" সুবোধ কহিল, "সে পোষ্টকার্ড আছে?" নমিতার মাতা পোষ্টকার্ডখানি ঘর হইতে আনিয়া দিলেন। তাহাতে লেখা ছিল:

শ্রীচরণকমলেষু মা,

আমি আগামী ৬ই আশ্বিন মঙ্গলবার সকালের ট্রেনে এখান থেকে

বাড়ি ফিরে যাবো। নরেনকে ষ্টেশনে পাঠাতে পারলে ভালো হয়। তাতে যদি অসুবিধা হয় দরকার নেই। আমি বেলা ১১টার মধ্যে পৌঁছে যাবো। আশা করি তোমরা ভালো আছো। আমার প্রণাম নিও। খোকা ভালো নেই। তার শরীরটা খারাপ হয়েছে ম্যালেরিয়াতে ভুগে ভুগে। ইতি—

সেবিকা নমিতা

৪ঠা আশ্বিন রবিবার

পোষ্টকার্ডখানা ফিরাইয়া দিয়া সুবোধ বলিল, "হাঁ, এতো অত্যন্ত পরিষ্কার।" নরেন্দ্রের মাতা বলিলেন, "শুধু তাই নয় বাবা। এদিকে লিখছে খোকার ম্যালেরিয়াতে ভুগে ভুগে শরীর খারাপ হয়েছে—অথচ আমাদের এর আগে কখনো কিছু লেখেনি, জানায়ও নি। এ রকম তো বড় হয় না। সে খবর একটা না একটা দেয়ই। মাসে দুখানা চিঠি সে বরাবরই লিখতো, আগে যখন বিজয় বেঁচে ছিলো। অথচ এবার যে দু'মাস গেছে একখানা ঐ পোষ্টকার্ড দু'মাসের মধ্যে লিখেছে। এর মানে কি? আমি তো ভেবে পাই না।" সুবোধ ও ইহার কিছু বুঝিতে পারিল না। তবু জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি লিখেছিলেন চিঠিপত্র?" নরেন্দ্রের মাতা জানাইলেন তিনি চার-পাঁচ খানা চিঠি লিখিয়াছিলেন, একখানারও জবাব পান নাই।

সুবোধ। কাউকে পাঠাননি কেন?

নরেনের মা। কাকে পাঠাবো? নরেন তো বাড়ি ছিলো না। আর সব এখনো ছোটো। তা ছাড়া ভাবলুম যে দেবে'খন চিঠি সময় মত। ছোটো মেয়ে তো নয় বড় হয়েছে, নিজের শ্বশুরবাড়িতে গেছে। থাক্।

সুবোধ। হঠাৎ সে গেলই বা কেন? আর এলোই বা কেন?

নরেনের মা। তাও জানিনা বাবা। তবে মেয়ের ইচ্ছা হলো একবার শ্বশুরবাড়ি যেতে—তখন আমি কেন বাধা দেব তাতে?

সুবোধ চিন্তিত মনে প্রস্থান করিল, ও যাইবার সময় নরেন্দ্রকে বলিয়া গেল পুনরায়, "খোঁজ করে কি হয়, জানিয়ো আমাকে। তারপর শচীনকে খবর দিতে হবে।"

কতকগুলো বিষয়ের খবর সুবোধ ভাবিল, লওয়া চাই। ঠিক কোন তারিখে নমিতা শ্বশুরবাড়ি হইতে বাহির হইয়াছিল ও কেন সে মাকে চিঠি লেখে নাই ও তাহার ছেলের অসুখটা কি ও কবে হইয়াছিল। এ সব বিষয়ে ঠিকমত কোনো খবর কেহই সংগ্রহ করে নাই। গ্রামে ফিরিয়া সুবোধ নিজের বাড়ি যাইবার আগে তাই দত্তবাড়ি গেল। অজয় বাড়ি ছিল না। রমেশ ছিল। রমেশকে ডাকিতে সে বাহিরে আসিল। সুবোধ বলিল, "কি হে জ্বর কেমন?" রমেশ উদাস ভাবে জবাব দিল, "জ্বর একটু ছেড়েছে, ম্যালেরিয়ার ব্যাপার জানই তো।"

সুবোধ। হাঁ। সে তো আছেই। তোমাদের বাড়িতে আর কারো ম্যালেরিয়া আছে না কি? কৈ? ডাক্তার ডাকো না?

রমেশ। না খুব বাড়াবাড়ি না হ'লে নয়।

সুবোধ। বসো না, দাঁড়িয়ে কেন?

রমেশ বসিল। সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা রমেশ নমিতা কবে এখান থেকে গেছলো ঠিক?

রমেশ বিরক্ত ভাবে বলিল, "ওসব আর দরকার নেই, দাদা! যেতে দাও। যা হবার হয়েছে। নোংরা জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করে লাভ নেই।"

সুবোধ বলিল "তুমিই তো নরেনকে থানাতে যেতে বলেছিলে।"

রমেশ উত্তেজিত হইয়া বলিল, "সেটা এমন বোকা তা কি করে জানবো। এমনি কথায় কথায় বলেছিলুম, সে যে সেটাকে অত সিরিয়াসলি নেবে তা' তো জানি না। তা হলে বলি? নিজের বোনের কীর্ত্তির কথাটা জাহির করতে যাবে এমন মুখ্যু তাকে বুঝতে পারিনি।"

সুবোধ। কিন্তু কীর্ত্তিই যে তা ধরে নিচ্ছো কেন?

রমেশ ক্রুদ্ধভাবেই বলিল, "এসব নিয়ে আলোচনাতে দরকার নেই। অন্য কথা থাকে তো বলো।" সুবোধ আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সেও একটু ক্রুদ্ধ হইল। বলিল, "শেষে দারোগা এসে তদন্ত করবে সেটাই ভালো হবে? এবার সে বাড়িতেও তল্লাস করবে এবং মেয়েদেরও জেরা করবে। সেটাই কি ভাল হবে?"

রমেশ এত ক্রুদ্ধ হইল যে তাহার মুখ দিয়া কিছুকাল কোনো কথাই বাহির হইল না। কিন্তু সে কি বলিবে তাহা শুনিবার জন্য সুবোধ আর দাঁড়াইল না। সে হন্ হন্ করিয়া নিজের বাড়ীর পথ ধরিল।

বাড়ি ফিরিয়া ইন্দিরাকে বলিল, "দেখো ভিতরে কিছু গলদ্ আছে এর মধ্যে। আমি ঠিক বুঝছি না। রমেশকে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতেই সে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে গেল। অথচ এমন কিছু জিজ্ঞাসা করি নি।"

ইন্দিরা। তুমি কেন ফের এই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছো? মানা করেছি না? আমার ভালো লাগে না।

সুবোধ। এটা কর্ত্তব্য ইন্দিরা। আমি আজই আবার শচীনকে গিয়ে বলছি, দেখি এর কিছু ব্যবস্থা হয় কিনা। আমি চাকরিতে ফেরবার আগেই এর কিনারা হয় কিনা দেখে যাবো। ইন্দিরা তখন আর কিছু বলিল না। আহারাদির পর সুবোধ সত্যই যখন থানাতে যাইতে প্রস্তুত হইল, ইন্দিরা বলিল, "দেখো, আমার কথা শোনো। কেন এসব বিষয়ে তুমি হাত দিচ্ছ?"

সুবোধ কোন কথা না বলিয়া বাহির হইয়া গেল। বেলা পড়িবার আগেই সে থানাতে পৌছিল। শচীন তাহাকে দেখিয়া অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হে, কি হ'ল?"

সুবোধ বলিল, "দেখো শচীন, এই বালিকার অন্তর্ধান হওয়ার ভিতর

একটা গোল আছে।" সে শচীনকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শুনাইয়া দিয়া বলিল, "ওরা চায় না যে এ ব্যাপারটার তদন্ত হয়। কেন? বদনামের জন্য? বদনাম তো হবেই। তা নয় নিশ্চয়ই অন্য কোনো কারণ আছে।"

শচীন ভাবিয়া বলিল, "সম্ভব। কিন্তু এখন কি করা যেতে পারে?"

সুবোধ। তুমি একবার বেশ করে অজয় ও রমেশকে নাড়া দাও, ভিতরের খবর বেরিয়ে যাবে। ওরা নিশ্চয়ই জানে নমিতা কোথায়।"

শচীন হাসিয়া বলিল, "না হয় নাড়া দিলুম। না হয় ওরা বলে দিলে। তারপর যদি সত্যিই দেখা যায় নমিতা কারো সঙ্গে বেরিয়েই গেছে, তা হ'লে? ওরা আমার বিরুদ্ধে তোমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করতে পারে। পুলিস সব কিছু পারে বটে, তবে অনর্থক হায়রাস করার একটা মুস্কিল এই যে বদনাম হতে পারে।"

সুবোধ। সন্দেহে কিছু করতে পারা যায় না?

শচীন। সন্দেহের কারণ তো চাই। এক্ষেত্রে কারণ কোথায়? তুমিই শুধু সন্দেহ করছো। কিন্তু কি সন্দেহ?

সুবোধের মনে পড়িল ইন্দিরার কথা। কিন্তু সেটা সে শচীনকে স্পষ্ট জানাইতে পারিল না।

শচীন হাসিয়া বলিল, "দত্তদের সুনাম আছে। সবাই আশে-পাশে জানে ওরা ভালো লোক। ভদ্রলোক। ওদের সন্দেহ করার জন্য বেশ শক্ত কারণ চাই।"

সুবোধ। কিন্তু ওরা তো জানাতে পারে যে নমিতা ঠিক কবে গেছে ও তার ছেলের অসুখ হওয়ার সংবাদ কেন দেয়নি

শচীন। ওরা যদি বলে অন্য একটা তারিখে, আর ছেলের অসুখের একটা ওজর দেখায়? যদি মিথ্যা অজুহাত দিতে হয়, তবে তো সেটা ওরা ঠিক করেই রেখেছে। তুমি এই নিয়ে ঘাঁটাঘাটি

করে ওদের আরও সাবধান করে দিয়েছো। তা ছাড়া তোমার এ বিষয়ে আর মাথাব্যথা কেন? তুমি যখন আমাদের কাছে খবরটা পাঠিয়েছ তখনই তোমার কর্তব্য শেষ হয়েছে। বেশী উৎসুক্য বা আগ্রহ দেখানো উচিত নয় এ সব ক্ষেত্রে।

সুবোধ এইদিকে কোনরকম উৎসাহ না পাইয়া বলিল, "কিন্তু তুমি তো কিছু করছো না।"

শচীন। সময় হলেই করবো। কিন্তু এমন কিছু আমি পেলুম না যা নিয়ে আমি হৈচৈ করতে পারি। যদি আবার কিছু খবর পাই তবে আবার এগুবো। আপাতত পজিশনটা তোমায় বুঝিয়ে দিই। ভদ্র গৃহস্থ বাড়ি থেকে একজন স্ত্রীলোক—সুন্দরী ও যুবতীই ধরো—ও তার দশ বছরের ছেলে উধাও হয়েছে। সে কি করতে পারে? কারো সঙ্গে গেছে এই ধরতে হবে। সে খবর নিয়ে যদি কেউ হৈচৈ করতে না চায়, তবে দোষ দেওয়া যায় না।

সুবোধ। কিন্তু কার সঙ্গে গেছে? গাঁয়ের কারো সঙ্গে না।

শচীন। সে খোঁজ তো আমাদের করবার নয়। গাঁয়ের কারো সঙ্গে গেছে কি ভিন্ গাঁয়ের কারো সঙ্গে—কি এমনি সে কোথাও গেছে—সে তদন্ত আমরা করতে পারিনা। নাবালিকা হলেও কথা ছিল। সে সমর্থ—তার সুন্দরী স্ত্রীলোক, সঙ্গে দশ বছরের ছেলে। সে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে। আইনে তাকে আটকাবার এমন কিছু নেই।

সুবোধ বলিল, "তা এখনো দশ পনের দিন ছুটিতে আছি, আমিই দেখবো। এর একটা নিষ্পত্তি হবেই। তখন তোমাকে জানাবো।"

শচীন হাসিয়া উত্তর দিল, "সেই ভালো। এখন ওসব ছাড়ো। বোসো। চা-টা খাও একটু। সন্ধ্যা হয়ে গেল। এসো আমার গৃহিণীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইন্দিরাকে আনলেই পারতে।"

সুবোধ। সে আর একদিন হবে।

চা পান করিয়া গল্প শেষ করিয়া সুবোধ যখন বাড়ি ফিরিতে প্রস্তুত হইল তখন একটু রাত হইয়াছে। থানা হইতে পথও প্রায় ঘণ্টাখানেকের। পাড়াগাঁয়ে সন্ধ্যার পরই পথ নির্জ্জন হইয়া যায়, সুবোধ তাড়াতাড়ি চলিল। মনে মনে নমিতার অন্তর্ধানের কথাই ভাবিতে ভাবিতে চলিল। তাহার মনে হইল শচীন ঠিকই বলিয়াছে, কিন্তু রমেশ তো তাহাকে ভালো কথায় এ সব জানাইতে পারিত— শচীনের মত। তা না করিয়া রাগারাগি করিল কেন? ইহাতেই তো সন্দেহ বাড়ে।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে অন্যমনস্ক হইয়াই চলিতেছিল দ্রুতপদে। হঠাৎ রাস্তার একটা অন্ধকারময় স্থানে কোথা হইতে তাহার মাথায় একটা ছোট লাঠি আসিয়া লাগিল অত্যন্ত জোরে। এমন আচমকা কিন্তু এত জোরে আঘাতটা লাগিল যে সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। মাথার সামনেটা ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। সেই অবস্থাতে আবার যেন কে পিছন হইতে আসিয়া পুনরায় লাঠি মারিল। সুবোধ সে আঘাতে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। কে বা কাহারা তাহাকে মারিল দেখিবার জন্য সুবোধ একবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু কোন অবসরই পাইল না।

যখন তাহার জ্ঞান হইল তখন কত রাত তাহা সে স্থির করিতে পারিল না। উঠিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু মাথা লইয়া উঠিতে পারিল না। হাতে বুলাইয়া দেখিল মাথার সামনে ও পিছনে গভীর না হইলেও, বেশ বড়রকমের ক্ষত। তাহার মনে পড়িল কেন সে পথের উপর পড়িয়া। আরো কিছুক্ষণ সে চেষ্টা করিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর ধীরে ধীরে সে বাড়ীর পথ ধরিয়া অন্ধকার রাত্রের ভিতর দিয়া চলিল। বাড়ী পৌঁছিয়া দরজাতে করাঘাত করার

সঙ্গে সঙ্গেই আলোক হস্তে ইন্দিরা দরজা খুলিয়া দিয়া তাহাকে দেখিয়াই আতঙ্কিত হইল।

সুবোধ মৃদু হাস্য করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "ভয় খেওনা। চুপ করো। চল ভিতরে। আগে একটু ধুয়ে মুছে ঠিক হই। তারপর বলছি।"

ইন্দিরা দরজা বন্ধ করিয়া তাহাকে প্রায় ধরিয়াই ভিতরে লইয়া গেল। তখনই গরম জল করিয়া ক্ষতস্থান ধুইয়া টিঙ্কচার আয়োডিন লাগাইয়া ইন্দিরা প্রথমত সুবোধকে দুধ গরম করিয়া খাওয়াইল। সুবোধ বাড়ি আসিবার সময় এক বোতল ব্র্যাণ্ডি আনিয়াছিল তারও কিছু ইন্দিরা দুধের সঙ্গে মিশাইয়া দিল। একটু সুস্থ হইলে সুবোধ ঘটনাটা আগাগোড়া ইন্দিরাকে শুনাইয়া দিল। ইন্দিরা চুপ করিয়া শুনিল। সুবোধ বলিল, "ব্যাপারটা যথেষ্ট ঘোরালো দেখছি। এর মধ্যে অনেক কেউ আছে। আমি শচীনকে বলেছি কতকটা ইঙ্গিতে। কিন্তু সে বিশ্বাসই করতে চাইল না। এইবার সম্ভব করবে।"

ইন্দিরা তিক্তকণ্ঠে বলিল, "দেখো, যা হয়েছে ছেড়ে দাও। আমি তোমায় গোড়া থেকেই বলছি যে আমায় ভালো মনে হচ্ছে না এটা। কেন পরের ঝগড়াতে খামোকা যাবে? নিজের বিপদ আর টেনে এনো না। দুদিন বাড়িতে এসেছো বিশ্রাম করো ফুর্তি করো।"

সুবোধ হাসিয়া বলিল, "আমাদের এসব মাথা ফাটাফাটি কিছু না। আমরা গোলাগুলি নিয়ে কারবার করি, ইন্দিরা। এতে আমি ভয় খাইনা। তা হ'লে লড়াইয়ে যেতুম না। কিন্তু নমিতার কথা ছেড়ে দিলেও এই যে আমাকে মেরেছে, এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আমি অমনি ছাড়বো না। সে-বাপের বেটা আমি নই। তুমি দেখে নিয়ো।"

ইন্দিরা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা এখনি তো আর হেস্তনেস্ত করছো না। এখন শুয়ে পড়। রাত আর বেশী নেই। সারারাত তোমার জন্য আমিও বসে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরদিন সুবোধ নিদ্রাভঙ্গের পর দুইটি কাজ করিল। তাহার ভৃত্যকে দিয়া একখানা চিঠি পাঠাইল শচীনের কাছে। আর একখানি গ্রামের ডাক্তার রসিক বাবুর কাছে। শচীন্দ্রকে লিখিল, "তুমি যে ঘটনাকে লঘু ভাবিয়া উড়াইতে চাও সেটা আর লঘু নয়। আমাকে কাল রাত্রে অন্ধকারে কেউ আক্রমণ করেছিল। ফলে মাথাটা জখম হয়েছে আর আমি শয্যাগত। তুমি যদি একবার আসতে পারো খুব ভালো হয়। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।"

ডাক্তার রসিক বাবুকে ডাকাইয়া পাঠাইল অবিলম্বে। ডাক্তার বাবুই প্রথমে আসিলেন। প্রবীণ ব্যক্তি। আগেকার সময়কার এল্‌. এম্‌. এস্‌. ডাক্তার। আশপাশের সমস্ত গাঁয়ে ইনিই একমাত্র নামজাদা লোক, ভালো চিকিৎসক। গাঁয়ের সকলকেই চেনেন। তিনি আসিয়া আঘাতের কথা সমস্ত শুনিলেন। তিনি বলিলেন, "তাই তো হে। মাথাটা যে আর রাখে নি। শক্ত মাথা বলে বেঁচে গেলে—।" দেখিলেন জ্বরও হইয়াছে বেশ। একটা ইনজেকৃশন্ দিয়া ঔষধ দিলেন খাইবার জন্য। শেষে যাইবার পূর্ব্বে বলিলেন, "কে এমন শত্রু আছে হে তোমার?"

সুবোধ বলিল, "তা তো জানি না। তবে সন্ধান পাবো। ভালো হয়ে উঠি।"

ডাক্তার কহিলেন, "আশ্চর্য্য বটে!"

সুবোধ জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার বাবু গ্রামে তো আপনি সমস্ত বাড়ীর অসুখ বিসুখের খবর জানেন। দত্তদের বাড়ীতে—"

ডাক্তার। হাঁ। রমেশের ম্যালেরিয়া ধরেছে। অজয়ের তো আছেই। কতকটা কালাজ্বরের মত। তা ছাড়া ছেলেদের বৌদেরও আছে। সবাই তো ওষুধ খায় প্রায়ই। কেন বল তো?

সুবোধ। আচ্ছা, ওদের বড়বৌয়ের ছেলের চিকিৎসা আপনি করেছেন নিশ্চয়ই?

ডাক্তার। বড়বৌয়ের? কে? ওঃ। তুমি অজয়ের দাদার বৌয়ের কথা বলছো? হাঁ তার ছেলেটা তো বড্ড ভুগছিলো। কিন্তু কিছু দিন তার খবর পাইনি বটে। শুনলুম বৌ নাকি মাঁর কাছে গেছে ছেলেকে নিয়ে। কিন্তু সেখানেই বা কে যে ডাক্তার আছে জানি না। ছেলেটাকে বাঁচাবার গা ছিল না।

সুবোধ। ম্যালেরিয়াতে লোক মরে?

ডাক্তার। মরে না? দেশ উজাড় হয়ে যেতে বসেছে বাবা। এমন দেশ শ্মশান হলো। আর কুইনাইনে কি কুলোয়? কিছুতেই না। এযে কি ব্যারাম তা ভগবানই জানেন। এর আর ওষুধ নেই—তারকেশ্বরে হত্যা দেওয়া ছাড়া বোধ হয়।

সুবোধকে সাবধান হইতে বলিয়া ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলেন। সুবোধও জানাইল, "ডাক্তার বাবু কাকেও কিন্তু একথা বলবেন না।"

শচীন চিঠি পড়িয়া উত্তর দিল, "আমার হাতে আপাতত কতকগুলি জরুরী কাজ থাকাতে আমি এখুনি যেতে পারলুম না। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে এ তোমার কোনো পারসোনাল শত্রুর কাজ। এটার সঙ্গে দত্তদের বাড়ীর ব্যাপারের যোগাযোগ খুবই কম বলে মনে হয়। যাই হোক আমি সময় মত গিয়ে সমস্ত শুনবো। তুমি সাবধানে থেকো। শীঘ্র সুস্থ হয়ে উঠবে এই প্রার্থনা করি।"

উত্তর সুবোধের মনঃপুত হইল না। সুবোধ আপন মনে বলিল, "না, শচীন এইবার চাল দিচ্ছে। ওকে দিয়ে হবে না।" সুস্থ হইতে

সুবোধের প্রায় সপ্তাহ খানেক লাগিল। একটু সুস্থ হইলেই সে কলিকাতায় গেল ও তাহার অত্যন্ত পরিচিত উকীল বন্ধু রমানাথের কাছে গিয়া হাজির হইল। রমানাথ একরকম আত্মীয়ও হইত সুবোধদের। তাহাকে বলিল "রমানাথ দা, একটা পরামর্শ তোমার সঙ্গে করতে চাই।" রমানাথের বয়স প্রায় ৪৫। কিন্তু বেশ সতেজ ও সবল শরীর ও মন। ওকালতিতে নামও ছিল যথেষ্ট। কলিকাতার মধ্যে জটিল ক্রিমিনাল কেস যত তার অর্দ্ধেকের কিছু কম রমানাথের হাতে আসিত। সেটা তাঁর কেস চালাবার বা আইন জ্ঞানের জন্য ততটা নয় যতটা কলিকাতার মধ্যে নানাবর্ণের চোর বদমাস্ ও ধাপ্পাবাজদের সহিত আলাপ থাকার জন্য। সে ইহাদের মধ্যে রুই কাতলা হইতে চুনো পুঁটি অনেককে চিনিত। তাদের কার্য্যকলাপের সহিত তার ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল। কাজেই যখন কেউ ধরা পড়িত তাহার কাছে মক্কেল আসিত, পাছে সে অপর পক্ষে কিছু করে বা বলে এই ভয়ে। অবশ্য মক্কেলকে সে সব সময়ে বাঁচাইতে পারিত না। অধিকাংশ সময়ে মক্কেলের শাস্তির পরিমাণ কমাইতে পারিত। আদালতকে সন্তুষ্ট করিবার নানাবিধ কৌশলও তার জানা ছিল।

রমানাথ জিজ্ঞাসা করিল "কিরে? তোর আবার পরামর্শ কি?" সুবোধ তার গাঁয়ের ঘটনাটা সমস্ত বর্ণনা করিয়া বলিল, অবশ্য নিজের মতামত বাদ দিয়া। রমানাথ শুনিয়া প্রশ্ন করিল, "তা আমার কি করতে হবে? আমার তো সময় কম তা জানিসই। তা ছাড়া ওসব পাড়াগাঁর কথাতে মাথা দিতে গেলে চলে না। ওসব অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যাপার।"

সুবোধ জিদ করিল, "তা হোক আমার জন্যও যেতে হবে তোমায়। এটার ভিতর নিশ্চয় কিছু আছে।"

রমানাথ হাসিয়া বলিল "দূর! তুই বুঝিস না। কোনো কেস্‌ নেই, কিছু নেই। তুই যা বলছিস তাতে মনে হয় অনেক রকম

সম্ভাবনা এ ঘটনায় আছে। অবশ্য তোকে আক্রমণ করেছিল কে তার সন্ধানও যদি দিতে পারতিস না হয় দেখা যেতো। কি আন্দাজ তোর? ওদের দলের কেউ একাজ করেছে? কে করেছে? রমেশ? অজয়? ভবানী? কাকেও সন্দেহ হয়?"

সুবোধ। না আমি খোঁজ নিয়েছি কিছু ভিতরে ভিতরে লোক লাগিয়ে। জানো তো কতকগুলো ছেলে আমার হাতে আছে থিয়েটার করার হুজুগে—তাদের দিয়ে। আমায় যেদিন আক্রমণ করে, সেদিন ওরা সব দত্তবাড়িতেই ছিল, পাশা খেলছিলো। সন্ধ্যা থেকে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত নড়েনি কেউ ঘর থেকে। তা ছাড়া ওদের এত সাহস নেই, তবে অন্য লোক লাগাতে পারে! সেটা সম্ভব।"

রমানাথ মাথা নাড়িয়া সন্দেহের সুরে বলিল, "সে লোককে খোঁজা তো মুস্কিল হবে না। আমি তো ভাই তোমাদের এ পল্লীগ্রামের পলিটিকস্ বুঝিনা। কিন্তু সে সম্বন্ধে খোঁজ কে করবে? তোমার এ বিষয়ে আর মাথা না দেওয়াই সুপরামর্শ।"

সুবোধ একটু নিরাশ হইল। বলিল, "সবাই যদি এই বলো তোমরা, তবে তো নাচার! সবই আমাকে নীরবে হজম করতে হবে? কিন্তু তা আমি পারবো না।"

রমানাথ হাসিয়া বলিল, "খোঁজ খবর করতে খরচ পত্র যা হবে সে কে দেবে? তুই? তোর এত পয়সা কোথায়?

সুবোধ। কত খরচ হবে?

রমানাথ। তা কি করে বলবো। একজন কি দুজন কি পাঁচজন লোক লাগবে তা কি বলা যায়? আমি তো যেতে পারবো না। তা ছাড়া আমি নিজে কিছু সন্ধান করি না। লোক দিয়েই করাই। তাদের খরচ দিতে হবে। আর তাদের কিছু মেহনতিও দিতে হবে। কেন বাবু—দুদিনের জন্য ছুটিতে এসে? তার চেয়ে তুই ইন্দিরাকে নিয়ে

এখানে চলে আয়। কলকাতা দেখে চাকরিতে যা। ইন্দিরা তার মার কাছে থাকবে'খন। ও দুর্জ্জনের স্থান ত্যাগ করাই ভালো।

কিন্তু সুবোধের মাথার মধ্যে তখন অন্য ভাবনা ঢুকিয়াছে। সে বলিল, "টাকা আমি দেব, দাদা। আপনি লোক লাগান!" সে পকেট হইতে ১০০৲ টাকা বাহির করিয়া দিয়া বলিল, "আপাতত সুরু করুন এই নিয়ে। আবার দু-চার দিনে দিয়ে যাবো।"

রমানাথ। ঘরের পয়সা, চাকরির পয়সা এরকম করে নষ্ট করে? কি লাভ তাতে তোর বাবু? এসব বিষয়ে অনর্থক পয়সা তুই খরচ করবি কেন? এ পুলিসের কাজ। পুলিস করবে। বলিস তো শচীনবাবু না কে আছে তোদের থানাতে, তাকে কাউকে দিয়ে বলিয়ে দিই। পুলিসের সব দিকে এই সব তদন্ত ব্যাপারে বহু সুবিধে। ওরা ইচ্ছে করলে সব বার করতে পারে।

সুবোধ। ওদের ইচ্ছে অনিচ্ছেটার মধ্যে বড় অনিশ্চয়তা আছে। শচীনকেও বলাতে পারো। তবে সে এর ভিতর আর কিছু করতে যেন চাইছে না।

রমানাথ একটু ভাবিয়া বলিলেন, "যা তুই টাকাটা ফিরিয়ে নিয়ে যা। আমি শচীনকেই বলবার ব্যবস্থা করি, উপর থেকে। তারপর দেখা যাবে।" কিন্তু সুবোধ টাকাটা ফিরাইয়া লইতে চাহিল না। সে তাহা রমানাথের কাছে রাখিয়া গেল। বলিল, "যদি দরকার না হয় তোমার, তবে পরে দিয়ো নিয়ে যাবো।"

* * * * *

বাড়ি ফিরিয়া সুবোধ দেখিল "যে শচীন তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। সেই দিনই সেও আসিয়াছিল গ্রামে। সুবোধ তাহাকে দেখিয়া বলিল, "এই যে এসেছো! একবার কলকাতায় গিছলুম ভাই, কতকগুলো জিনিষপত্র কিনতে। এই বার তো ছুটি ফুরিয়ে এলো।"

শচীন কহিল, "কাজে পড়ে আসতে পারিনি। তোমার চিঠি পেয়েছিলুম ঠিক সময়েই। কি ব্যাপারটা? ইন্দিরাকে জিজ্ঞাসা করে তো কিছুই পেলুম না।"

সুবোধ। ওকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা। তা তুমি খোঁজ খবর কিছু করেছো?

শচীন। করেছি—কিছু কিছু। আমার তো ঐ ভবানী পাঠককে সন্দেহ হয়। ওকে নেড়ে দেখলুম। কিন্তু কিছু পেলুম না। তোমার নিশ্চয়ই অন্য লোক আছে শত্রু।

সুবোধ। আমার জানা তো নেই।

শচীন। তা না থাকতে পারে, কিন্তু এই দেখো, বলিয়া শচীন পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া দিল। চিঠিখানি সুবোধ কৌতূহলের সহিত লইয়া পড়িল। তাহাতে লেখা ছিল— "..........গ্রামে, সুবোধ বসু .... বয়স ২৭।২৮ .... সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে .... অফিসার-ইন-চার্জ্জের কাছে অবিলম্বে রিপোর্ট করো। উক্ত সুবোধ বসু কোনোরূপ স্বদেশী কি বিপ্লবী বা অন্য কোনো রকম দলে আছে কিনা।........."

সুবোধ দেখিল, মিলিটারী কর্ত্তাদের অফিস হইতে এই আদেশ পুলিসের উপর হইয়াছে। সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, "কি হয়েছে বুঝলুম না"

শচীন গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, "নিশ্চয়ই কেউ তোমার নাম ওদের কাছে ইন্‌ফরম্‌ করেছে। কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহ হয়েছে তোমার উপর। তাই আমায় রিপোর্ট করতে বলেছে। ব্যাপারটা খুব গোপনীয় বটে। তোমাকেও বলা উচিত হয়নি। তুমি যেন একথা নিয়ে কোনো রকম উচ্চবাচ্য কোরোনা।"

সুবোধ চিন্তিত হইল। শচীন বলিল, "তোমার চাকরী-স্থলে কোনো শত্রু নেই তো হে? দেখ দেখি মনে করে।"

সুবোধ উত্তর দিল, "না মনে পড়ে না। এমনি হয় তো—"সে হঠাৎ থামিয়া ভাবিতে লাগিল। তারপর বলিল, "একটা লোকের সঙ্গে আমার অসদ্ভাব আছে বটে, রমণী গুপ্ত বলে এক জন হাবিলদার। আমার সঙ্গেই কাজ করে। হুগলী জেলাতে বাড়ি। কিন্তু সে কি এত সব করবে?"

শচীন গম্ভীর ভাবে কহিল, "সমস্ত ব্যাপারটা তার বিষয়ে খুলেই বল না। কি হয়েছিল তার সঙ্গে?"

সুবোধ। সে একটা স্ত্রীলোকঘটিত ব্যাপার। একটা মেয়েকে নিয়ে সে নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল— আমি মাঝে পড়ি। আমার স্বভাব তো দেখছোই, তাই থেকে শত্রুতা হয়।

শচীন। সে মেয়েটি কোথায় এখন?

সুবোধ। তাকে আমার জানা একটি লোকের বাড়িতে সরিয়ে দিই। সেইখানেই সে আছে।

শচীন। কতদিনের কথা?

সুবোধ। (ভাবিয়া) মাস তিনেকের হবে।

শচীন। মেয়েটির নাম কি?

সুবোধ। রমলা না কি। এই নিয়ে অবশ্য তখন সবাই খুব হৈচৈ করেছিল, রমণী আমাকে শাসিয়ে বেড়িয়েছিল অনেক রকম, কিন্তু ও সব বাক্যবীরকে আমি গ্রাহ্য করি না। তবে রমণী অবশ্য বদ্‌মাইস্ অর্থাৎ অত্যন্ত খল লোক বটে।

শচীন গম্ভীর ভাবে বলিল, "তা তো হলো! নিজে তো অনেক রকম করে এসেছো ভায়া—"

সুবোধ। ইন্দিরার কাছে যেন এ সব বলো না শচীন।

শচীন মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা না হয় না বললুম, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে কি রিপোর্ট দিই তাই ভাবছি। তুমি তো বিপ্লবীও ছিলে একদিন,

কংগ্রেসীও ছিলে, সবই ছিলে। শুনলুম অনেক কিছু তোমার সম্বন্ধে। কি যে রিপোর্ট করবো ভেবেই পাই না।

সুবোধ। কোথায় শুনলে?

শচীন। কতক গাঁয়ের থিয়েটারে, কতক ইন্দিরার কাছে। মহা ভাবনাতে ফেললে হে তুমি। হাঙ্গামা ছাড়া তুমি থাকতে পারো না, তা কি করে জানবো বলো।

শচীনকে অত্যন্ত দুর্ভাবনাগ্রস্ত দেখা গেল।

সুবোধ শচীনকে আশ্বাস দিল, "ও সব কিছু না। তুমি যা লেখবার লিখে দাও। আমি এখন তো কোনো দলেই নেই। তবে আর কি? তারপর ফিরে গিয়ে একবার এই রমণীকে দেখবো। সে কত বড় খল।"

শচীন। হাঁ, আবার নূতন হাঙ্গামা বাধাও।

তারপর বলিল, "দেখো সুবোধ, তুমি বন্ধু তা জানি। কিন্তু আমার চাকরি। কত করেএ চাকরি পেয়েছি জানো তুমি, তাই চাকরির কর্ত্তব্য আমায় করতেই হবে।"

সুবোধ। তোমার ভনিতা রেখে বল না কি করবে?

শচীন। আমি একবার তোমার ঘর, বাক্স-পত্র সব সার্চ করবো।

সুবোধ। সার্চ ওয়ারেণ্ট আছে?

শচীন পকেট হইতে সার্চ ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া দেখাইল। সুবোধ অবাক হইয়া শচীনের মুখের দিকে তাকাইল। তাহার জিভ শুখাইয়া গেল। মুখ উদ্বিগ্ন হইল। সে নিরুপায়ের মত কহিল, "বেশ সার্চ করো। সেই জন্যই বুঝি এতক্ষণ ধরে বসে আছো।" তার স্বরের তিক্ততার দিকে কাণ না দিয়া শচীন শুষ্কস্বরে বলিল, "চলো তোমার ঘর দেখাবে। বাক্স-পত্রও।" সুবোধ বিনাবাক্যে শচীনকে নিজেদের কক্ষে লইয়া গেল। তিনখানি ঘর। বড়। একখানি শয়নকক্ষ। একখানি বসিবার। ও একখানি সাধারণ ব্যবহার্য্য। পিছন দিকে দালান। সামনেও দালান। পিছনের দালানের পর রান্নাঘর, ভাঁড়ার-ঘর ও খাইবার জন্য একখানা ঘর। শচীন প্রথমে শুইবার ঘরখানিতে গেল। ভালো করিয়া পরীক্ষা করিল। একখানা বড় তক্তপোষ। তাহার উপর বিছানা পাতা। একদিকে একটা কাপড় রাখার আলমারি।

একপাশে গোটা পাঁচেক বড় বড় ট্রাঙ্ক। তার পাশেই একটা ছোট টেবল। টেবলের উপর নানা রকম ছোটখাটো জিনিষ। দেওয়ালে অনেকগুলি ছবি টাঙ্গানো। একদিকে একটা কাপড় রাখার আলনা। আলনার এক কোণে একটা মিলিটারী ঝোলা— জিনিষপত্র রাখার জন্য। শচীন প্রথমত টেবলের উপর রাখা কাগজপত্র ও ছোট খাটো জিনিষগুলি দেখিল। তারপর টেবলের টানা দেরাজ খুলিতে বলিল। সুবোধ বিনা বাক্যে তাহা খুলিয়া দিল। খান কতক ইন্দিরার নামে চিঠি ছাড়া কিছু ছিল না। তারপর সমস্ত ট্রাঙ্ক খুলিয়া দেখাইতে বলিল, সুবোধ দেখাইল। ট্রাঙ্কের পিছনে চিঠি রাখার খোপ হইতে চিঠি বাহির করিয়া পড়িল। বিশেষ কিছু কোথায়ও পাইল না। শেষে বলিল, "ঐ মিলিটারী ঝোলাটা দেখি।" সুবোধ আনিয়া দিল। ঝোলাতে কতকগুলো খুচরা জিনিষ পত্র, টর্চ, সিগারেট-কেস্ ইত্যাদির সঙ্গে খান কতক চিঠি পাওয়া গেল— একটা ফিতা জড়ানো।

শচীন তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিল। সুবোধ চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। পরীক্ষা করিতে করিতে শচীন এক একবার সুবোধের মুখের দিকে দেখিতে লাগিল। শেষে পরীক্ষা শেষ করিয়া সেগুলি পকেটে ফেলিল। বলিল, "চলো আর দরকার নেই।"

বাহিরে বসিবার ঘরে আসিয়া বলিল, "সুবোধ! কতকগুলি প্রশ্ন তোমায় করি। ঠিক জবাব দিয়ো।"

সুবোধ শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিল "বেশ।"

শচীন। চিঠিগুলোর মধ্যে কি আছে তা তুমি জানো। কতকগুলো কণিকা নামে একটি মেয়ের। সে কে জানি না। যে মেয়েটির কথা উল্লেখ করেছো সম্ভব তারই। বাকীগুলো নমিতার। নমিতা তোমায় চিঠি লিখতো?

সুবোধ। হাঁ।

শচীন। শেষ চিঠি লিখেছে মাস খানেক আগে। অর্থাৎ সে তখনও এখানে আর তুমিও এখানে। চিঠি এলো কি করে ?

সুবোধ। পোষ্ট অফিসের ছাপ দেখে বুঝতে পারো না ?

শচীন। কলকাতা থেকে এসেছে। অর্থাৎ তোমার ও নমিতার ভিতর যে চিঠিপত্র চলতো তা আসতো কলকাতার কোনো পার্টির ভিতর দিয়ে—কে সে ?

সুবোধ। নাই বা শুনলে তা।

শচীন একটু হাসিল। বলিল, "অবশ্য কৌতূহল ছাড়া কিছু না। নমিতা সম্বন্ধে তোমার যেমন আগ্রহ দেখেছিলুম তাতে এই রকমই একটা কিছু মনে হয়েছিল। আর সম্ভব এর আভাস কিছু অজয় ও রমেশ পেয়েছিলো বলেই তারা তোমার উপর এত চটা। চিঠিপত্র চালাচালি তো অনেকদিন গোপন রাখা যায় না।"

সুবোধ কোনো কথাও বলিল না। শচীন বলিল, "না, তা হ'লেও তুমি বন্ধু ছিলে আমার ; এখনো তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বের কথাটা ভুলতে পারছি না। তাই পরামর্শ দিচ্ছি আর এ সবে থেকো না। তোমার পক্ষেও তা হলে ভালো হবে, আর ইন্দিরার পক্ষেও। রিপোর্ট আমি একটা যা হয় দেবো। অবশ্য সত্য গোপন করতে পারবো না। কিন্তু যতটা পারি টেনেই রিপোর্ট দেবো। চাকরিটা যাতে তোমার না যায় তা দেখতে হবে। তবে যত শীঘ্র পারো গাঁ থেকে চলে যাও।"

সুবোধ। তার মানে ?

শচীন। কাজে যাবে তো। আর কি ? অবশ্য তার আগেই যদি তারা তোমায় ডিস্‌মিস্ না করে বসে।

শচীন উপদেশ দিয়া চিঠিপত্রগুলি লইয়া প্রস্থান করিল। সুবোধ বসিয়া শুষ্কমুখে চিন্তা করিতে লাগিল।

ইন্দিরা এইবার আবির্ভূত হইল। এতক্ষণ সে পিছনের রান্না ও

ভাঁড়ার-ঘরে ছিল। একদম আসে নাই। আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "দারোগাবাবু গেলেন?" সুবোধ তাহার দিকে একবার অর্থহীন দৃষ্টিতে দেখিয়া জবাব দিল "হাঁ গেছে।"

ইন্দিরা। সার্চ কোরে কি পেলে? নমিতা ও কণিকার চিঠিগুলো?

সুবোধ। তুমি ওসব দেখেছো নাকি? তোমায় ওতে হাত দিতে বারণ করেছিলুম না?

ইন্দিরা হাসিয়া বলিল, "হাঁ, বলেছিলে ওতে তোমার অফিস সংক্রান্ত দরকারী কাগজ-পত্র আছে। তা আমি উপরে জড়ানো আফিসের কাগজ-পত্র দেখিনি। ভিতরের চিঠিগুলো দেখেছি। বোকার মত ওগুলো অযত্নে রেখেছিলে কেন?

সুবোধ স্থির দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া রহিল। ইন্দিরা বলিল, "তোমায় গোড়া থেকে তাই মানা করেছিলুম যে এসবে যেতো না। ঝোঁকের মাথায় চলা তোমার প্রকৃতি। সেই প্রকৃতিই তোমার ও আমার সর্ব্বনাশ করবে তা বুঝছি। তা দারোগাবাবু কি বলে গেলেন?"

সুবোধ। (শুষ্ককণ্ঠে) উপদেশ দিয়ে গেলেন যে শীগ্‌গীর বাড়ি ছেড়ে, গাঁ ছেড়ে যাই যেন। অথচ কেন তা জানি না। তা ছাড়া শুনিয়ে গেলেন যে চাকরিটাও যেতে পারে। যদি যায় তো গাঁ ছেড়ে বাপ-পিতামহের ভিটে ছেড়ে যাবো কোথায়?

ইন্দিরা একটু যেন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "সে কি? আমায় যখন সব জিজ্ঞাসা করছিলেন নানা কথা, তখন বললেন, 'ভয় কি, আমি আছি!'"

সুবোধ বলিল "হু!"

ইন্দিরা। তা হ'লে কি করবে?

সুবোধ। (উদাস ভাবে) কিছু না। যেমন আছি থাকবো। তারপর হঠাৎ সে উগ্রভাবে বলিল, "তুমি কি বলেছো ওকে? কি

জিজ্ঞাসা করেছিল তোমায় ?”

ইন্দিরা। নানা কথা। তোমার চরিত্র কেমন? তুমি বিপ্লবী কিনা? এই সব। আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করো? রাত্রে বাড়ি থাকতে কিনা ?

সুবোধ। হাঁ। সম্ভব আড্ডাতে গিয়েও খোঁজ খবর করেছে।

ইন্দিরা। করে এখানে এসেছিলেন। তা উনি কি করবেন। চাকরিতে এসব করতে হয়। আমি শুধু ভাবছি যে গাঁয়ে থাকা এরপর তো সত্যিই অসহ্য হবে, অসম্ভব হবে। সম্ভব তাই উনি বলেছেন, গাঁ থেকে যেতে।

সুবোধ কিছু বলিল না।

ইন্দিরা কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, “চলো এখন। স্নানাহার সারবে। তারপর ভেবে দেখা যাবে।”

সুবোধ উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, “সুবোধ আছো নাকি ?”

ভবানী ঠাকুরের গলা। ইন্দিরা ও সুবোধের একবার চোখোচোখি হইয়া গেল, তারপর সুবোধ বাহিরে চলিয়া গেল। ইন্দিরা দরজার পাশে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ভবানী ঠাকুর একেলা আসেন নাই। সঙ্গে ছিল রমেশ। ভবানী বলিল, “সুবোধ, তোমার সঙ্গে একটা গোপনীয় কথা আছে।” সুবোধ কহিল “কি ?” ভবানী একটুও ইতস্তত না করিয়া বলিল, “আমাদের ধারণা যে নমিতার খবর তুমি আমাদের চেয়ে বেশী জানো। সে কোথায় ?”

সুবোধ একটু রূঢ় ভাবে বলিল, “বেশী জানি সে খবর কোথায় পেলে ঠাকুর ?”

ভবানী বলিল, “যেখানেই হোক পেয়েছি। তাই তুমি সাধু সেজে

এই নিয়ে গুলতুনি করছো? আবার তো দারোগা এসেছিলেন? তোমার বন্ধু? কি বলে গেলেন?

সুবোধ। যাই বলুন সেটা, তোমাদের শোনবার কথা নেই। আর কোনো কথা না থাকে তো যেতে পারো তোমরা।

ভবানী বলিল, "দেখো সুবোধ, তোমাকে ভালো বলেই জানতুম। শেষে তুমিই যে গাঁয়ের উপর বসে এই সব কাণ্ড করবে তা ভাবিনি। কিন্তু এও বলে যাচ্ছি তোমায়, নিজে যা করেছো তা করেছো, এ নিয়ে গোলোযোগ কোর না। বরং যদি তোমার লজ্জা ঘেন্না কিছু থাকে তা হলে তুমি গাঁ থেকে যাবে। অন্তত কিছু কালের জন্যও। যদি ভদ্র গৃহস্থের সুনাম এর সঙ্গে জড়িত না থাকতো তা হ'লে তোমায় ঘাড় ধরে বার করে দিতুম গাঁ থেকে। ভাবছো কি এখানে তুমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারো? শুধু তাই নয় আবার নিজে এই কাজ করে, অপরকে শাসানো! ছিঃ।"

সুবোধের মুখ আরক্ত হইল, কপালের শিরাগুলি স্ফীত হইল। সে কিন্তু নিজেকে সংযত করিয়া বলিল, "যাও! নিজের কাজে যাও ঠাকুর! বেশী বাজে বোকো না।" সুবোধ আর দাঁড়াইল না, বাড়ির ভিতর গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। ইন্দিরা তাহার মুখের অবস্থা দেখিয়া কহিল, "কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত হবার যোগাড় দেখছি।"

সুবোধ বিরক্তভাবে কহিল, "যেমন দেশ তেমনি তো হবে। ভদ্রলোকের বসতি হ'লে কথা ছিল।"

ইন্দিরা। কিন্তু চিঠিগুলো দারোগা নিয়ে গেলেন কেন? সেগুলো তো তার সম্পত্তি নয়। তুমি হাত ছাড়া করলে কেন?

সুবোধ উত্তর দিল না বটে, কিন্তু তাহার মনে হইল ইন্দিরা ঠিক কথাই বলেছে। শচীন চিঠিগুলো লইয়া গেল কেন? সুবোধের

বিরুদ্ধে কি তাহার কোনরকম অভিসন্ধি আছে। অজয় ও রমেশের কাছে কি কিছু খাইয়াছে? মনটা তার অস্থির হইল। ইন্দিরাও আর বিশেষ কিছু না বলিয়া আপন কাজে গেল তখনকার মত। সুবোধ ভাবিতে লাগিল চিঠিগুলিতে বিশেষ তো কিছু নাই। কণিকার সহিত তাহার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। সে পরিচয় আত্মীয় বন্ধুর পরিচয়ই। তাহাতে দোষণীয় কিছু ছিল না। হাঁ, সেই কথাই চিঠিতে আছে। কণিকাকে বাঁচাইবার জন্যই সুবোধকে যত কিছু করিতে হইয়াছিল। আর নমিতা? নমিতা অনেক কিছু লিখিয়াছিল বটে, কিন্তু পরিষ্কার কিছুই লেখে নাই। যতদূর সুবোধ বুঝিয়াছিল নমিতা সুবোধকে জানাইতে চাহে যে সে বড় বিপন্ন হইয়াছে সুবোধ তাহাকে কিছু সাহায্য করিতে পারে কিনা। সুবোধের সহিত নমিতার আলাপ পরিচয় নমিতার বিবাহের পূর্ব্বেকার। নমিতাদের বাড়ি সুবোধ যাইত, তখন ঘনিষ্ঠতাও ছিল অনেক, সেই কথা মনে করিয়াই সুবোধকে নমিতা স্মরণ করিয়াছিল, কিন্তু সুবোধ নানা কথা ভাবিয়া কোন জবাব দেয় নাই। নমিতা চিঠি পাইবে কিনা ঠিক নাই। নমিতা বারবার তাহাকে একটা কথা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে কথাটা যে কি তাহা শেষ পর্য্যন্ত নমিতা জানাইয়া উঠিতে পারে নাই। সুবোধ কতকটা আন্দাজ করিয়াছিল, কিন্তু সত্য মিথ্যা বুঝিতে পারে নাই। ছুটি সে কতকটা নমিতার জন্যই লইয়াছিল, কিন্তু দেশে আসিয়া নমিতার সাক্ষাৎ পায় নাই। আর দত্তদের বাড়ির ভিতর যাওয়ার মত আলাপ সুবোধের ছিল না। অবশ্য ব্যাপারটার জন্য সুবোধ উৎকণ্ঠিত ও উদ্বিগ্ন যথেষ্টই ছিল, তবু নিরুপায়ও কতকটা। ছোট্ট গ্রামে কথা বিকৃত হইয়া জাহির হইতে পারে যে কোন মুহূর্ত্তে। ইন্দিরার ভয়ে সুবোধ তাই কখনো নমিতার বাড়ি গিয়া সাক্ষাতের প্রার্থনা করিতে পারে নাই। কতকটা নমিতার জন্যও।

সুবোধ বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিল, না, চিঠিগুলির মধ্যে এমন কিছু নাই যে তাহার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বরং যে বা যাহারা ব্যবহার করিবে তাহাদেরই বিরুদ্ধে সুবোধ হয় তো সেগুলি ব্যবহার করিতে পারিবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। তারপর স্নানাদি সমাপন করিয়া কিছু খাইয়া সে শুইয়া পড়িল।

সন্ধ্যা আটটা নাগাদ তাহার ঘুম ভাঙিল। ইন্দিরা আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া দিয়া বলিল, "বাইরে কে একজন লোক ডাকছে।"

সুবোধ উঠিয়া গেল একটা আলো লইয়া। আলোতে লোকটিকে চিনিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই ?"

লোকটি বলিল, "আপনিই তো সুবোধ বাবু ? আমি এসেছি সম্প্রতি ডাক্তার বাবুর বাড়ি। তিনি পাঠালেন। বললেন, আপনার শরীর ঠিক আছে কিনা খোঁজ করতে। বলিয়া সে একটু হাসিল।"

সুবোধ যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল। এ আবার কি নূতন চাল ? কার চাল ?

লোকটি প্রশ্ন করিল "আপনি নিশ্চয়ই রমানাথ বাবুকে চেনেন না ? আমার নাম লোকনাথ, আমি—ইয়ে—আজই এসেছি।"

সুবোধ তখন বুঝিতে পারিল। সে আনন্দিত হইয়া বলিল, "আসুন লোকনাথ বাবু. ভিতরে আসুন।"

লোকনাথ সহাস্য আননে ভিতরে প্রবেশ করিল। লোকটি দেখিতে লম্বাটে, রোগা, বুঝা যায় না যে তাহার শরীরে কত শক্তি। মাথার চুলগুলো রুক্ষ। লম্বাও বটে। পরণে অত্যন্ত সাধারণ কাপড় চোপড়। শুধু চোখগুলো বড় বড়। লোকটি বৈঠকখানাতে আসিয়া ফরাসের উপর বসিল। সুবোধ ইন্দিরাকে চায়ের জন্য বলিতে গেল। তারপর চা আসিলে প্রশ্ন করিল, "লোকনাথ বাবু, আপনি সত্যি ডাক্তার বাবুর বাড়িতে উঠেছেন ?"

লোকনাথ। হাঁ। ডাক্তার বাবু যে আমার মামা। মামার বাড়ি এসেছি। বেকার বসেছিলুম—মামার কম্পাউণ্ডারি করাও যাবে কিছু কিছু। মামাকে বলেছি বাবু তোমার রোগীপত্রের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও, ওষুধ আমি খাইয়ে দেবো দুবেলা, খোঁজ নেবো। যে দুর্য্যোগ আজকাল—" সুবোধ বলিল, "ভালো করেছেন। আমার অবস্থাটা ক্রমশ সঙ্গীন হয়ে উঠেছে।" লোকনাথ হাসিল বলিল, "জানি, ভবানী ঠাকুর ও রমেশ বাবু যখন এসেছিলেন, তখন আমি ছিলুম নিকটেই।"

সুবোধ। সে কি ?

লোকনাথ। আপনার সঙ্গে এক ট্রেনেই এসেছি সুতরাং—

লোকনাথ একটু হাসিল মাত্র। সুবোধ বুঝিল যে লোকনাথ তাহাকেই অনুসরণ করিয়াছে ও অলক্ষ্যে দৃষ্টি রাখিয়াছে। লোকনাথ বলিল, "ব্যাপারটা রমানাথ-দার কাছে কতক আন্দাজ করেছি। কিন্তু তিনি বিশেষ কিছু বললেন না। আপনি বেরুবার পরই আমি যাই; আমায় শুধু বললেন, 'এ লোকটার পিছনে যাও এবং ওর গাঁয়ে গিয়ে যা দেখবার শোনবার দেখে নাও গে। পরে সমস্ত খবর নিয়ে জানিয়ো।'"

সুবোধ। বুঝেছি। আমায় কি করতে হবে ?

লোকনাথ। সবটা খুলে বলতে হবে। কিছু ঢাকলে চলবে না। ডাক্তারের কাছে কিছু লুকোতে নেই। জানেন ?

সুবোধ কহিল, "বেশ শুনুন; প্রায় মাস দুই আগে আমি নমিতার এক চিঠি পাই। নমিতার সঙ্গে পরিচয় আমার ছেলে বেলার। ওরা আত্মীয়ও বটে, আর নমিতার সঙ্গে আমার প্রথম প্রণয় হয়। তারপর অবশ্য আত্মীয়তা থাকার দরুণ বিয়ে হয় না। ওর বিয়ে দত্তদের বিজয়ের সঙ্গে হয়। আমাদের দুজনের ভিতর আর কোনো খবরাখবর থাকে না। আমারও পরে বিয়ে হয়। বিধবা হবার পর সে বাপের বাড়ি যায়।

তারপর আমি দু-চার বার ওদের গাঁয়ে গিয়েছিলুম। দেখা সাক্ষাতও হয়েছিল। কিন্তু সেটা দোষের কিছু ছিল না। তাই মাস দুই আগে হঠাৎ তার চিঠি পাই।"

লোকনাথ। সে চিঠি আছে?

সুবোধ। না। সে শচীন দারোগা নিয়ে গেছে। চিঠিতে একটা কিছু নিজের বিপদের আভাস দিয়ে লেখে যে আমি যেন প্রস্তুত থাকি, আমার সাহায্য তার দরকার হতে পারে যে কোনো মুহূর্তে। কি বিপদ তা কিছু লেখে নি। আর আমিই বা কি সাহায্য করতে পারি, তাও জানায় নি। তবে আমাদের পুরানো সদ্ভাব বা প্রণয়ের কথার উল্লেখ তাতে ছিল বটে, আমি জবাব দিই নি। তারপর আরো তিন খানি চিঠি পাই একই ধরণের। ব্যাপারটা কি তা বুঝবার জন্য আমি ছুটি নিয়ে আসি এখানে। কিন্তু বিশেষ কিছু জানতে পারি নি। যখন শেষে নিরুপায় হয়ে একদিন অজয়কে জিজ্ঞাসা করলুম, অজয় উদাসকণ্ঠে বললে, "তিনি তো নেই। বাপের বাড়ি চলে গেছেন।"

লোকনাথ। এর আগে আপনি কি চেষ্টা করেছিলেন খোঁজ নিতে?

সুবোধ। ওদের বাড়ির ছোট ছেলেদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম— নমিতা আছে কিনা। শুনেছিলাম আছে। আর কিছু জানতে পারি নি। আমাদের আড্ডাতে ওদের বাড়ি যায় এমন দু' একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কিন্তু এরকম করে বিশেষ খবর কিছুই পাওয়া যায় না— যায়ও নি।

লোকনাথ। আপনি তো গ্রাম সুবাদে যেতে পারতেন ওদের বাড়িতে। কিংবা ওর ভাইকে ডাকিয়ে খোঁজ নিতে পারতেন।

সুবোধ। কেমন সঙ্কোচ হতো। তা ছাড়া নরেন্দ্র, ওর ভাই, তখন কলকাতায়, কাজেই তাকে ডেকে কিছু করার উপায় ছিল না।

লোকনাথ কিছু কাল কি ভাবিল। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "দেখুন সুবোধ বাবু, আপনি সত্যি এর কিছু জানেন না? মিথ্যা বলবেন না। তাতে শুধু আমার কাজ বাড়ানো। তা ছাড়া যারা এই রকম ব্যাপারে মিথ্যা নালিশ করে ও নিজেদের দোষ ঢাকবার চেষ্টা করে তারা শেষে মারা পড়ে এ নিশ্চয় জানবেন। আমি এসেছি আপনাকে সাহায্য করতে। আপনি যদি আমায় মিস্‌লিড করেন, তাহ'লে আমি কিছুই করতে পারব না, আমি তাহলে চলে যাচ্ছি।"

সুবোধ উত্তর দিল, "না আমি সত্যই চেষ্টা করছি জানতে যে নমিতার কি হলো। তার ছেলেরই বা কি হলো। আমি সত্যিই তাকে চোখেও দেখিনি। বিশ্বাস করুন।"

লোকনাথ বলিল, "বিশ্বাস করলুম। আমার কাজ অনেকটা সহজ হয়ে গেল। অতঃপর আমি আপনার অচেনা, ডাক্তার বাবুর ভাগ্নে। এখানে ডাক্তার বাবুর অন্নে পালিত হতে এসেছি। আপনার মাথার জখমের খোঁজ নিতে আসি মাত্র। বুঝলেন? আচ্ছা আর একটা কথা নমিতা এখন কোথায় জানেন?"

সুবোধ বিস্মিত হইয়া কহিল "আমি তাহ'লে এত হাঙ্গামা করছি কেন?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দত্তদের বাড়ির কাছে যেখানে একটি মাত্র চলাচলের পথ সোজা পূব-পশ্চিম চলিয়া গিয়া দক্ষিণে মোড় নিয়াছে—সেইখানে একটা বড় দীঘি। দীঘিটা পাঁচ সরিকের, তবে দত্তদেরই প্রায় দশ আনা অংশ ছিল তাতে। গ্রামের মধ্যে ইহাই একটা বড় জলাশয় তাই প্রায় সকলেই ইহার জল ব্যবহার করিত। দীঘির ধারে নানা দিকে কাঁচা ঘাট ছিল। এক এক ঘাটে এক এক পাড়ার লোক দীঘি ব্যবহার করিত। দীঘির পাড়ে আম, জাম, বেল প্রভৃতি নানাবিধ গাছ ছিল। যে দিকটা দত্তদের বাড়ির দিকে, পাড়ের সেই দিকে দত্তরা উপরের জমি সমতল করিয়া কলাগাছের বাগান ও নানারকম শাক-সবজির বাগান করিয়াছিল। সেই কলাবাগানের নীচে সেদিন দুপুরে একটি লোক বসিয়া দীঘিতে মাছ ধরিতেছিল। ছিপ, সুতা, বঁড়শি, চার প্রভৃতি নানা সরঞ্জাম লইয়া সে খুব সমারোহেই মাছ ধরিতে বসিয়াছিল। রাস্তা দিয়া যাহারা যাইতেছিল তাহাদের চোখের উপরই প্রায় লোকটি বসিয়াছিল। অবশ্য মাছ ধরিতে অনেকেই মাঝে মাঝে বসিত। এমন কি রমেশ ও অজয়ও বসিত। তাই ব্যাপারটা অনেকের নজরে আসিলেও তাহা বিশেষ অস্বাভাবিক বলিয়া কাহারও মনে হইল না।

কিন্তু অস্বাভাবিক মনে হইল ভবানী ঠাকুরের। ভবানী ঠাকুর দুপুরে আহারাদির পর বেলা দুইটা নাগাদ যাইতেছিলেন দত্ত-বাড়িতে তাস খেলিতে। সেখানে তাসের বৈঠকটা প্রত্যহই প্রায় বসিত। রাস্তা হইতে লোকটাকে মাছ ধরিতে দেখিয়া ভবানী ঠাকুর একবার

দাঁড়াইলেন। তারপর উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাছ ধরে কে হে?" কিন্তু কোনো উত্তর পাইলেন না। পুনর্ব্বার আরো উচ্চস্বরে প্রশ্ন করিলেন কিন্তু জবাব পাইলেন না। যে মাছ ধরিতেছিল সে অত্যন্ত মনোযোগের সহিতই মাছ ধরিতেছিল এবং উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করিল না সম্ভব। ভবানী ঠাকুরের রাগ চড়িয়া গেল। সে দ্রুতপদে পাড় দিয়া গিয়া লোকটির কাছে পৌঁছিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার লোকটিকে পিছন হইতে দেখিয়া বলিলেন, "কে হে মাছ ধরছো?" লোকটি ফিরিয়া তাকাইল একবার। তারপর ইঙ্গিতে চুপ করিতে বলিল। মৎস্য শিকারী লোকনাথ। ভবানী একেবারে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কার হুকুমে মাছ ধরছো? কে তুমি?"

লোকনাথ মৃদু হাসিয়া বলিল, "এতো রাজ্যের খবর রাখো ঠাকুর, আর আমায় চেনো না? সে কি?" ভবানী মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "না, চিনি না। এখন ভালো চাও তো উঠে পড়, না হ'লে—" লোকনাথ হাসিয়া বলিল, "চুপ করো একটু ঠাকুর। এই মোটে চার জমছে এখন গোল করে মাটি করো না সব।" লোকনাথ ফাৎনার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। ভবানী ঠাকুরের বিস্ময় বাড়িল। তাহাকে ভয় করিত না বা তাহার প্রভুত্ব মানিত না এমন কেহ বড় গাঁয়ে ছিল না। কেহ না মানিলেও, গাঁয়ে সে মোড়লি করিতই। আর দত্তদের আবছায়াতে মোড়লিটা ফলিয়াও যাইত। কাজেই এই লোকটার ভাব তাহার কেমন বিচিত্র মনে হইল। একটা অচেনা লোক এই ভাবে তাহাকে অগ্রাহ্য করিবে ভবানী ঠাকুর তাহা সহ্য করিতে পারিল না। তাই গলা চড়াইয়া ভবানী ঠাকুর বলিল, "ওঠো শীগ্‌গির, না হ'লে তোমার ছিপ সুতো সব যাবে, আর তোমারও কিছু উত্তম মধ্যম হয়ে যাবে।"

লোকনাথ বসিয়াই রহিল, "কিন্তু ঠাকুর, তুমি কেন এতো ব্যস্ত হচ্ছো? শোনো তবে। এ দীঘিতে কার কার কত অংশ আছে, অধিকার আছে,

তার হিসাব আমি রাখি। দত্তদের নআনা সাড়ে দশ পাই, বোসেদের তিন আনা সওয়া তিন পাই, মিত্তিরদের ছ'আনা পাঁচ পাই তিন ক্রান্তি আর—"

ভবানী ঠাকুর তাহার হাত হইতে একটা ছোঁ মারিয়া ছিপগাছা কাড়িয়া লইয়া তাহা দুই খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া জলে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "বাকী অংশটা তোমার! তুমি এইবার সেটা বুঝে নাও।" সঙ্গে সঙ্গে ভবানী লোকনাথকে একটা ধাক্কা দিয়া দীঘিতে ফেলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু দীঘির জলে যে পড়িল সে লোকনাথ নয় ভবানী ঠাকুর নিজে এবং অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে ও এত প্রচণ্ড বেগে যে খুব ভালো সাঁতারু হওয়া সত্ত্বেও পাঁচ সাত ঢোঁক জল ঠাকুর খাইয়া ফেলিল। কোনো মতে জল হইতে মাথা তুলিয়া দেখিল যে লোকনাথ সেইরকমই বসিয়া আছে। তাহার মুখে সেই মৃদু হাসি। ভবানীকে মাথা তুলিয়া তাহার দিকে চাহিতে দেখিয়া লোকনাথ বলিল, "দিলে তো চারটা নষ্ট করে? না, তোমরা বড় ঝগড়াটে লোক ঠাকুর! একেই বলে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা।"

ভবানী জল হইতে পাড়ে উঠিয়া ভিজা কাপড় নিঙড়াইতে নিঙড়াইতে চলিয়া গেল।

লোকনাথও একটু অপেক্ষা করিয়া উঠিতে যাইতেছে এমন সময় দেখিল পাড়ের উপর কলাবাগানের ভিতর অজয়, রমেশ, ভবানী ও আরো দুইজন লোক।

অজয় বলিল, "কে হে তুমি আমাদের পুকুরে মাছ ধরছো বিনা হুকুমে, আর আমাদেরই লোককে অপমান করছো? কে তুমি?"

ভবানী বলিল, "তোমাদের দেখাতে নিয়ে এলাম, অজয়! বাকী যা করবার আমিই করছি। দেখো না তোমরা দাঁড়িয়ে।"

ভবানী ঠাকুর গায়ের জোরে কারো কাছে হার মানিতে প্রস্তুত

ছিল না। গ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর ও শক্তিমান পুরুষ বলিয়া তার খ্যাতি ছিল। যদিও কি করিয়া দীঘির জলে পড়িয়া গিয়াছিল তাহা ঠিক বুঝিতে পারে নাই—তবু তার মনে হইয়াছিল যে সম্ভব তাল রাখিতে না পারিয়াই পড়িয়াছে। তাহা না হইলে এই রোগা লম্বা লোকটাকে তো একটা চড়েই ভবানী সিধা করিয়া দিতে পারে।

ভবানীকে মারধর করিতে উদ্যত দেখিয়া অজয় বলিল, "ভবানী মারধর করে লাভ নেই। ওকে ধরে থানাতে চালান করে দাও চোর বলে।" ভবানী কহিল "সে তো পরে দেবোই। এখন ওকে একটু শিক্ষা দেওয়ার দরকার।"

ভবানী যতটা পারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া নীচে, যেখানে লোকনাথ বসিয়াছিল সেখানে আসিল ও লোকনাথের মুখ লক্ষ্য করিয়া এক প্রচণ্ড ঘুষি দিল কিন্তু ঘুসি লোকনাথের মুখে পড়িল না। লোকথাথ চোখের পলকে সরিয়া দাঁড়াইল। ভবানী তাল সামলাইলে লোকনাথ বলিল, "ঠাকুর কেন মারামারি করবে, তার চেয়ে থানাতে চলো। অজয়বাবু বুদ্ধিমান। ঠিক বলেছেন। মারামারিতে তুমি বিশেষ সুবিধা করতে পারছো বলে মনে হচ্ছে না। এই দেখো না আমায় জলে ফেলতে এসে নিজেই পড়লে; আবার এখন ঘুষোঘুষি করতে এসেছো—হয় তো নিজের মুখেই নিজে ঘুষি শেষে মেরে ফেলবে। হাত পার ঠিক তো নেই। সরো।"

কিন্তু ভবানী ঠাকুর তখন আপনার সম্মান রাখায় জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। সে পুনরায় আক্রমণ করিল। উপর হইতে রমেশ ও আর একজন লোকও চীৎকার করিয়া নামিল—লোকনাথকে আক্রমণ করিতে, কিন্তু কেহ তাহাকে স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই লোকনাথ পাশ কাটাইয়া দ্রুতপদে পাড়ের উপরে কলাবাগানে গিয়া উঠিল, অজয়ের কাছে। সেখানে দাঁড়াইয়া সহাস্যে বলিল, "দেখুন, অজয়বাবু, কেমন মজা!"

মজাটা মন্দ হয় নাই বটে। রমেশ ও অন্য ভদ্রলোকটি গিয়া পড়িয়াছিল ভবানী ঠাকুরের উপরই। ভবানী ঠাকুর প্রথমতঃ নিজের তাল সামলাইতে, তারপর এই দুইজনের তাল সামলাইতে না পারিয়া পুনরায় দীঘির জলে পড়িল। রমেশ ও সেই লোকটিও মুখ থুবড়াইয়া পড়িল একেবারে দীঘির কিনারাতে।

অজয় ও আর যে লোকটি উপরে ছিল উভয়েই একবার নীচের দৃশ্যের দিকে আর একবার পাশের লোকটিকে দেখিল। লোকনাথ মাথা নাড়িয়া বলিল "ভবানীর হাত পা'র ঠিক নেই। বললুম তবু শুনলে না।" ততক্ষণে ভবানী আবার জল হইতে উঠিয়াছে। রমেশ ও তাহার সঙ্গীও উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভবানী দ্রুতপদে উপরে লোকনাথের দিকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। এইবার তাহার মুখ হইতে গ্রাম্য গালির স্রোত বহিল। অজয় রুক্ষস্বরে বলিল, "ভবানী থামো। এর প্রতিকার এ রকমে হবে না। তুমি হঠকারিতা করো না।"

লোকনাথ বলিল, "ঠিক বলেছেন অজয় বাবু।" অজয় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কে তুমি?" লোকনাথ উত্তর দিল, "ধরুন না আমি আগন্তুক, আপনাদের গ্রামেরই কারো বাড়িতে নূতন এসেছি, আর মাছ ধরার সখ আছে। মনে করুন যে এই এত বড় এমন চমৎকার পুকুর দেখে লোভ সামলাতে পারিনি মাছ ধরার। কিন্তু এরকম ব্যবহার ভবানীর ও আপনাদের কি ভদ্রতাসম্মত হয়েছে?"

অজয়। কার বাড়িতে এসেছো?

নীচে হইতে রমেশ ও তাহার সঙ্গী তখন উপরে উঠিয়াছে। দুই-জনেরই হাত মুখ ও দেহ সামান্য ছড়িয়া গিয়াছিল। একটু আধটু রক্তও পড়িতেছিল। রমেশ বলিল, "যার বাড়িতেই এসে থাকো, এই কলাবাগানে কেন ঢুকেছো? এ তোমার বাবার বাগান?" ভবানী ঠাকুর আস্ফালন করিল, "তোমার ছাল ছিঁড়ে তবে কথা।"

অজয় ইহাদের ধমক দিল, "থামো।" তারপর লোকনাথকে পুনরায় প্রশ্ন করিল, "কার বাড়িতে উঠেছো ?"

লোকনাথ। মামার বাড়ি।

অজয় ক্রোধ চাপিয়া বলিল, "কার বাড়ি ? তার নাম কি ?"

লোকনাথ। নামে এখন আর আর ফল কি হবে! যা করবার তা করুন না।

অজয়। এই বাগানে কেন ঢুকেছিলে ?

লোকনাথ। কোন ক্ষতি আছে কি ? বাগানেও ঢুকি নি। ঐ নীচে বসেছিলুম। তা আপনাদের কলাগাছের হিসাব না হয় করে নিন, চুরি করেছি কিনা দেখুন। কটা কলাগাছ ছিল ? বলুন! এখুনি গুণে দিচ্ছি। না হয় ভবানী ঠাকুরকে বলুন গুণে দেবে।"

তারপর লোকনাথ চলিতে সুরু করিয়া বলিল, "গুণিয়ে দেখবেন। যদি কম পড়ে জানাবেন। আমি না হয় এসে সে কটা কলাগাছ পুঁতে দিয়ে যাব।" বলিয়া লোকনাথ দাঁড়াইয়া উপরে না নীচে কোথায় কলাগাছ পুঁতিবে তাহা যেন লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল। হঠাৎ ভবানী আসিয়া তাহাকে পিছন হইতে আক্রমণ করিল। একটা প্রচণ্ড ঘুসি লোকনাথের মাথায় পিছন হইতে পড়িল ও লোকনাথের মুণ্ডটা নীচু হইয়া গেল। সে নিজেও দুই পা হটিয়া গেল তার তাল সামলাইতে। সঙ্গে সঙ্গে ভবানী ঠাকুর চীৎকার করিল, "বেরোও এখান থেকে—রাসকেল! ফের যদি কলাবাগানে কি তার নীচে এসেছ—"

কিন্তু ভবানী ঠাকুরের বাক্য সমাপ্ত হইল না। হঠাৎ দেখা গেল ভবানী ঠাকুর ঠিকরাইয়া একেবারে পাড় হইতে নীচে দীঘির কিনারাতে গিয়া পড়িল ও তাহার মুখ হইতে একটা অব্যক্ত শব্দ বাহির হইল ও খানিকটা রক্তও তাহার সঙ্গে। পড়িয়া ভবানী ঠাকুর মিনিট দুই

একেবারে অসাড় হইয়া রহিল। এত দ্রুত এই ব্যাপার ঘটিল যে অজয় রমেশ প্রভৃতি কেহই যেন প্রথমটা বুঝিতে পারিল না কি হইয়াছে। তারপর যখন বুঝিল তখন স্তম্ভিত নির্ব্বাক হইয়া দেখিল যে লোকটি আস্তে আস্তে বাগান পার হইয়া পাড়ের নীচে রাস্তায় নামিতেছে। কিন্তু কেহই তাহাকে বাধা দিতে সাহস করিল না। রমেশ দ্রুতপদে নীচে ভবানীর কাছে নামিয়া গেল ও তাহাকে টানিয়া তুলিয়া বসাইল। আর একজন নামিয়া গিয়া কাপড়ের কোঁচার একটা অংশ ভিজাইয়া আনিয়া ভবানীর মুখে চোখে জল দিল। ভবানীর নাকের গোড়া ফাটিয়া গিয়াছে, দুইটি সামনের দাঁত সম্ভব উপড়াইয়াছে, কেন না তাহা দিয়া রক্ত পড়িতেছিল। ভবানী গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া যেন দম লইতে চেষ্টা করিল, আস্তে আস্তে প্রায় ১৫ মিনিট বাদে সে হাত নাড়িয়া জল দেওয়া বন্ধ করিয়া দিল ও রমেশের মুখের দিকে চাহিল। রমেশ বলিল, "হাঁটতে পারবে? চলো, বাড়িতে চলো।" ভবানীকে দুইজনে ধরিয়া কোন রকমে সকলে দত্তদের বৈঠকখানাতে নিয়া উঠিল।

অজয় এতক্ষণ কথা বলে নাই। এইবার বলিল, "লোকটা কে? থানায় একটা খবর দিতে হবে। ভবানী তুমি গিয়ে শচীনকে বল গে কিন্তু তার আগে খোঁজ নাও ও কে।" রমেশ উত্তর দিল, "এখুনি খোঁজ করছি।" সঙ্গে সঙ্গে সে চটিজুতা পরিয়া বাহির হইয়া গেল। ভবানী নির্ব্বাক হইয়া শুইয়া রহিল তক্তপোষের উপর।

মিনিট দশেক বাদে রমেশ ফিরিয়া বলিল, "খোঁজ পেয়েছি। আমাদের ডাক্তার বাবুর ভাগনে। কাল এসেছে এখানে।"

অজয় সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে রমেশের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি করতে এসেছে খোঁজ পেলে?"

রমেশ। এখানে ডাক্তার বাবুর লোকের দরকার হয়েছিল—নিজে

আর পেরে ওঠেন না—তাই ওকে আনিয়েছে। সম্ভব বেকার বসেছিল।

অজয়। কোথা থেকে খোঁজ পেলে?

রমেশ। ডাক্তার বাবুরই কাছে। ওঁর বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছি, দেখি লোকটা ডাক্তারখানায় বসে সিগারেট টানছে। তখন টিন্‌চার আইডিন চাই বলে ডাক্তার বাবুকে ডাক দিলুম। ডাক্তারবাবু বেরিয়ে এলেন। জিজ্ঞাসা কিছু করবার আগেই ভাগনের পরিচয় দিলেন।

অজয়। তা হ'লে? লোকটার সম্বন্ধে থানাতে রিপোর্ট করবে?

ভবানী কি একটা বলিল, কিন্তু তাহা পরিষ্কার বোঝা গেল না। রমেশ বলিল, "বুঝতে পারছি না। তবে সম্ভব ও খুব সদ্ভাবে থাকতে পারবে না। আজই ভবানীদা হাঙ্গামাটা না বাধালে ভালো হতো। লোকটার গায়ের জোর ও মারামারির কৌশলে বিপজ্জনক বটে।"

ভবানী উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, "এবার শোধ আমি নেবোই রমেশ। ও কত বড় পালোয়ান দেখে নেবো।"

অজয় ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "একলা তুমি পারবে না, ঠাকুর। আজ বোঝাই গেল সেকথা। দল বেঁধে মারা একটা লোককে, গ্রামের অপমান। ও সবে দরকার নেই। এখন বিচার করতে হবে যে ওকে শত্রু ভাবা যাবে ও গ্রাম থেকে তাড়ানো যাবে, না, এমনি উপেক্ষা করেই চলা যাবে—মরুকগে বলে? ওর মতলব কি?"

রমেশ। আমার মতে শচীনকে খবর দেওয়াই ভালো। এই বেলা তাকে গিয়ে বলি সব কথা। আর ঐ চড়াও হয়ে মার-পিট করেছে জানালেই হবে। এরা দু'জন সাক্ষী দেবে। আরো দু'চার জনকে সাক্ষী মানানো যাবে।" অজয় একটু ভাবিয়া বলিল, "তাই করো। ভবানী ও তুমি এখনি চলে যাও। সাক্ষীর মধ্যে কাকে কাকে চাই বলে যাও, আমি ব্যবস্থা ক'রেছি।"

রমেশ ও ভবানী তখনই থানাতে গেল।

*　　*　　*　　*　　*

লোকনাথ ডাক্তারখানাতে বসিয়া আছে। ডাক্তার বাবু বাহিরে কোথায় গিয়াছেন রোগী দেখিতে, এখনো ফেরেন নাই। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ছোট একটা বাতির আলোকে ডাক্তারখানায় বসিয়া লোকনাথ সিগারেট খাইতেছিল ও ভৃত্য রামচরণের সঙ্গে আলাপ করিতেছিল।

লোকনাথ। ও। দত্তদের বাড়িতে তুই কাজ করতিস আগে?

রাম। হাঁ বাবু।

লোকনাথ। ওদের বাড়িতে কত লোক? তুই বাবু ছাড়া।

রাম। বাবুদের বৌরা। ছেলেমেয়ে। বড়বাবু—যিনি মারা গেছেন—তাঁর স্ত্রী, একজন ছেলে তার—। অনেক লোক বাবু।

লোকনাথ। তুই দেখেছিস বড়বাবুর স্ত্রীকে?

রাম। দেখেছি বৈ কি, বাবু। তাছাড়া বাইরের লোক আসে।

লোকনাথ। তা—দত্তবাড়িতে খুব লোকজন আসে? বৈঠকখানাতে? না বাড়িতে?

রাম। বাড়িতেও বৈঠকখানাতেও। আমাদের দারোগাবাবুও প্রায় আসতো?

লোকনাথ। কোন দারোগা? এখন যে আছে?

রামচরণ। হাঁ, উনিই। রোজ সাইকিল ক'রে আসতেন। রাত ১১টা ১২টা পর্য্যন্ত গল্প করতেন। আরো কত লোক আসতো। এখন তো তত লোক আসে না।

লোকনাথ। কেন?

রামচরণ। তা জানি না। মেজবাবুর অসুখ হলো, ছোটবাবুরও। দারোগাবাবুর স্ত্রী এলেন শুনেছি। তিনিও আসতেন।

লোকনাথ বলিল, "যারা আসতো তারা সব এই গাঁয়েরই তো? দু একজনের নাম বলো না হে। শুনি।"

রামচরণ দুই চারিটা নাম বলিল।

লোকনাথ। সুবোধ বাবু যেতো ?

রামচরণ। না সুবোধ বাবু তো দেশেই ছিল না। লড়াইতে গিছ্‌লো।

লোকনাথ। ওঃ! তা বৈঠকখানাতে কি হতো ?

রামচরণ একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় দুই তিন জন লোক প্রবেশ করিল। দুইজনকে লোকনাথ চিনিল। রমেশ ও ভবানী। তৃতীয় ব্যক্তিটিকে চিনিতে পারিল না। তৃতীয় ব্যক্তিটিই অগ্রসর হইয়া লোকনাথকে বলিল, "আপনার নাম ?"

লোকনাথ উত্তর দিল, "সেটা আপনাকেই জিজ্ঞাসা করবো ভাবছিলুম।" ব্যক্তিটি বলিল, "আমি এখানকার থানার অফিসার। শুনলুম আপনি এই ভদ্রলোকদের উপর চড়াও হয়ে মারপিট করেছেন, ওঁদের বাগানে ঢুকে চুরি করে মাছও ধরেছেন, এ সমস্ত বে-আইনি তা জানেন ?"

লোকনাথ। না, ঠিক জানতুম না। তা যা হয়ে গেছে তার তো চারা নেই। কি করা যায় বলুন এখন ? ওঁদের না হয় ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি। মামার কম্পাউণ্ডারি আজকাল আমিই করছি। সুতরাং ওষুধ দিতে পারি। আর মাছ আমি ধরি নি। ঐ ভবানী ঠাকুর চার গুলিয়ে দিয়েছে। তবে আপনি যদি নিতান্তই না ছাড়েন, না হয় অন্য কোথাও থেকে একটা মাছ ধ'রে ওঁদের পুকুরে ছেড়ে দেবো। আর কি করতে পারি বলুন।

দারোগা শচীন বাবু একটু চড়া গলাতে বলিলেন, "আপনার নামে রিপোর্ট হয়েছে। ডায়রি হয়েছে। আপনাকে থানায় যেতে হবে।"

লোকনাথ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "থানায় ? চলুন।"

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর কহিল, "কিন্তু কেন বলুন তো ?

থানায় নিয়ে গিয়ে রাখবেন কোথায় ? তার চেয়ে এক কাজ করুন। আমি এইখানেই রইলুম। ভয় নেই, পালাবো না। আপনি কেস কোর্টে পাঠান। কেস কোর্টে উঠলেই আমি গিয়ে কোর্টে হাজির হবো। সদরে পুলিস আছে সেইখানেই তারা ব্যবস্থা করবে। বিশ্বাস না হয় একটু অপেক্ষা করুন। মামা আসছেন। তিনি জামিন হবেন খন।”

শচীন কি করিবে বুঝিতে পারিল না। একবার রমেশ আর একবার ভবানীর দিকে চাহিল।

লোকনাথ সহাস্যে কহিল, “ওরা আর কি আপত্তি করবেন।” কাণ্ডটা হতো না যদি ভবানীর মাথার গরমি না হতো, তাছাড়া—” শচীন ধমক দেওয়ার মত স্বরে বলিল, “তোমার কাছে তো বক্তৃতা শুনতে আসি নি। চলো। থানাতে তোমায় হাতকড়ি দিয়ে রাখবো তারপর কাল সদরে চালান দেবো। জামিন আমি নেবোনা।”

লোকনাথ হাসিয়া বলিল, “এ আপনি রাগ করে বলছেন দারোগাবাবু। আমি কি বুঝিনা। আচ্ছা, সে হবে খন। ঐ দু'জনকে পাঠিয়ে দিন বাড়ি ও একটু বসুন এইখানে। চা-টা খান। তারপর সব বুঝিয়ে বলছি আমি।

শচীন উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, “চুপ করে চলো। বক্তৃতা শুনতে চাইনা।” সঙ্গে সঙ্গে সে আওয়াজ দিল, “চৌকিদার ?” দুইজন চৌকিদার লাঠি লইয়া ডাক্তারখানার দরজাতে দেখা দিল। শচীন নিজের রিভলবারটা একটু উচু করিয়া দেখাইয়া বলিল, “একে ধরে নিয়ে চলো থানাতে।”

লোকনাথ কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ডাক্তারবাবুকে আসিতে দেখিয়া চুপ করিল।

ডাক্তারবাবু ভিতরে ঢুকিয়া সকলকে দেখিয়া বলিলেন “কি হয়েছে রমেশ ? কি হয়েছে শচীন বাবু ? হঠাৎ—” তারপর লোকনাথের দিকে

প্রশ্নপূর্ণ নেত্রে চাহিলেন।

শচীন বলিল, "ডাক্তার বাবু এটি আপনার ভাগনে হয় শুনেছি। কিন্তু উনি আজ কি করেছেন জানেন?"

ডাক্তার। হাঁ। হতভাগা আমায় এসেই শোনালে। আমি তো খুব ধমকানি দিয়েছি। আর ওরকম হবে না। ওকে বাড়ি থেকে বেরুতেই দেবো না।

শচীন। কিন্তু ভবানী বাবু ও রমেশ বাবু আমার কাছে ওর নামে ডায়রি করেছেন। তার কি হবে?

ডাক্তার রমেশের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "তাই তো! রমেশ, ভবানী—তোমরা—ইয়ে—শচীন বাবুকে বলো না যে মিটমাট হয়ে যাবে। এ সব ঘরের কথাই। ওকে যখন এখানে থাকতে হবে তখন তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে থাকতে তো পারবে না। মাছ ধরার বাতিক ওর আছে বটে একটু। তা অন্য কোথায়ও ধরতে যাবে। কি বলো?"

ডাক্তার বাবুকে উপেক্ষা করার মত ইচ্ছা কাহারো ছিল না। তার কাছে একদিন না একদিন সকলেরই দরকার হইবেই।

শচীন বলিল, "আচ্ছা, উনি গুড বিহেভিয়র-এর একটা লেখাপড়া কাল থানাতে করে দিয়ে আসবেন। এবার না হয় আর বেশী দূর এগোব না, আপনি যখন বলছেন। কিন্তু ফের ওঁর নামে নালিশ হলে, ওঁর জেল কেউ আটকাবে না।"

তাহাই স্থির হইল। লোকনাথ পরদিন গিয়া থানাতে গুড বিহেভিয়ার-এর দরুণ মুচলেকা লিখিয়া দিবে। শচীন, রমেশ ও ভবানীর সঙ্গে প্রস্থান করিল। চৌকিদাররা পিছনে পিছনে চলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

লোকনাথ ডাক্তারবাবুকে বলিল, "ডাক্তারবাবু, মাটি করলেন, আমি যে থানাতেই যেতে চাই।"

ডাক্তার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "সে কি ?"

লোকনাথ চিন্তিতভাবে বলিল, "আচ্ছা সে হবে খন। সেটা বেশী মুস্কিলের কথা নয়। এদিকে আর একটু দেখা যাক ততক্ষণ।"

ডাক্তার। তোমার ব্যবসা তুমিই ভালো বোঝো, লোকনাথ, কিন্তু আমার ভাগনে হয়ে তুমি জেলে যাবে সেটা তো ঠিক নয়। কাজেই আমার ভদ্রতা করতে হলো। বল তো কালই তোমায় চোর করে পাঠাই আবার।

লোকনাথ হাসিয়া উত্তর দিল, "না ডাক্তার বাবু। বাদী ঐ অজয় কোম্পানীকে করতে হবে। আপনি হ'লে চলবে না।"

"থাক। তার জন্য ব্যস্ত হবার কিছু নেই।" ডাক্তার বাবু হাসিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিলেন, "ঐ রকম যুযুৎসু করলে বাবু আমার প্র্যাক্‌টিস্ বাড়বে কি কমবে বুঝতে পারি না। ওঃ! ঐ ভবানীটা তো ষাঁড়ের মত শক্ত আর গুণ্ডা। কিন্তু ওর আজ যা অবস্থা।"

লোকনাথ দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল। তারপর একটু অপেক্ষা করিয়া রামচরণকে বলিল, "রামচরণ, আমি একবার বেড়িয়ে আসি। তুমি দরজা বন্ধ কর। আজ আর রোগীপত্র আসবে না। আসে তো মামাবাবু আছেন ডেকে দিও।" রামচরণ জানাইল সে তাহাই করিবে।

দুই একটা লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া লোকনাথ রামচরণের উল্লিখিত দুই তিন জনের বাড়ি ঘুরিল। প্রথমটির নাম অদ্বৈত বাবু।

তাকে লোকনাথ গিয়া বলিল, "দেখুন অদ্বৈত বাবু। একবার আপনাদের গ্রামের কীর্ত্তিটা শুনুন। মামার কাছে শুনলুম আপনি নাকি একজন গ্রামের মাথা ও ভালো লোক, তাই এলুম বলতে। এই যে কীর্ত্তিটা আজ রমেশ বাবু ও ভবানী ঠাকুর করলেন সেটা ভালো হলো? আপনিই বলুন!"

অদ্বৈত সমস্তটা শুনে নাই। জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?"

লোকনাথ। আচ্ছা দীঘিতে মাছ ধরা কি এতো অন্যায়? তা ছাড়া ওটা তো দত্তদের নিজেদের পুরো সম্পত্তি নয়! আপনারো তো অংশ আছে দু' গণ্ডা দু' কড়ার।

অদ্বৈত সংশোধন করিয়া দিয়া কহিল, "দু' গণ্ডা দু' কড়া নয়, দশ গণ্ডা দু' কড়া। নিশ্চয়ই আমার হক আছে। দত্তরা কেন আমায় না জানিয়ে যাকে তাকে মাছ ধরা মানা করে জানি না। এটা নিশ্চয়ই ভালো কাজ হয় নি।"

লোকনাথ। কাল আমি আপনার নাম করে মাছ ধরবো। আপনাকে মাছ দেবো। আমি মাছ খাই না। তবে মাছ ধরার অসম্ভব বাতিক। দেখি দত্তরা দেয় কিনা, কি বলেন?

অদ্বৈত। নিশ্চয়ই। কিন্তু দত্তদের ঐ কলাবাগানের নীচে ওরা কাউকে বসতে দেয় না। ওদিকে গিয়ে বসো না।

লোকনাথ। কলাবাগানটা ওদের, কিন্তু তলাটা? পুকুরের কিনারা— কিনারা কি ভাগাভাগি হয়েছে? না পাড়টা হয়েছে?

অদ্বৈত। ওসব কিছু ভাগাভাগি হয়নি। তবে দত্তরা বাগান দেওয়া পর্য্যন্ত বড় কাকেও বসতে দেয় না। আর বাগানও তো সেদিন হয়েছে। গেল বছর ওখানে কিছুই ছিল না। মাস পাঁচেক হ'ল বাগান হয়েছে।

লোকনাথ। আপনারা দিলেন কেন বাগান দিতে?

অদ্বৈত। আমাদের কি মত নিয়েছিল বাপু? বাগান বানাতে আমাদের চোখে পড়লো। তা' ও নিয়ে আর কে ওদের সঙ্গে ঝগড়া-

ঝাটি করে। আমি তো আর যাইনা বড় ওদের ওখানে।

লোকনাথ। ভালোই করেছেন। ওরা লোক ভালো একথা আমি কিছুতেই বলতে পারবো না।

অদ্বৈত। লোক ওরা খারাপ ছিল না। তবে ইদানীং বড় অসুখ বিসুখে ভুগে বোধ হয় মন মেজাজ খারাপ হয়েছে। ঐ রোগ ভোগ হতেই আমাদেরও যাতায়াত কমে গেল। বন্ধই তারপর হলো। এখন আর হৈচৈ ভাল লাগে না।

লোকনাথ কহিল, "যথার্থ কথাই। তাহলে মাছ কাল ধরবো ?"

অদ্বৈত। নিশ্চয়ই। সম্পত্তি ওদের একলার নয়। আমার হয়ে ধরবে আমি ডাক্তার বাবুকে বলে আসবো' খন।

সেখান হইতে লোকনাথ অন্য দুইজনের কাছে গেল। নবীন ও কেদার সরকার। তাঁদের কাছেও যাহা পাইল তাহা আগেকার মতই। মাছ ধরিতে দুইজনেই উপদেশ দিল। তাহাদের অংশ পুকুরে ছিল বলিয়া নয়, ছিল না এইজন্য। নবীন ও কেদার দুইজনে লুকাইয়া মাছ ধরিত ঐ দীঘিতে। কিন্তু তাহাদের মতে এইরূপ হওয়া উচিত হয় নাই দীঘি ব্যবহার করিতে যখন সকলে পারে, মাছ ধরার অধিকারও সকলেরই আছে। তাহারা লোকনাথকে ইহার প্রমাণ করিয়া দিতে অনুরোধ করিল। লোকনাথ স্বীকার করিয়া গেল।

বাড়ি যাইবার পথে লোকনাথ দত্তবাড়ির পাশ দিয়া গেল। কিন্তু যদিও দত্তদের বৈঠকখানাতে আলো জ্বলিতেছিল ও লোকের কথাবার্ত্তা হইতেছিল,—তবু লোকনাথ কিছু শুনিতে পাইল না। রাস্তার পরই পাঁচিল দেওয়া বাগানের ভিতর বাড়ি—অনেকটা দূরে। কাজেই কিছু করাও যায় না। আজই আবার বাড়ির ভিতর অবৈধ প্রবেশ করিয়া একটা হাঙ্গামা বাধাইতে তার ইচ্ছা হইল না। পরে শুনিলেই হইবে।

রাস্তায় আগামী কল্য কি হইবে ভাবিতে ভাবিতে লোকনাথ

বাড়িতে ফিরিল।

পরদিন সেই সময়েই লোকনাথ নূতন ছিপ, সূতা প্রভৃতি সরঞ্জাম লইয়া কলাবাগানের নীচে গিয়া মাছ ধরিতে বসিল। সময়মত আবার ভবানী ঠাকুরও সেই পথে তাসের আড্ডায় যাইতে লোকনাথকে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত বিস্ময়াভিভূত হইল। তারপর দ্রুতপদে দত্তদের বাড়ি গিয়া সংবাদটা দিল। শুনিয়া রমেশ চিৎকার করিয়া উঠিল—"বড্ড সাহস। এটা বদ্‌মাসি। সে আমি কালই বুঝেছিলুম।" অজয় তাহাকে শান্ত করিয়া বলিল, "এখন বোঝা যাচ্ছে ওর একটা মতলব আছে।" ভবানী কহিল "গোটাকতক ছেলে ডেকে আনি—বেশ করে আজ ওকে মার দেওয়া যাক—একেবারে গো-বেড়ান। তারপর শচীনকে গিয়ে খবর দিলেই হবে।" অজয় বলিল, "না, ওসব মারপিট ক'রে কি দরকার? এমনিই তো হবে। বরং আমাদের কেস্ শক্ত হবে আরো।" ভবানীকে মানিয়া লইতে হইল যে ইহাই ভালো প্রস্তাব। তখনই রমেশ ও সে থানার দিকে চলিয়া গেল।

লোকনাথ মাছ ধরিতে ধরিতে দেখিল এই দুইজনকে রাস্তা দিয়া যাইতে। সেও আরো কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া উঠিয়া পড়িল ও ছিপ সূতা প্রভৃতি রাখিয়া নিজেও থানার দিকে চলিল।

রমেশ ও ভবানী গিয়া শচীনকে লোকনাথের ব্যাপার জানাইতেই শচীন ভ্রুকুটি করিয়া বলিল, "না, ও দেখছি সোজা কথাতে মানবে না। ডাক্তার বাবুর খাতিরে ওকে মাপ করলে চলবে না।"

রমেশ কহিল, "ওর মতলবটা কি বোঝা যাচ্ছে না শচীন বাবু!"

সে একটু যেন উৎকণ্ঠার সহিত শচীনের দিকে চাহিল।

শচীন তিক্তকণ্ঠে বলিল, "বোঝা এখনি যাবে।" তখনই জমাদার চৌকি[illegible] দিল, "তৈরি হও, বেরুতে হবে।"

কিন্তু তাহারা [illegible]র হইবার পূর্ব্বেই লোকনাথ পৌঁছিল। ভবানী ও

রমেশকে অগ্রাহ্য করিয়া সে শচীন বাবুকে বলিল, "দারোগাবাবু, মুচলেকা লিখে দিতে এসেছি। আপনি কাল হুকুম দিয়ে এসেছিলেন।"

শচীন। তোমাকে আর দিতে হবে না তা। হাজত বাসই তোমার উপযুক্ত।

লোকনাথ। সে কি রকম?

শচীন। আবার তুমি ঐখানে বসে মাছ ধরছিলে? তোমার এত বড় আস্পর্ধা যে তুমি আমাকেও গ্রাহ্য করো না?

লোকনাথ। আপনি অন্যায় রাগ করছেন দারোগাবাবু। আজ আমি অনুমতি নিয়ে মাছ ধরছি, ঐ দীঘির অংশীদারদের। অদ্বৈতবাবু বলেছেন, তাঁরও তো অংশ আছে। আরো দু'-চার জনের নাম বলতে পারি।

ভবানী। তুমি কলাবাগানের নীচে বসে মাছ ধরছিলে কি না?

লোকনাথ। হাঁ। অদ্বৈতবাবু বললেন যে ওখানে কলাবাগান লাগানো দত্তদের উচিত হয়নি। ওরা জোর করে ও জায়গাটা অধিকার করেছে। আগে ওখানে কিছুই ছিল না। দীঘির পাড়ের জায়গা তো ভাগাভাগি হয়নি। সুতরাং পাড়ের যেখানে হয় আমি বসে মাছ ধরতে পারি। আপনিই আমাকে বে-আইনি কথা বলছেন, দারোগাবাবু।"

রমেশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাইয়া কহিল "অদ্বৈত এই কথা বলেছে?"

লোকনাথ। অদ্বৈতবাবু কেন, আরো দু'-চার জন্ সরিক? আপনি কি করে তাদের কথা অস্বীকার করবেন?

রমেশ শচীনের মুখের দিকে তাকাইল। শচীন কঠিনস্বরে বলিল, "কিন্তু ওসব কথার মীমাংসার ভার তোমার উপর তো নয়, বাবু। তুমি ওদের সঙ্গে মিশে গাঁয়ে একটা হাঙ্গামা বাধাতে চাও কেন? ভিন্ন গাঁয়ের লোক! কি স্বার্থ তোমার এ সব দলাদলির ব্যাপারে?"

লোকনাথ হাসিয়া বলিল, "আমার আর কি স্বার্থ, একটু আধটু মাছ ধরা ছাড়া। ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াবে তাতো মনে করিনি। দত্তবাবুরা হঠাৎ এমন গরম হয়ে গেলেন কেন তা জানিনা। এখন এর কি মীমাংসা হবে বলুন। আমায় কি করতে হবে? হাজতে থাকতে হবে না এর জন্য বণ্ড দিতে হবে, না কি? আমি সবেতেই রাজী।"

শচীন হুকুম দিল, "আচ্ছা, বাইরে অপেক্ষা করো। কি করতে হবে বলছি।" লোকনাথ বাহিরে গেলে, শচীন রমেশ ও ভবানী কি মৃদুস্বরে পরামর্শ করিল, তারপর ভবানী ও রমেশ বাহির হইয়া নিজেদের গ্রামে চলিয়া গেল। লোকনাথ বসিয়া চৌকিদারদের সহিত আলাপ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে শচীন তাহাকে ঘরের ভিতর ডাকাইয়া বলিল, "দেখো, তুমি ভদ্রঘরের ছেলে। ডাক্তারবাবুকে আমরা কোনরকম কষ্ট দিতে বা নিগ্রহ করতে চাইনা। কিন্তু তুমি আমাদের সকলের কথা অগ্রাহ্য করছো কেন? তোমার সমস্ত পরিচয় জানিনা। কিন্তু এরকম করলে, তোমাকে বাধ্য হয়ে গ্রাম থেকে বার করে দিতে ডাক্তারবাবুকে বলতে হবে। সেটা ভাল হবে না।"

লোকনাথ সহাস্যে বলিল, "এটা আপনার অন্যায় জুলুম শচীনবাবু। আপনি বন্ধুত্বের খাতিরেই বলছেন এ কথা, আপনিই তো জানেন যে কলাবাগান ঐখানে আগে ছিল না। দত্তদের বাড়িতে যাওয়া তো আপনার নূতন নয়। আর দীঘিও অনেকদিনের, পাঁচজনের। তখন আমার দোষটা কোথায়?" শচীন তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "আমি যেতুম এ খবর তোমাকে কে দিলে?"

লোকনাথ। সবাই তো জানে। আর ওদের আড্ডায় তো আপনি একাই যেতেন না। কিন্তু তা হলেও ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে বলে আমার উপর অবিচার করবেন তা তো ঠিক নয়।

শচীন ভাবিয়া কহিল, "তোমার পুরো নাম ও ঠিকানা দিয়ে যাও। এখন তোমায় কিছু বলছি না। আগে খবর নিই। কিন্তু ফের তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি ঝগড়াঝাটি ক'রো না। যাও।"

লোকনাথের যেন ইহা মনঃপুত হইল না। সে যেন থানাতে থাকিতেই আসিয়াছিল। কিন্তু কি করিবে রাত হইয়াছে। সে বিদায় লইয়া বাহির হইল। অনেকটা পথ যাইতে হইবে। হঠাৎ এই লোকগুলির মন মতি বদলাইল কেন? হঠাৎ উহারা লোকনাথকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইল কেন? ইহা লইয়া ভবানীও চুপ করিয়া গেল শেষে। এটা লোকনাথ একেবারে প্রত্যাশা করে নাই। সে এই সব ভাবিতে ভাবিতে চলিল। তাহার হঠাৎ মনে পড়িল যে সুবোধও এক রাত্রে এইরকম থানা হইতে ফিরিবার পথে আক্রান্ত হইয়াছিল। ভবানী ও রমেশ তাহার আগে গ্রামে গিয়াছে। যদি তাহারা সত্যই গ্রামে না গিয়া রাস্তায় তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য কোথায়ও লুকাইয়া থাকে? লোকনাথ মনে মনে হাসিল। আক্রমণ করিলে ভালই হয়। তাহা হইলে ব্যাপারটা বুঝা যায়। কিন্তু অনেকটা রাস্তা সে অতিক্রম করিল, কিছুই হইল না।

গ্রামে প্রবেশ করিয়া সে একটু আড়ালে গা ঢাকা দিল ও সুবোধের বাড়িতে গিয়া দরজাতে করাঘাত করিল, "কে?" তারপর লোকনাথকে দেখিয়া বলিল, "আসুন! ভেতরে আসুন! আমি আপনার কাছেই যাবো ভাবছিলুম—বিশেষ দরকার।"

লোকনাথ ভিতরে গিয়া প্রশ্ন করিল "কি হয়েছে?"

সুবোধ। ব্যাপারটা একটু রহস্যের। ইন্দিরা আমার স্ত্রী—কাল ভাইয়ের সঙ্গে রাত্রে কথা কইছিল, এমন সময়ে সে বাড়ীর পিছনের দিকে কাদের পায়ের শব্দ শোনে। সে তখন রান্নাঘরের দিকেই ছিল। তারপর আস্তে আস্তে কারা কি মন্ত্রণা ক'রছে শুনতে পায়। সমস্তটা

শুনতে পায় নি। শুধু এইটুকু পেয়েছে যে আজ রাত্রে আমার বাড়ীর পিছনের জমিটার একটা কিছু করা হতে পারে। আমি থিয়েটারের আড্ডা থেকে ফিরি রাত্রি ১২টার পর। এসে শুনলুম। কিন্তু কিছু বুঝতে পারিনি; ইন্দিরা অত্যন্ত ভয় পেয়েছে। তাই তাকে রেখে যেতেও পারছি না।

লোকনাথ হাসিয়া বলিল, "ওটা হয়তো মেয়েলি ভয়। কে আর কি ক'রতে আসবে তোমার এখানে? পিছনের জমিটাতে কি আছে?"

সুবোধ। কিছু নেই। কতকগুলো তেঁতুলগাছ ও আমগাছের বন। একজনদের বিষয়। আমাদের না। তারা গাঁয়েও আসে না, কিছু না।

লোকনাথ বলিল "কে বা কারা এসেছিল না জেনে তো কিছু করা যায় না। তা আপনি সাবধানে থাকবেন। বাড়ী থেকে বেরুবেন না যেন।" তারপর প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা সেবার থানা থেকে পথে আসতে আপনাকে আক্রমণ করেছিল, সে জায়গাটা ঠিক কোনখানে ছিল? গাঁয়ের কাছে না গাঁ থেকে দূরে?

সুবোধ। থানা থেকে পো খানেক রাস্তা এসেছিলুম সম্ভব।

লোকনাথ। পিছন থেকে এসেছিল চোট?

সুবোধ। না, সামনে থেকে প্রথমে। তারপর পিছনে।

লোকনাথ। আপনার কি মনে হয় দুজন লোক না একজন?

সুবোধ। বুঝতে পারি নি, একজনও হ'তে পারে দুজনও।

লোকনাথ। এ বিষয়ে আর খোঁজ করেন নি?

সুবোধ। বিশেষ না, তবে শুনেছিলুম, খোঁজও পেয়েছিলুম দত্তবাড়ির কেউ কি ভবানী কেউই বাইরে যায়নি। তাদের তাসের আড্ডা চলছিল। সম্ভব ওরা লোক লাগিয়েছিল।

লোকনাথ। ওরা কেউ নয়, ঠিক জানেন?

সুবোধ। হাঁ, ঠিক। আমি পরেও এ বিষয়ে চেক করেছিলুম। তাই আরো ব্যাপারটা সমস্যার মত মনে হয়েছিল। তবে ওরা হয়তো অন্য লোকও লাগাতে পারে। কিন্তু অন্য কেউ যে আমার পিছনে লাগবে তা মনে হয় না, লাগলেও খোঁজ পেতুম।

লোকনাথ মাথা নাড়িয়া বলিল, "তাই সম্ভব। আচ্ছা আমি উঠি। আপনি সাবধানে থাকবেন।"

সুবোধ। কিছু কিনারা হ'ল!

লোকনাথ। না, এখনো কিছুই নয়। কিন্তু সম্ভব হ'য়ে যাবে দু'চার দিনের মধ্যে। কিছু আরো খোঁজ করা চাই।

তারপর প্রশ্ন করিল, আপনার বাড়ির পিছনটাতে কি আছে। পড়ো জমি, নয়?"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

লোকনাথ সুবোধের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া দ্রুতপদে ডাক্তার বাবুর বাড়ির দিকে চলিল। সেখানে রাত্রে আহারাদি করিয়া সে যথারীতি শুইয়া পড়িল। কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টা পরে উঠিয়া অন্ধকারে একটা টর্চ্চ পকেটে ফেলিয়া সে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। বাহিরের ডাক্তারখানায় রামচরণ ঘুমাইতেছিল। লোকনাথ আস্তে আস্তে দরজা ভেজাইয়া দিয়া গেল। সেখান হইতে লোকনাথ দত্তদের বাড়ির দিকে চলিল—যতটা পারিল অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়াই। রাত তখন প্রায় ১২টা হইবে। সে দত্তদের বাড়ির কাছে দীঘির সেই কলাবাগানের নীচে আসিয়াছে, এমন সময়ে যেন কি একটা শব্দ শুনিল। লোকনাথ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। তারপর শব্দ লক্ষ্য করিয়া অন্ধকারে পাড়ের উপর উঠিল। কোথায়ও কিছু অন্ধকারে দেখা গেল না। একটু পরে শব্দটাও যেন থামিয়া গেল। আরো একটু পরে একজন কে যেন অন্ধকারে নামিয়া গেল তাহার কিছুদূর দিয়া। 'লোকটা কে তাহা জানিবার প্রবল ইচ্ছা লোকনাথের হইল। কিন্তু টর্চ্চ জ্বালা চলে না। লোকটাকে তাই অনুসরণ করিয়া লোকনাথ চলিল। পায়ের শব্দ ধরিয়াই চলিল। লোকটি রাস্তা দিয়া দ্রুতপদে গেল দক্ষিণ দিকে। লোকনাথ তাহার পিছনে পিছনে গিয়া ক্রমশ সুবোধের বাড়ির নিকট পৌঁছিল। তাহার মনে পড়িল সুবোধের স্ত্রী ইন্দিরার কথা। ইন্দিরা শুনিয়াছিল কাহারা তাহাদের বাড়ির পিছনের জমিতে রাত্রি বারটার সময় কিছু করিতে আসিবে। লোকনাথ কিন্তু দেখিল যে, যে লোকটিকে সে

অনুসরণ করিয়াছিল, সে পিছনের দিকে না গিয়া, সুবোধের বাড়ির সামনেই দাঁড়াইয়াই হাঁক দিল, "দরজা খোলো !" সুবোধেরই গলা—। লোকনাথ বিস্মিত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। দরজা কে খুলিয়া দিল। সুবোধ বাড়ির ভিতর অদৃশ্য হইল।

লোকনাথ হঠাৎ শিস দিয়া উঠিল। মনে মনে অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিয়া কহিল, তাইতো সুবোধ কি গভীর জলের মাছ নাকি? আরো কিছুকাল সে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিল। কিন্তু কিছুই আর ঘটিল না। লোকনাথ পুনরায় দত্তবাড়ির দিকে চলিল। তাহার মনে হইল যেন কে তাহার অনুসরণ করিতেছে। সে একটু আড়ালে গিয়া অপেক্ষা করিল, কিন্তু কিছুই দেখিল না। কে তাহার পিছনে পিছনে আসিতে পারে? কিছুক্ষণ সেইখানে অপেক্ষা করিয়া লোকনাথ দ্রুতপদে আবার সেই দীঘির ধারে কলাবাগানে গেল ও সাবধানে টর্চ্চ জ্বালিয়া মাটির ওপর এদিক ওদিক লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল। বাগানে কিছুই দেখিতে পাইল না। তারপর বাগান হইতে নীচে নামিয়া যেখানে সে মাছ ধরিতে বসিত, সেইখানে আলো ফেলিয়া সাবধানে দেখিতে লাগিল। দেখিল ২।৩ জায়গাতে মাটি যেন কে খুঁড়িয়াছে কিছু কিছু। লোকনাথ চিন্তিত মনে সমস্ত খোঁড়া জায়গাগুলি পরীক্ষা করিল। কিছুই ঠিক বুঝিতে পারিল না। টর্চ্চ নিভাইয়া আবার সে পাড়ে উঠিল ও তারপর সতর্ক পদে দত্তদের বাড়িতে গিয়া নিঃশব্দে প্রবেশ করিল। বৈঠকখানাতে তখনও আলো জ্বলিতেছে। লোকজন তখনও আছে আড্ডাতে। নিঃশব্দে বৈঠকখানার পিছনের দিকের জানালার নীচে গিয়া আত্মগোপন করিল। জায়গাটা একটা ফুলের বাগানের মত মনে হইল। বেল, যুঁই, রজনীগন্ধার সুবাসে জায়গাটা ভরপুর। লোকনাথ উঁকি মারিয়া ভিতরে দেখিল। তাসের আড্ডাই চলিয়াছে। তবে সম্ভব এইবার ভাঙ্গিবে। ভবানী ও আর একটি লোক

উঠিউঠি করিতেছে তাহাও লোকনাথ শুনিল। কিছুক্ষণ পরে ভবানী ও সে উঠিয়া গেল। লোকনাথ চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। বৈঠকখানাতে অজয় ও রমেশ ছিল। রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। সে বাড়ির ভিতরে যাইবে। অজয় একটা গড়গড়াতে টান দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল, "তা হলে, শচীন বললে চুপ করে এখন লক্ষ্য রাখতে ?"

রমেশ। তাই তো বললে। কিন্তু আমার লোকটিকে সুবিধার বলে মনে হচ্ছে না। ওকে বাড়তে দেওয়া ভালো না।

অজয় কিছুক্ষণ তামাকই টানিয়া গেল। তারপর বলিল, "একটানা একটা হাঙ্গামা হচ্ছেই। সুবোধ কবে যাবে ?"

রমেশ। কাল পরশু যাবেই। ছুটি ফুরিয়েছে।

অজয়। এই নূতন লোকটার সঙ্গে সুবোধের কিছু যোগসাজস আছে ?

রমেশ। তা তো মনে হয় না। খোঁজ করা চাই বটে।

অজয়। সুবোধ সেই রাত্রে মার খাওয়ার পর অত্যন্ত সতর্ক হয়েছে বলে মনে হয়। বাড়ি থেকে বিশেষ বার হয় না। তারপর একটু চুপ করিয়া বলিল, "কিন্তু আশ্চর্য্য! কে মারলে তাকে তা আমি ভেবেই পাই না।"

রমেশ। কি জানি ? সম্ভব কেউ আছে শত্রু। যে রকম লোক ও, শত্রু থাকা বিচিত্র নয়। কে সেই রমণী না আছে সে হয় তো এখানেও পেছু নিয়েছে। করা তো সম্ভব।

অজয়। হাঁ, সম্ভব বটে, আচ্ছা শোও গে যাও।

রমেশ সশব্দে বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল। অজয় আরো কিছু কাল বসিয়া চিন্তিত মনে তামাক টানিল ও তারপর ভৃত্যকে ডাকিয়া দরজা বন্ধ করিতে বলিয়া নিজেও অন্দরে প্রবেশ করিল।

লোকনাথ আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল সেইরূপ নিঃশব্দে। ব্যাপারটা যেন আরো জটিল হইতেছে বলিয়া লোকনাথের মনে হইল। অবশ্য কিছুই এখনো সে ঠিক জানিতে পারে নাই। তবে তাহার একটা অনুমান ছিল যে যদি ইহার ভিতর কিছু সন্দেহজনক থাকে তাহা এই দত্তদের খোঁচা দিলে হয় তো বাহির হইয়া পড়িতে পারে। কিছু বাহির হইবার মতও হইয়াছিল। কিন্তু আজকের সমস্ত ঘটনাতে যেন একটু আবার সন্ধানের মূল উল্টাইয়া গেল। না উল্টাইলেও ব্যাপারটা যেন হটাৎ আবার সরিয়া পূর্ব্বেকার মত রহস্যময় হইয়া গেল। রমেশ ও অজয় তাহা হইলে সুবোধকে আক্রমণ করে নাই। ভবানী কি একলা তাহা করিবে? দলকে না জানাইয়া? সম্ভব নহে। একা ভবানীর কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? তা ছাড়া তাহার কেমন একটা অনুমান হইতেছিল যে ঐ কলাবাগান লইয়া একটা রহস্য আছে। কিন্তু তাহাতেও কোনো রকম অর্থ সে আর যেন পাইল না। সব চেয়ে নূতন ব্যাপার এই যে সুবোধ রাত্রে কলাবাগানের নীচে গিয়া কি দেখিতেছিল খুড়িয়া? তাহা হইলে কি সুবোধ সব কথা বলে নাই ও অনেক কিছু লুকাইয়াছে তাহাকে? তাহাই তো মনে হইল। লোকনাথ ফিরিবার পথে এই সব চিন্তা করিতে করিতে ফিরিল। কোনো রকম সন্ধান যেন পাইল না। পূর্ব্বে সুবোধকেই সন্দেহই হইয়াছিল আবার সেই সন্দেহই ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। লোকনাথ ভাবিল—তা হলে তো একবার সুবোধের পূর্ব্ব ইতিহাসটা আরো ভাল করে সন্ধান করতে হবে। ঐ রমণীর ব্যাপারটা!—ভাবিতে ভাবিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

পর দিন খুব প্রত্যুষে উঠিয়া লোকনাথ গেল দীঘির কিনারে। গিয়া দেখিল সত্যই দু'তিন জায়গাতে খোঁড়া। সে দাঁড়াইয়া সকালের আলোতে আরো ভালো করিয়া পরীক্ষা করিল। কি সন্ধান করিতেছিল এখানে সুবোধ? যাহা সন্ধান করিতেছিল তাহা পাইয়াছে কি না?

সেটা কি? মাথার ভিতর এইরূপ নানা প্রশ্ন লইয়া লোকনাথ ফিরিল ও রাস্তা দিয়া শুধু শুধু আনমনেই গ্রামের ভিতর ঘুরিতে লাগিল। গ্রামে তখনও কেহই জাগে নাই। দুই একজন স্ত্রীলোক ছাড়া কাহাকেও বড় দেখা গেল না। সুবোধের বাড়ির পিছন দিকে গিয়া সে কি যেন পরিষ্কার করিতে লাগিল। জায়গাটা একটু জঙ্গলের মত হইয়াছে। লোকনাথ জঙ্গল ভাঙ্গিয়া সাবধানে তাহার ভিতর গিয়া মাটির উপর দৃষ্টি ফেলিতে ফেলিতে চলিল। কিছুই তেমন সন্দেহজনক নজরে পড়িল না। কিছুক্ষণ এইরূপ ব্যর্থ অনুসন্ধান করার পর লোকনাথ আবার বাহিরে আসিয়া দ্রুতপদে রাস্তা ধরিল। দেখিল, দারোগা শচীনবাবু বাইকে করিয়া দত্তদের বাড়ির দিকে চলিয়াছে। এত সকালে শচীনবাবুর কি প্রয়োজন ছিল এখানে তাহা লোকনাথ অনুমান করিতেও পারিল না। বিস্মিত, চিন্তিত মনে বাড়ি ফিরিল।

ডাক্তার বাবু তখন উঠিয়াছেন। তাহাকে বলিলেন, "এত ভোরে উঠেছেন কেন? পাড়া গাঁ আপনার খুব পছন্দ হয়ে গেল নাকি?"

লোকনাথ হাসিয়া কহিলেন, "হুঁা। মন্দ নয়।"

ডাক্তার বাবু। দেখুন একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ভাবি—সাহস হয় না। অনুমতি দেন তো—

লোকনাথ বলিল, "সে কি? আপনি যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করতে পারেন।"

ডাক্তার। আমার ধারণা হচ্ছে যে, দত্তদের বড় বৌয়ের বিষয়ে একটা কিছু ঘটেছে। সে বাপের বাড়ি যায় নি, না?

লোকনাথ। না, যায়নি। কোথায় গেছে তা ঠিক জানি না। কেউ জানে না।

ডাক্তার। ওঃ! আর ছেলেটি? সেটি তো যায় যায় হয়েছিল।

লোকনাথ। ছেলেটিরও কোন সংবাদ নেই।

ডাক্তার। বৌটি কি তা হলে ছেলে নিয়ে কোথায়ও গেল? সম্ভব ভাই। ঐ ভবানীটার ওদের বাড়ির মধ্যে বড্ড যাতায়াত ছিল। একটা কিছু ঘটাঘটি হওয়া বিচিত্র নয় কিছু।

লোকনাথ। কিন্তু ঘটতে কি পারে?

ডাক্তার। হয় তো কিছু জোড়তোড় হয়েছিল। তারপর মেয়েটাকে সরিয়ে দিয়েছে। কাশী বৃন্দাবন কোথায়ও। এমন তো হয়ই।

লোকনাথ। তা হলে গ্রামের লোকই, দত্তদের বিশ্বাসী, কেউ তো গিয়ে থাকবে। এমন কেউ গেছে কি?

ডাক্তার। জানি না। সন্ধান নিলে তো পারেন। তবে এটা ঠিক যে শচীন দারোগাও কিছু সন্দেহ করেছে। সেও ওদের পিছনে লেগেছে। শচীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব, হঠাৎ কিছু করে উঠতে পারছে না। তবে ওর নজর আছে নিশ্চয়ই।

লোকনাথ। তা হতে পারে।

তারপর একটু থামিয়া বলিল, "এই সুবোধ লোকটি কেমন ডাক্তার বাবু?"

ডাক্তার। কি জানি। ওর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। তবে এমনিতে তো ভালোই মনে হয়। বিশেষ কিছু উৎপাত করেছে তা তো শুনি নি। একটু চাপা হতে পারে। কিন্তু কোনো রকম বিরুদ্ধ সমালোচনা শুনি নি। তবুও ইদানীং ছোকরা সম্ভব কিছুতে মেতেছে। ওর হাবভাব ভালো মনে হচ্ছে না।

লোকনাথ। কি এমন ব্যাপারে ও মাততে পারে?

ডাক্তার। তা তো জানি না। কিন্তু এটা লক্ষ্য করেছি যে দত্তদের সঙ্গে ওর একটা যেন ঝগড়া চলছে।

লোকনাথ। দত্তরা তেমন সুবিধার লোক নয়। ওরাও কম যায় না।

ডাক্তার। (হাসিয়া) পাড়াগাঁয়ের সকলেই ঐ রকম, এখানে সবাই কর্ত্তা। পাঁচটা লোকের সাতটা দল। এই করেই সব গেল। অতি জঘন্য ব্যাপার।

লোকনাথ। শচীন বাবুর সঙ্গে দত্তদের তো খুব আলাপ, না?

ডাক্তার। হাঁ। অজয় যুদ্ধ থেকে আসার পর কিছু দিন হয়েছিল বটে ভাব। আবার দেখছি কিছুদিন যেন ছাড়া ছাড়া ভাব। ও সব কিছুই বুঝি না।

লোকনাথ আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। তাহার মনে হইল যে সুবোধের সঙ্গে আর একবার পরিষ্কার কথা না হইলে সে আর কিছুই করিতে পারিবে না। সে তখনই বাহির হইল। কোনো কাজ হাতে লইয়া সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু সুবোধের বাড়ির কাছে গিয়া দেখিল যে শচীন ও সুবোধ দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে। শচীন তাহাকে দেখিতে পাইল না, কিন্তু সুবোধ দেখিল ও ডাকিল, "আসুন লোকনাথ বাবু!"

শচীনও ফিরিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার লোকনাথকে দেখিয়া সুবোধকে বলিল, "আচ্ছা আমি চলি। তবে তুমি ঘাবড়ে যেয়ো না। আমি খোঁজ করছি। এতো বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটতে সুরু হলো। এতদিন কোনো কিছু ছিল না। হঠাৎ একি সুরু হ'ল বুঝছি না। তবে খোঁজ পাবোই তা জেনো।" শচীন দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।—লোকনাথকে উপেক্ষা করিয়াই।

লোকনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে সুবোধ বাবু?"

সুবোধ। ইন্দিরাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

লোকনাথ। সে কি? কাল রাত্রেও তো—

সুবোধ। রাত ১২টা নাগাদ আমি একবার বাইরে গিয়েছিলুম একটা কাজে। আধঘণ্টা বাদে ফিরি। তারপর দু'জনে শুলুম। কিন্তু সকালে

উঠে আর দেখতে পাচ্ছি না।

লোকনাথ। খোঁজ করেছেন ?

সুবোধ। হাঁ। শচীন ও আমি দুজনে মিলে।

লোকনাথ। কোনো চিঠিপত্র কিছু রেখে যান নি ?

সুবোধ। না। কিছু নেই। তা ছাড়া এরকম যাওয়া একেবারে অসম্ভব ব্যাপার মনে হয়।

লোকনাথ। চলুন না, একবার আবার দেখা যাক্। হয় তো কোথায়ও কিছু লিখে টিখে রেখে গেছেন। আপনার সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ হয়নি তো ?

সুবোধ। না, সেরকম কিছুই না। তবে তার মনটা ইদানীং কি জানি কেন অত্যন্ত অস্থির ছিল। আমাকে এই সব হাঙ্গামে মাততে মানা করতো। আমি শুনিনি বলে হয় তো রাগ করতে পারে। কিন্তু সে জন্যে এই রকম বাড়ি ছেড়ে যাবে তা তো মনে হয় না।

লোকনাথ। শচীন বাবু কি বলেন ?

সুবোধ। শচীনও কিছু বলতে পারলে না। ও তো ইন্দিরাকে দেখেছে, আলাপও করছে, কিন্তু এরকম কিছু ঘটবে ও প্রত্যাশা করতে পারে পারে নি।

লোকনাথের মুখে কৌতূহলের চিহ্ন ফুটিল। সে বলিল, "আপনার কি সন্দেহ হয় কিছু ?"

সুবোধ। কিছুই আমার মাথার মধ্যে ঢুকছে না। এ সব ক্রমশই যেন একটা ভারী দলের কাজ মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই কোনো একটা দল এই রকম করে মেয়ে ধরে নিয়ে যাবার জন্য ঘুরছে।

লোকনাথ। ছোট ছেলে মেয়ে ধরা আছে জানি, কিন্তু বড় বড় স্ত্রীলোককে ধরার কথা শুনি নি কখনো।

সুবোধ তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল, "অনেক কিছু আজকাল হয়েছে

আপনি হয় তো জানেন না। কিন্তু ইন্দিরাকে নিয়ে যাওয়া ধরে—

সুবোধ যেন অত্যন্ত গভীর চিন্তায় মগ্ন হইল। লোকনাথ একটু পরে বলিল, "হয় তো রাগ করে কোথাও গিয়েছেন। শীগ্‌গিরই ফিরবেন। আপনি অপেক্ষা করুন, বাড়ী থেকে বেরুবেন না যেন।"

সুবোধ অস্থির ভাবে পায়চারি করিতে লাগিল। শেষে বলিল, "লোকনাথ বাবু, আপনি কোনোও খোঁজ এতকালে পেলেন না? কি রকম খোঁজ আপনার?"

লোকনাথ। ব্যস্ত হবেন না, সুবোধ বাবু। আপনিই তো সন্ধানে বাধা দিচ্ছেন।

সুবোধ। (বিস্মিত হইয়া) আমি?

লোকনাথ। হাঁ। আপনি আমায় সমস্ত কথা খুলে বলেন নি। আপনি কিন্তু অনেক কিছুই জানেন বা জানতে পেরেছেন, কিন্তু লুকোচ্ছেন সব। এটা ভালো নয়। আমার কি? বলেন তো সব ছেড়ে যাই চলে।

সুবোধ। আমি আপাতত সব কথা আপনাকে বলতে পারি না। কিন্তু জানবেন যে নমিতার খোঁজ করা আমার দরকার।

লোকনাথ। বোধ হয় এখন আর তত দারকার নেই, সুবোধ বাবু।

এই কথাগুলি বলিয়া লোকনাথ চলিয়া গেল। কিন্তু বাড়ির দিকে না গিয়া সে গেল থানার দিকে। সেখানে শচীনের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিল। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও দেখিল শচীন ফিরিল না। সে কোথায় গেল? সুবোধ তাহাকে এমন কি কথা বলিল, যা সে লোকনাথকে বলিতে পারে না? কোথায় যেন গোল একটা হইয়াছে। শচীনকে জিজ্ঞাসা করিলে হয় তো কোনো কিনারা পাওয়া যাইতে পারে। শচীন ফিরিল না দেখিয়া থানাতে বসিয়া থাকার আর কোনো প্রয়োজন মনে করিল না। একবার সুবোধের বাড়িটা ভালো করিয়া সন্ধান করারও দরকার হইয়াছে বলিয়াই লোকনাথের ক্রমশ বিশ্বাস হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

লোকনাথ আরো দুই-তিন দিন গ্রামে রহিল। তারপর কলিকাতায় ফিরিল রমানাথের কাছে। রমানাথ কহিল "কি হে কিছু হ'ল ?"

লোকনাথ। বিশেষ কিছু এখনো নয়। তবে একটা নূতন ডেভেলাপমেণ্ট হয়েছে। সুবোধের স্ত্রীকে আজ কদিন পাওয়া যাচ্ছে না।

রমানাথ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "সে কি হে ? এপিডেমিকের মত স্ত্রী চুরি সুরু হ'ল যে ?

লোকনাথ। তাই তো দেখছি। একেবারে সব গুম হচ্ছে।

রমানাথ। কোনো গ্যাং আছে নাকি ? বলা যায় না। যুদ্ধের সময় মেয়েদের অনেক সময় এই রকম গুম করা হয় ওয়ার-ফ্রণ্টে যোগাবার জন্য। সে রকম কিছু নয় তো ?

লোকনাথ। তা তো জানি না। তা হলে ঐ একটা গ্রামেই এ কাজ সুরু হবে কেন ? আশ পাশে কোথায়ও তো এই রকম হতে পারতো।

রমানাথ। হবে—এইখান থেকে হয় তো সুরু হয়েছে। তবে অন্য কিছু হলেও হতে পারে। পাড়াগাঁ বড় নোংরা জায়গা। নানা রকম সম্ভাবনা আছে। থাক্‌গে। আর দরকার নেই তোমার এ ব্যাপার ঘেঁটে। ইস্তফা দাও।

লোকনাথ হাসিয়া বলিল, "তা হয় না দাদা। আমাকে আরো একটু যেতে হবে। একবার ব্যাপারটা হাতে নিয়ে মাঝ পথে ছাড়তে পারি না। আবার আজই আমি যাব। তবে ঐ শচীন দারোগার ইতিহাসটা একটু জানতে হবে। সুবিধা হবে আপনার ?"

রমানাথ। শচীন দারোগা? আচ্ছা মনে থাকবে। তুমি দু-চার দিনের মধ্যেই খবর পাবে একটা।

লোকনাথ। আর একটু। কোথায় 'ফ্রন্ট'-এ পাঠাবার জন্য এই রকম মেয়ে ধরে জড় করা হতে পারে তার একটু সন্ধান নিতে পারেন?

রমানাথ। আরে! ও একটা এমনি কল্পনা করলুম। সত্যি করে কিনা জানি না। করলেও বদ্‌মাস্ লোকেই করে। তুমি যে এটাকে বড্ড সিরিয়াস ধরে নিলে হে।

লোকনাথ। কেমন যেন হঠাৎ মনে লেগে গেল। আপনিও সাজেষ্ট করলেন। দেখুন না একবার এরকম একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে কিনা।

রমানাথ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা।" কিন্তু পরক্ষণেই কহিল, "কিন্তু এর জন্য টাকা দেবে কে হে? সুবোধ দেবে? জানিনা তো যদি মক্কেল না থাকে তবে কেস চালাবো কি নিয়ে হে?

লোকনাথ জবাব দিল, "মক্কেল কাউকে বানান যাবে'খন। আপনি খোঁজ দুটো নিতে ভুলবেন না।"

রমানাথ জবাব দিল, "আচ্ছা।"

লোকনাথ চলিয়া গেল। গিয়া শুনিল সুবোধ বাড়িতে তালা দিয়া একটা লোকের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। সম্ভব কর্ম্মস্থানেই গিয়াছে।

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "কি হে গ্রামের বৌঝি এবার আর থাকবে না নাকি, লোকনাথ বাবু? এতো বড়ই বিপদ হ'ল।"

লোকনাথও চিন্তিত ভাবে বলিল, "তা বটে! উচিত আপনাদের সব সাবধানে ও সন্ত্রস্ত হয়ে থাকা। একটু সতর্কতা অবলম্বন না করলে চলছে না"

ডাক্তার। বাড়ির ভিতর থেকে বৌঝি যাবে আর সতর্কতা কি হবে?

লোকনাথ। তা বটে। গ্রামের লোকে কি বলে?

ডাক্তার। আজ শচীন দারোগা আসবে। একটা সভা সমিতি পঞ্চায়েত হবে। কিছু একটা প্রতিবিধান তো এর করতে হবে।

লোকনাথ। নিশ্চয়ই।

কিন্তু লোকনাথকে বেশীক্ষণ ইহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইল না, শচীন ও তাহার সঙ্গে গ্রামের অনেকে অবিলম্বে ডাক্তার বাবুর বাড়িতে দেখা দিল। তারপর শচীন দারোগা ডাক্তারকে একদিকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া অনেক কি চুপি চুপি বলিল। অন্য সকলে আলাদা অপেক্ষা করিতে লাগিল। কথা শেষ হইলে ডাক্তার ডাকিলেন, "লোকনাথ, শোন।" লোকনাথ নিকটস্থ হইলে ডাক্তার বলিলেন, "দেখো এঁরা সব তোমার নামে নালিশ করছেন। ওঁরা বলছেন যে তুমি আসার পর নাকি রাতদিন এখানে ওখানে লোকের বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াও। এমন কি এঁদের সন্দেহ যে এই সব বৌ চুরির ব্যাপারে তোমার হাত আছে। কোনো একটা দলের মেয়ে চুরির ও বেচার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক থাকা নিতান্ত অসম্ভব নয়। তা এসব তো বড় গোলযোগের কথা। আমি—"

লোকনাথ তাঁহাকে বাক্য সমাপ্ত করিতে না দিয়া বলিল, "কি করতে পারি আমি ওঁরা এরকম সন্দেহ করলে বলুন।"

শচীনবাবু বলিলেন, "গাঁ ছেড়ে যেতে পারেন। তা না হ'লে আপনাকে পুলিসের নজরবন্দি হতে হচ্ছে। রাতদিন ওরকম বেড়ান ঠিক হবে না। আপনি গাঁয়ের লোক নন—"

লোকনাথ জানাইল সে গাঁয়ের লোক নয় ও গাঁয়ের লোক হইবার সম্ভাবনাও তাহার অত্যন্ত অল্প।

শচীন। তবে কি করতে আছেন? গেলেই পারেন।

লোকনাথ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "আচ্ছা এই তিন-চার দিন আর

আছি। একটা অন্য আস্তানার ব্যবস্থা করে নি। মামার বাড়ি না হয় পিসী কি মাসীর বাড়ি যেখানে হোক। যেতেই হবে। তবে দু-এক দিন সময় না দিলে তো চলবে না।"

শচীন উত্তর দিল, "বেশ তবে তাই। কিন্তু এই সপ্তাহের পর যেন এখানে আপনাকে দেখা না-যায়।"

শচীন তাহার দলবল লইয়া প্রস্থান করিল। ডাক্তারবাবু লোকনাথের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি হে?"

লোকনাথ মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিছুই বুঝতে পারছিনা।"

ডাক্তার কহিলেন, "তুমি আবার জানো না? তিন-চার দিনে কিছু একটা ঘটাবে দেখছি। যাই করো বাবু, সাবধানে।"

সেদিন রাত্রে লোকনাথ বাহির হইল আবার গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে। রাত তখন অনেক হইবে—প্রায় ১টা। লোকনাথ কিসের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল তাহা জানিত না—এমনি বাহির হইয়াছিল, যদি কিছুতে হাত লাগে তাহা দেখিবার জন্য। কোন বিশেষ পদ্ধতিতে এ ব্যাপারের কোনরকম মীমাংসা হইবে তাহা সে আর যেন বিশ্বাস বা আশা করিতে পারিতেছিল না। সমস্তই জড়াইয়া কেমন তাল পাকাইতেছিল।

সতর্ক ভাবে নিঃশব্দে পথের কিনারা দিয়া লোকনাথ চলিতেছিল। চলিতে চলিতে সে একেবারে সুবোধের রুদ্ধদ্বার বাড়িতে গিয়া পৌছিল। কেমন একটা প্রবল কৌতূহল হইল বাড়ির ভিতরটা দেখিতে। পকেটে হাত দিয়া দেখিল যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আছে। বাড়ির পিছন দিকের পাঁচিল ডিঙাইয়া বাড়ির ভিতর পড়িল। তারপর আবার পাঁচিল দিয়া পিছন দিকের উঠানে পড়িল। পরে পকেট হইতে অনেকগুলি চাবির গোছা বাহির করিয়া একটা দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। ভিতরে গিয়া দেখিয়া শুনিয়া সে সুবোধদের শয়ন-

কক্ষের তালা খুলিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিল ও টর্চ্চের আলোতে ঘরখানা দেখিয়া লইল। বিশেষ কিছু সন্দেহজনক নাই। একদিকে তক্তপোষ, অন্য দিকে টেবল, দেরাজ, আলনা সব দেখিল। তারপর টেবিলের ড্রয়ার দেরাজের ভিতর সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল। বিশেষ কিছুই নাই। আরো দুইটি ঘর দেখিল। এইরূপ তদন্ত করিল খুব নিবিড় ভাবে পরীক্ষা করিয়া। এমন কিছুই পাওয়া গেল না যাহার দ্বারা হাতের কাজের কোন সাহায্য হইতে পারে। লোকনাথের মনে হইল বাড়ির ভিতর এ রহস্যের সন্ধান হইবে না। সে আবার পিছনে রান্নাঘরের মধ্যে খোঁজ করিল। হয় তো এইখানে ইন্দিরা কোন চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে। বিশেষ কিছু এখানেও পাওয়া গেল না—একখানা পুরান খাম ও চিঠি ছাড়া। খামখানা একটা ঝুড়ির নীচে পড়িয়াছিল। তার মধ্যে অনেকগুলো আবর্জ্জনা যা তা জড়ো করা। টর্চ্চেব বাতিতে লোকনাথ সেই চিঠিখানি পড়িয়া দেখিল। দেখিয়া তাহার কপালে কুঞ্চনরেখা দেখা দিল। সে আবার একবার পড়িল। তারপর তাহা পকেট পুরিয়া আস্তে আস্তে যেমন আসিয়াছিল, তেমনই বাহির হইয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

পরদিন রমানাথের কাছ হইতে দুইখানা চিঠি আসিল। প্রথমটি লোকনাথ পড়িল। তাহাতে লেখা আছে: "শচীন সম্প্রতিই চাকরিতে ঢুকেছে। অমুক অমুক থানাতে ছিল। কোন থানাতেই সুনাম নেই। সর্ব্বত্রই প্রায় একটা হাঙ্গামার সঙ্গে সম্পর্কিত। চরিত্র অত্যন্ত খারাপ। তবে কোনরকম অফিসিয়াল কিছু নেই।" অন্য খানিতে আছে: "মেয়ে চুরিকরা গ্যাং ঐ চত্বরে আছে কিনা কেউ বলতে পারলে না। পরে আবার সংবাদ দিচ্ছি।" লোকনাথ চিঠি দুইখানি বিরক্তভাবে একদিকে সরাইয়া রাখিল। তারপর কি মনে করিয়া তাহা ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়া দিল। অনেকক্ষণ পায়চারী করিয়া ও ভাবিয়া লোকনাথ শেষে গেল দত্ত-বাড়িতে। তখন বৈঠকখানাতে অজয় বসিয়া তামাক খাইতেছিল। লোকনাথকে দেখিয়া মুখ গম্ভীর করিল। লোকনাথ তাহা দেখিয়া বলিল, "ভয় নেই অজয়বাবু, শত্রুতা করতে ঠিক আমি আসি নি। কিন্তু এসেছি যে জন্যে সেটার কি হবে জানিনা। আচ্ছা বলতে পারেন, সুবোধের সঙ্গে আপনাদের শত্রুতা কেন?"

অজয় গম্ভীর ভাবেই উত্তর দিলে "শত্রুতা? কে বললে? না, মশায় আমাদের কারো সঙ্গে শত্রুতা নেই।"

লোকনাথ। তা হলে সে কোথায় গেছে জানেন?

অজয়। সম্ভব চাকুরিতে। আমায় তো বলে যায়নি।

লোকনাথ। চাকুরিতে সে যায়নি। চাকুরি থেকে সে বরখাস্ত হয়েছে।

অজয় বিস্মিত হইয়া লোকনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনার এ সমস্ত খবরে দরকারই বা কি? আপনি কি পুলিসের লোক? কে আপনাকে পাঠিয়েছে? কি গরজ আপনার?"

লোকনাথ বলিল, "ঠিক পুলিসের লোক নই। তবে এই মেয়ে চুরি বৌ গুম ব্যাপারে কিছু অনুসন্ধান করছি আমি। সম্ভব কিছু সন্ধানও পেয়েছি। তাই আপনাকে বলছি যে আপনি যা জানেন এ ব্যাপারের তা পরিষ্কার করে বলে দিন। তাতে আপনারও সুবিধা, আমারও।"

অজয় কহিল, "আমি এসবের কিছুই জানি না। আপনাকেও জানি না। এ সবের তদন্ত করে শচীন বাবু। আপনি দরকার হ'লে তার কাছে যেতে পারেন।" তাহার কথা বলার ধরন দেখিয়া লোকনাথ বুঝিল কোন কথাই আর বাহির হইবে না। লোকনাথ বলিল, "বেশ তবে তাই। কিন্তু আমি শচীনকে দিয়ে কলাবাগানের নীচেকার জায়গাটা একবার খুঁড়িয়ে দেখবো।"

অজয় চমকিত হইল। চোখ বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "বটে! ওখানে পা দেবেন না। কখনো না।" লোকনাথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া বলিল, "কেন? দোষটা কি?" অজয় প্রায় চীৎকার করিয়া বলিল, "খবরদার, আমার জমিতে তুমি কিছু করতে যেয়ো না।" তারপর একটু নরম হইয়া বলিল, "আচ্ছা শচীন বলে তো দেখতে পারো। কিন্তু শচীনের কাছ থেকে লিখিয়ে আনতে হবে।" লোকনাথ গম্ভীর ভাবে জবাব দিল, "তাই হবে।"

লোকনাথ যাইবার পরই অজয় ভিতর হইতে রমেশকে ডাকাইয়া বলিল, "ওহে এ ডাক্তারের বাড়ীর লোকটা সম্ভব গোয়েন্দা টোয়েন্দা হবে। শচীনকে এখুনি জানাও যে ও বলছে বাগানের নীচের জায়গাটা খুঁড়ে দেখবে।" রমেশ মুখ টিপিয়া বলিল, "আমি জানি এই রকম হবে। লোকটাকে ভালো বলে মনে করার কোন কারণ

ছিল না। কিন্তু গোয়েন্দা কি পুলিসের লোক…!"

অজয়। কি জানি। যা হোক, শচীনকে খবর দাও গে শীগ্‌গির। একটা ব্যবস্থা হোক। ওকে এখান থেকে এথুনি তাড়ানো চাই।

রমেশ বলিয়া গেল "আচ্ছা"।

অজয় অত্যন্ত দুর্ভাবনাতে পড়িল। কিন্তু কি দুর্ভাবনা তাহা কাহাকেও সে বলিতে পারিল না।

* * * *

লোকনাথের মনে অনেকগুলো সন্দেহ একত্র জড় হইয়াছিল। কিন্তু সুবোধকে একবার চাই। সুবোধকে কোথায় পাওয়া যায়? লোকনাথ রমানাথকে টেলিগ্রাম করিল, "সুবোধ কোথায়? তাহাকে আনিয়া আপনার কাছে রাখুন। আমি দু-এক দিনের মধ্যে আসছি।" তারপর সে ভাবিতে লাগিল।

সে বাগানের নীচের জমিটা খোঁড়ানো যায় কি উপায়ে? তাহার কথাটা যে শচীনের কাছে পৌঁছিবে তাহা ভাল করিয়া জানিয়া ও বুঝিয়াই সে কথাটা বলিয়াছিল। তাই তাহার এক মাত্র আশা হইয়াছিল যে যদি ঐ জমির ভিতর কিছু থাকে তাহা হইলে তাহাকে আর কোন কষ্ট করিতে হইবে না। শুধু অপেক্ষা করিলেই হইবে। যাহাদের মনে গোল আছে তাহারা আসিয়াই বাগান খুঁড়িবে। হোক দিনে না হয় রাত্রে। কিন্তু দিনরাত নজর রাখিয়া ও অপেক্ষা করিয়াও লোকনাথ দেখিল যে কেহই কিছু করিল না। সে বিস্মিত হইল। কিছু একটা করা চাই। আর বড় জোর একটা দিন কি দুইটা দিন সে থাকিতে পারে গ্রামে। ইহার মধ্যে কিছু করা চাই। নিজেই রাত্রে খুঁড়িবে নাকি? কিন্তু তাহা অসম্ভব। প্রথমত, কাজটা সময়সাপেক্ষ; দ্বিতীয়ত, কোন ফল হইবে কিনা ঠিক নাই; তৃতীয়ত, নিশ্চয়ই অজয় রমেশ নজর রাখিয়াছে। ওকাজ করিতে গেলে

একটা গোল হইবেই। চিন্তা করিতে করিতে লোকনাথের একটা কথা মনে পড়িল। সে দেখিল দিন শেষ হইতে এখনো অনেক দেরী, ঘণ্টা দুই তিন হইবে। সে চুপ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল ও সুবোধের বাড়ির পিছনে সেই জঙ্গলপূর্ণ পাড়াটার ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। এদিক ওদিক বেশ করিয়া সন্ধান করিতে করিতে সে দেখিল একটা ছোট ও নূতন আমগাছের চারা কে পুঁতিয়া গিয়াছে এক জায়গাতে এবং সেই জায়গাটা কাঁচা। লোকনাথ পকেট্ হইতে একটা ধারাল যন্ত্র বাহির করিয়া গাছটা টানিতেই গাছটা উঠিয়া আসিল। লোকনাথ সেই জায়গার মাটিতে নাক দিয়া কি শুঁকিল। তারপর সেই যন্ত্রটা দিয়া মাটি উঠাইয়া ফেলিল খানিটা। উঠাইয়া দেখিল নীচে—উপর হইতে প্রায় দু-তিন হাত নীচে—একটা নয়-দশ বছরের ছেলের মৃতদেহ। মৃতদেহটা পিণ্ডাকারে দুমড়াইয়া কে পুঁতিয়াছে।

লোকনাথ অনেকক্ষণ সেইদিকে তাকাইয়া রহিল। তারপর শীঘ্র শীঘ্র মাটি ফেলিয়া গর্ত্তটা বুজাইয়া দিল ও আমগাছের সেই চারাটি পুঁতিয়া দিল—যেমন আগে ছিল সেইরকম রাখিল। তাহার পর অত্যন্ত লঘু নিঃশব্দ পদে বাহির হইয়া গেল। বাড়ি ফিরিয়া তবে লোকনাথ কপালের ঘাম মুছিল। এই ঘটনা লইয়া যাহা কিছু ভাবিবার ছিল অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহা ভাবিল। শেষে সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

ডাক্তারবাবু বলিলেন "কিহে, অমন করে বসে কেন?"

লোকনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তারবাবু নমিতার ছেলে মরমর হয়েছিল, সে কি মরেছিল?"

ডাক্তারবাবু। তা তো শুনিনি। বরং শুনেছিলুম যে তার মা তাকে নিয়ে গেছে চিকিৎসা করাতে।

লোকনাথ। কিন্তু তার বাঁচার সম্ভাবনা ছিল না। না?

ডাক্তার। না কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কেন বল তো?

লোকনাথ। সম্ভব ছেলেটা মারা গেছে। তাই তার মা হয় তো কোথায়ও এমনি বেরিয়ে গেছে। মনের উপর ওরকম আঘাত লাগলে কি করে মেয়েরা তা তো বলা যায় না।

ডাক্তার কি যেন ভাবিলেন। বলিলেন, "হতে পারে? কিছু সন্ধান পেলে নাকি?"

লোকনাথ বলিল, "না।"

ডাক্তার কহিলেন "থাকগে! তুমি কি কাল যাবে নাকি?"

লোকনাথ। হাঁ। পাড়াগাঁ আর ভাল লাগছে না।

ডাক্তার। সুবোধের স্ত্রীর খবর কিছু পাওয়া গেল?

লোকনাথ। না। সুবোধকে না পেলে সম্ভব কিছুই বোঝা যাবে না। কিন্তু সেও যে কোথায় গেছে তা জানি না।

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, "তুমি তো খুব গোয়েন্দা হে! যা জিজ্ঞাসা করি জানোনা।"

লোকনাথ হাসিয়া কহিল, "তাই। তবে যাই একবার শচীন বাবুর কাছ থেকে ঘুরে আসি। তাকে বলে আসি যে আমি কালই যাবো।" ডাক্তার বলিলেন, "যাও।"

শচীন তখন দিবানিদ্রা সারিয়া থানার অফিসঘরে বসিয়া সিগারেট টানিতেছিল। লোকনাথ গিয়া প্রবেশ করিয়া বলিল, "নমস্কার!"

শচীন মুখ তুলিয়া চাহিল একবার। লোকনাথ একখানা চেয়ারে বসিয়া বলিল, "এলুম, আপনাকে নিবেদন করতে যে কালই আমি যাচ্ছি। আজই যেতে পারতুম। কিন্তু আপনার কাছে আসতে ট্রেনটা ছাড়তে হ'ল।"

শচীন। আমার কাছে আসা কি খুব জরুরী ছিল?

লোকনাথ। ছিল একটু। (তারপর গলা একটু ছোট করিয়া) দেখুন শচীনবাবু, আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?

শচীন। কি?

লোকনাথ। কলকাতায়—নম্বর—ষ্ট্রীটে আমার একটা বাড়ি আছে। সেখানে একবার পায়ের ধূলো দিতে পারেন? এই ধরুন আর তিন দিন পরে। আজ শুক্রবার। মঙ্গলবার ধরুন।

শচীন। কেন? সম্ভব পেরে উঠব না।

লোকনাথ। যেতেই হবে শচীনবাবু। আপনি আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু সন্দেহ করেছেন। অবশ্য ইচ্ছে করলে আমাকে গাঁ থেকে তাড়িয়েও দিতে পারতেন। কিন্তু কিছুই করেন নি। এর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই। তাই।

শচীন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকনাথের দিকে তাকাইয়া কহিল, "বেশ এখন যেতে পারেন।"

লোকনাথ। তা হলে নিমন্ত্রণটা গ্রহণ করলেন তো?

শচীন বিরক্তির সহিত বলিল, "না। ষ্টেশন ছেড়ে যাবার হুকুম নেই আমাদের। তা ছাড়া কলকাতার বড়িতে আপনার কেন যাবো?"

লোকনাথ। যাবেন একটু। সুবোধের বাড়ির পিছনে যে পোড়ো জায়গাটা আছে তার ভিতর কি আছে আপনাকে জানাবো। সম্ভব সেটা শুনতে আপনার একটু আগ্রহ আছে।

শচীনের হাতের মুষ্টি দৃঢ় হইল। সে কিন্তু নিজেকে সম্বরণ করিয়া কহিল, "আমার কোনরকম আগ্রহ নেই কিছুতে।" লোকনাথ নমস্কার জানাইয়া খুসি মনে গাঁয়ের দিকে ফিরিল।

সেই লম্বা কাঁচা রাস্তা। দুধারে গাছের সারি, মাঠ খানা বিল, এই সব। রাত্রের অন্ধকারে এই নির্জ্জন পথে চলার অবশ্য কোনো বিঘ্ন নাই। তবে যে কোন মুহূর্ত্তে বিপদ আসিতে পারে।

তাই লোকনাথ এই পথে খুব সতর্ক ভাবে চলিতেছিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল যেন কি একটা শব্দ হইল পিছনে। যেন সোঁ সোঁ করিয়া হাওয়া চলিতেছে। কিন্তু হাওয়া তো নাই। তবে? লোকনাথ একটু পাশে সরিয়া রাস্তার একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ এইভাবে অদৃশ্য হইয়া দাঁড়াইতে সে দেখিল একটা লোক বাইকে করিয়া অত্যন্ত বেগে সেখান দিয়া গ্রামের দিকে গেল। লোকনাথ মনে মনে হাসিল। তাহা হইলে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এইবার সাবধানে যাইতে হইবে। রাস্তার উপর দিয়া যাওয়া বিপজ্জনক। কোথা হইতে কে আসিয়া আঘাত করিবে ঠিক নাই। লোকনাথ একেবারে রাস্তার কিনারা দিয়া, গাছের ফাঁকে ফাঁকে আস্তে আস্তে চলিল—অত্যন্ত সতর্ক ও নিঃশব্দ পদে সম্মুখের দিকে নজর করিতে করিতে। হাতটি পকেটে পুরিয়া টর্চ্চটা বাহির করিয়া লইল। প্রয়োজন হইলে তাহা যেন জ্বালিতে পারা যায়। এইরূপ ধীরে ধীরে প্রায় আধঘণ্টা যাইবার পর সম্মুখে অদূরে গোটা দুই তিন গাছের আড়ালে যেন একটা মূর্ত্তি দেখা গেল। সম্ভব সেই লোকটি রাস্তার মধ্যখানেই চাহিয়াছিল। লোকনাথ পা টিপিয়া একেবারে লোকটির পিছনে গিয়াই টর্চ্চের বাতি জ্বালিয়া আলো ফেলিল। যে লোকটি লুকাইয়াছিল সে চমকিয়া মুখ ফিরাইল।

লোকনাথ বলিল, "শচীনবাবু যে? আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন বুঝি?"

শচীনের হাত ঊর্দ্ধে উঠিল। হাতে তার পুলিসের বেটন।

লোকনাথ পলকের মধ্যে সরিয়া দাঁড়াইল ও বলিল, "বৃথাই শচীনবাবু। আমার সন্ধান সব সম্পূর্ণ হয়েছে। আমি কি আপনার হাতে প্রাণটা দিতে পারি। আপনি এত জানেন আর এটুকু জানেন না?"

তাহার. কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শচীন তাহাকে প্রবল আক্রমণ করিল। শচীনের গায়ে অসীম শক্তিই ছিল বটে। কিন্তু লোকনাথের বক্সিং ও যুযুৎসুর প্যাঁচের সহিত তাহার বিশেষ পরিচয় ছিল না মুহূর্ত্তের মধ্যে শচীন রক্তাক্ত মুখে রাস্তার নীচে মাঠের মধ্যে পড়িল লোকনাথ বলিল, "এখন থানাতে ফিরে যাও। তবে বাঁচতে যদি চাও তবে মনে রেখো মঙ্গলবার আমার কলিকাতার বাড়িতে তোমার নিমন্ত্রণ।'

পরদিন প্রভাতে লোকনাথ গেল অজয়দের বৈঠকখানাতে। সেখানে অজয় ও রমেশ দুইজনেই ছিল। লোকনাথ দেখিয়া বলিল, "অজয়বাবু আমি আজ চলেছি। কিন্তু যাবার আগে বলে যাই একটা কথা। যে টাকা পেয়েছেন আপনি নমিতাকে বেচে সে টাকাটা বার করে আনুন। মঙ্গলবার আপনি কি রমেশ সেই টাকাটা নিয়ে কলিকাতায় —নম্বর বাড়িতে,—ষ্ট্রীটে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। যা করেছেন তার চারা নেই। আপনাদের চাবকালেও ভদ্রলোকের অপমান হয়। কথাটা যেন মনে থাকে। আর একটা কথা। নমিতার ছেলের মৃতদেহ আপনার বাগানের নীচে নেই। সুবোধের বাড়ির পিছনের পড়ো জমিটাতে আছে। সেটা নিয়ে এসে পুলিসের অনুমতি নিয়ে দাহ করবেন। কিম্বা পারেন তো চুপি চুপি সে কাজ সারবেন। অনেক কাজ তো চুপি চুপি করেছেন শচীনের সঙ্গে। এটাও করবেন। শচীন সম্ভব আপত্তি করবে না।"

অজয় ও রমেশকে কথা বলিতে আর অবকাশ না দিয়া লোকনাথ অন্তর্হিত হইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রমানাথ বলিলেন, "তাই তো হে! সুবোধকে তো পাওয়া গেলনা। সে কোথায় গেল? কিন্তু তাকে কি দরকার তা তো বুঝলুম না।"

লোকনাথ। সে এ বিষয়ে কিছু জানতো। কি জানতো ও কোথা থেকে জানতে পেরেছিল তাই জিজ্ঞাসা করতুম।

রমা। কিন্তু তার স্ত্রীর সন্ধানের কি হ'ল?

লোকনাথ। সন্ধান পেয়েছি। সঙ্গে করে এনেছিও। নমিতা কিন্তু আসতে চাইল না। তাই একটু সন্দেহ হচ্ছে।

রমা। কিসের?

লোকনাথ। সুবোধের তার সঙ্গে দেখা হয়েছে।

রমা। সুবোধ তো চাকরিতে যায়নি। সে কি স্ত্রী ও নমিতার খোঁজে গেছে নাকি? তাহলে নিশ্চয়ই সে অনেক খবরই রাখে। তাই তো!

লোকনাথ। আজকের ব্যাপারটা একরকম শেষ করে, যাবো ঐ সন্ধানে দু-চার দিনের মধ্যে। কিন্তু এর মধ্যে তো পুলিসের কোন হাঙ্গামা নেই?

রমা। সম্ভব না। কিন্তু যতদূর বুঝছি এতে ক্রিমিন্যাল কোথায়ও নেই। অবশ্য যদি ধরা যায় যে নমিতার ছেলের মৃত্যুটা স্বাভাবিক।

লোক। হাঁ সে সম্বন্ধে নমিতার ষ্টেটমেণ্ট একটা পেয়েছি।

রমা। তবে আর কিছু নেই। তবে ইচ্ছে করলে এদের সকলকেই পুলিসে হাণ্ড ওভার করে দেওয়া যেতে পারে।

লোকনাথ জানাইল সেকথা প্রয়োজনমত ভাবিয়া দেখিলেই হইবে। অনতিবিলম্বে রমেশ ও শচীন আসিল। তাহারা ঠিকানা খুঁজিয়া আসিয়াছে। লোকনাথ তাহাদের আপ্যায়ন করিয়া বসাইল। রমেশের মুখ শুষ্ক। শচীনের মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। মুখটা বিকৃত। লোকনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "রমেশবাবু টাকাটা এনেছেন নাকি?"

রমেশ মাথা নাড়িয়া জবাব দিল, "হ্যাঁ।"

লোকনাথ শচীনকে বলিল, "তোমার কিছু বলবার আছে? তুমিও টাকা নিয়েছ সেটা ফেরত দিতে হবে। নমিতার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। ইন্দিরা আমার সঙ্গে ফিরে এসেছে। কিন্তু তোমরা তাদের সর্ব্বনাশটা যা করেছ তার আর কোন প্রতীকার নেই। মানুষে এত পিশাচ হয় তা জানতুম না।"

রমানাথ বলিল, "এঁরা ভাবেন নি যে এটা নিয়ে এত হাঙ্গামা হবে। লোকনাথ সাদাসিধে মানুষ। তা শুনিয়ে দাও না হয় যে তুমি সবটা জানো। ওঁদের বিশ্বাস নাও হতে পারে তা না হলে।"

লোকনাথ বলিল, "প্রথমেই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে সুবোধ বুঝি এর ভিতর আছে। কিন্তু সে যখন নেই, তখন নিশ্চয়ই অজয় ও রমেশ এর মধ্যে আছে। সে খবরটা চট্ করে পাওয়া অসম্ভব কিন্তু বাগানের নীচে মাছ ধরতে যাওয়াতে ওঁরা যেরকম চেঁচামেচি করলেন, তাতেই সন্দেহ হ'ল, এইখানে কিছুটা রহস্য আছে। —আচ্ছা, রমেশবাবু নমিতার ছেলের কি হয়েছিল ঠিক?"

রমেশ কি বলিতে চাহিল কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। লোকনাথ কহিল, "আমি বলছি। ভুল হয়ে থাকে তো তার সংশোধন করে দিও। নমিতার ছেলের অসুখ হওয়াতে, তাকে সম্ভব আপনারা কোন যায়গাতে ভাল চিকিৎসার জন্য পাঠাতে চেষ্টা করেছিলেন, কাছে নিকটে ডাক্তারের কাছে কিম্বা হাসপাতালে। কিন্তু সেখানে

সে মারা যায়। তখন ছেলেকে দেখাবার নাম করে নমিতাকে নিয়ে যাওয়া হয়, আর ছেলেকে—তখন সম্ভব সে মারা গেছে—এনে আপনারা লুকিয়ে ফেললেন। ছেলের জন্য নমিতা বাড়ির বাইরে গিয়ে আর ফিরতে পারলে না। তাকে চালান করে দিলে তোমরা। মতলবটা আমি যতদূর বুঝি অজয়বাবুরই। সৈন্য বিভাগে চাকরি করে এই ব্যবসা কি দাঁড়ায় তার সন্ধান এনেছিলো। অন্য কাকেও এই কাজের জন্য তোমরা বিক্রি করেছো কিনা জানিনা। কিন্তু নিজের বাড়িতেই এই কাজ সুরু করেছিলে। তাতে তোমাদের সুবিধা রমেশ বাবু। বিষয়ের এক ভাগ দিতে হ'ল না। আর নমিতাও এ নিয়ে গোলমাল করতে পারবে না। অজয় কিন্তু শচীনের সাহায্য না নিয়ে কিছু করে নি। শচীন পিছনে ছিল। কেন ছিল তা বলতে হবে না। শচীন বরাবরই এঁচে ছিল নমিতার জন্য। তাকে দেখে অবধি। নমিতার ভাগ্য-বিড়ম্বনায় সে শচীন কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতও হয়েছে, আবার শচীন টাকার ভাগটাও পেয়েছে। লাভ ষোল আনাই। নমিতার মুখ থেকেই শোনা। শচীনবাবু যদি চান, তবে নমিতাকে এনে মুখোমুখি ভজিয়ে দিতে পারি। কোথায় ও কি রকমে শচীনবাবু নমিতার ভার নিয়েছিলো তা জানতে বাকী নেই। নমিতা যাওয়ার পর কিছুই হতো না যদি সুবোধ না এসে পড়তো। সুবোধও এইরকম ব্যবসায়ীর সংস্পর্শে এসেছিল। একটি মেয়ে, কণিকা তার নাম, ওর জন্য বেঁচে যায়। সেই ঘটনাতে সুবোধের সঙ্গে ওরই দলের আর একজনের ঘোরতর শত্রুতা হয়। কণিকার কাছেও খোঁজ করেছি আমি। সুবোধ প্রথমে সন্দেহ করেনি। কিন্তু নরেনের সঙ্গে কথা বলার পর তার মনে হ'ল যে সম্ভবতঃ ব্যাপারটা এইরকম কিছু হয়েছে। শুধু তাই নয়, আমার সন্দেহ হয় যে নমিতার সঙ্গে সুবোধের দেখা বা চিঠিপত্র লেখা হয় এই নিয়েই। একখানা চিঠি আমি পেয়েছি। সুবোধের নামে

নমিতার লেখা। কিন্তু চিঠিখানা সুবোধের স্ত্রী ইন্দিরা দেখেছিল। সুবোধের সমস্ত চিঠি ইন্দিরা পড়তো—অবশ্য লুকিয়ে। সুবোধ নমিতার চিঠিতে সমস্ত জানতে পেরে, বাগানের নীচে নমিতার ছেলের মৃতদেহের সন্ধানের জন্য খোঁজ করে সন্দেহবশে। কিন্তু সে কিছু পায় নি। কেন না শচীন রাতারাতি সকলের অজান্তে ভবানীঠাকুরের সহায়তায় মৃতদেহটা সুবোধের বাড়ির পিছনে স্থানান্তরিত করেছিল। ইন্দিরার চলে যাওয়াটা রাগের মাথায়—দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে। তার মাথার মধ্যে ধারণা হয়েছিল যে সুবোধ নমিতার অনুরাগী ও সেই জন্যই নানারকম হাঙ্গামা করছিল। শুধু তাই নয়, কণিকা ও সুবোধের সম্বন্ধেও সে একটা কিছু ধারণা করে নিয়েছিল। তাই সুবোধ বাড়ি থেকে যাবার আগেই সে নিজের রাগ ও অভিমান জানিয়ে গেল। কিন্তু সে বেশীদূর যেতে পারে নি। ঘুরে ফিরে নিজের বাপের বাড়ির দিকেই যাচ্ছিল। কিন্তু পথে পড়ে পাল্লাতে। কি ভেবে সে যায় শচীনের কোয়ার্টারে, থানায়; শচীন তাকে হাতে পেয়ে রেখে দিলে। কিন্তু সুবোধকে জানালে না। এই ব্যাপার প্রমাণ করে দেওয়া যেতে পারে। ইন্দিরাকে আমি নিয়ে এসেছি। শচীনের স্ত্রীকে লোক পাঠিয়ে খবর দেওয়াতে সে সাহায্য করেছে ইন্দিরাকে মুক্তি দিতে। তবে এটুকু ভালো যে ইন্দিরাকে শচীন চেষ্টা করেও নষ্ট করতে পারেনি। ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়িয়েছিল? কি বলেন শচীনবাবু? এখন কি করা যেতে পারে বলুন?"

রমানাথের মুখ দিয়া বাহির হইল, 'রাসকেল'।

লোকনাথ কহিল, "তার চেয়েও বেশী। তবে আমার মনে হয় শচীন যদি চাকরি ছেড়ে দিতে রাজী থাকে—তাহলে ওর সম্বন্ধে আর এ-বিষয়ে আমরা কিছু করবো না। চাকরি ছেড়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ও নিজের ঘরে থাক্। তারপর যা ইচ্ছে করুক। কেমন শচীন, রাজী

আছো ? তোমার হাতে ক্ষমতা দেওয়ার মত মহা পাপ নেই। পুলিসের চাকরি করে তুমি যে ক্ষমতা পাও, তার অপব্যবহার অনেক করেছ।"

রমেশ ও শচীন কোন কথা বলিল না।

রমানাথ বলিল, "দুজনের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি লিখিয়ে নাও লোকনাথ,—সে দুটো দলিল আমাদের কাছে থাকবে।"

লোকনাথ তাহাই করিল। শচীন সমস্ত দোষ স্বীকার করিয়া চাকরিতে ইস্তফা দিবে—জানাইয়া একরারনামা লিখিয়া দিল।

লোকনাথ বলিল, "এটার দরকার হবে ইন্দিরার জন্য। সুবোধ ও ইন্দিরাকে নিয়ে হাঙ্গামা এখনো শেষ হয়নি। আর শচীন টাকাটা দিয়ে যেয়ো। ঐ টাকাটা ও রমেশদের টাকাটা নিয়ে কি করা যায় তা ভেবে দেখতে হবে।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

লোকনাথ ইন্দিরাকে রমানাথের বাড়িতে রাখিয়াছিল, রমানাথের স্ত্রীর কাছে। পরে তাহাকে পিত্রালয়ে পাঠাইবে বলিয়া। কিন্তু সুবোধের কোনো সংবাদ না পাইয়া সে প্রথমে সুবোধের সন্ধানে গেল।

ইন্দিরা মানা করিল, "দরকার নেই লোকনাথবাবু; আমি যা হয় করবো নিজের জন্য। আমায় নিয়ে আবার একটা গোল হয় আমি চাই না।"

লোকনাথ ইহার জবাব দেয় নাই। সুবোধের খোঁজ করিতে তাহাকে যাইতে হইল আসামে—গৌহাটিতে। সেইখানেই সুবোধের অফিস ছিল। গৌহাটিরই অনতিদূরে নমিতাও থাকিত, কি করিয়া অসিয়াছিল তাহা ঠিক বলা যায় না; তবে সম্ভব সে সুবোধের ঠিকানা ধরিয়াই আসিয়াছিল।

গৌহাটিতে গিয়া লোকনাথ প্রথমেই গেল তাই নমিতার সঙ্গে দেখা করিতে। নমিতার সহিত ইতিপূর্ব্বে সে সত্যই দেখা করে নাই। যাহা সে রমেশ ও শচীনকে বলিয়াছিল তাহা কতকটা আন্দাজে। তবে নমিতার ঠিকানা সে পাইয়াছিল, ইন্দিরার রান্নাঘরে প্রাপ্ত সেই চিঠিতে। সেই চিঠিতে লেখা ছিল: "সুবোধ, আমি তোমার খোঁজে এসেছি এই গৌহাটিতে। আমার ঠিকানা দিলুম। গাঁ ছেড়ে আমার যা কিছু ঘটেছে তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণও দিলুম। এখন আমার তুমি ছাড়া আশ্রয় দেবার কেউ নেই। আশ্রয় দেবে কিনা শীগ্‌গির জানিয়ো। এইজন্য তোমায় লিখলুম যে তোমার উপর আমার কিছু অধিকার আছে। সর্ব্ব প্রথম অধিকার—অন্য কারোর সে অধিকার জন্মাবার আগেই।" তারপর নিজের জীবনের ঘটনাগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করা ছিল।

ঠিকানা খুঁজিয়া লোকনাথ নমিতাকে বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নমিতা, সুবোধ এসেছিলো ?"

অপরিচিতের মুখে নাম শুনিয়া নমিতা আশ্চর্য্যান্বিত হইল। কিন্তু চট্ করিয়া উত্তরও সে দিল না।

লোকনাথ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "সুবোধ আসে নি ?"

নমিতা জানাইল "না।" তারপর প্রশ্ন করিল "আপনি কে ? আমি তো আপনাকে চিনি না।"

লোকনাথ। চেনবার তেমন বেশী প্রয়োজন নেই, নমিতা। আমি তোমার আত্মীয়ই ধর একরকম। নরেন্দ্রের মত অতটা ঘনিষ্ট না হ'লেও, রমেশ অজয়ের চেয়ে কম নই। কিন্তু তুমি ভুল বুঝো না। তোমার বিরুদ্ধে কোনো অভিসন্ধি নিয়ে আমি আসি নি। সুবোধের জন্যই এসেছি।

নমিতা জানাইল সুবোধ আসে নাই।

লোকনাথ কহিল, "সম্ভব আসবে। তা হ'লে তাকে আটকে রেখো। আমি অন্য এক জায়গায় খোঁজ করে আসি। দু এক দিনের ভিতরই ফিরবো। ভালো—তুমি এখন দিন কতক একটু ভদ্র ভাবেই থাকো। টাকা-কড়ির দরকার আছে কি ?"

নমিতা। আছে। ভদ্রভাবেই আছি বলে দরকার আছে। না হ'লে কোনো অভাব হতো না। কিন্তু আপনি—

লোকনাথ তাড়াতাড়ি বলিল, "আমার পরিচয় এবং প্রয়োজন হ'লে আরও টাকা এসে দেবো। আপাতত এই ৫০্ টাকা রাখো। পরে আবার কথাবার্ত্তা হবে খন।"

লোকনাথ চলিয়া গেল। তারপর সুবোধের অফিসে খোঁজ করিল। রমণী বাবুর দেখা মিলিল। বেশ দিব্য সৌখীন ছোকরা। মুখে অষ্ট প্রহর সিগারেট। চোখে চশমা। খোস্‌মেজাজ।

লোকনাথ বলিল, "রমণী বাবু কণিকার ঠিকানাটা জানেন?"

রমণী এক চক্ষু দিয়া নজর মারিয়া উত্তর দিল, "না, আমি জানি না। আপনি কে?"

লোকনাথ হাসিয়া কহিল, "আমি কণিকার আত্মীয়ই। আপনি জানেন তো বলুন না?"

রমণী হঠাৎ রাগিয়া বলিল, "ড্যাম ইট! আমি জানি না। সুবোধ ছোকরা তাকে সরিয়েছে।"

লোকনাথ। কিন্তু তার ঠিকানা নিয়েও তো আপনি চেষ্টা করেছিলেন, তার সঙ্গে দেখা করতে।

কথাগুলি লোকনাথ আন্দাজে বলিল বটে। কিন্তু ইহা লোকনাথের আন্দাজের পরিচয় দিল।

রমণী ঢোঁক গিলিয়া বলিল, "ঠিকানা—?" তারপর অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঠিকানা দিল ও জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ডিটেক্টিভ?"

লোকনাথ। হাঁ। তা না হলে এত খবর জানলুম কি করে? আরো অনেক খবর আপনার সম্বন্ধে জানি, কিন্তু সেগুলো আর ব্যক্ত করে লাভ নেই। শোনবার বা বলবার মত কথা নয়। আচ্ছা চললুম।

লোকনাথ কণিকার ঠিকানাতে গেল। সেখানে সন্ধান করিয়া কণিকার সঙ্গে দেখা করিল ও জিজ্ঞাসা করিল, "সুবোধ এসেছে?"

কণিকা হঠাৎ এই প্রশ্নে চমকিত হইল। বলিল, "আপনি?"

লোকনাথ। আমি সব জানি, তাই প্রশ্ন করছি। বল।

কণিকা। হাঁ, এসেছে।

লোকনাথ। কোথায় আছে? আমার জানা দরকার!

তারপর কণিকাকে সময় না দিয়া বলিল, "কণিকা আমি জানি সুবোধ তোমায় বাঁচিয়েছে। কিন্তু সে এখন এমন অবস্থাতে পৌঁছেছে যে হয় তো তোমাকেই আবার নষ্ট করবে আর তুমিও স্বেচ্ছাতেই

নষ্ট হবে। সেটার সম্বন্ধে তোমায় সতর্ক করে দিতে চাই।"

কণিকা বলিল "আমি কিছু বুঝতে পারছি না। আপনার কথা বোধ হয় সত্যিই।"

লোকনাথ। কবে এসেছে সুবোধ ?

কণিকা জানাইল তিন চার দিন পূর্ব্বে।

লোকনাথ। তুমি জানো তার চাকরি নেই।

কণিকা। জানি।

লোকনাথ। সে কি করবে জানো ?

কণিকা। না। কেন না তাকে এবিষয়ে প্রশ্ন করি নি। সে এসে এমনি ঘুরে বেড়ায়। বলে চাকরির চেষ্টা করছে।'

লোকনাথ। তার চাকরি গেছে কেন জানো ? তার নামে রিপোর্ট হয়েছিল যে সে "ব্যাড ক্যারেক্টার"।

কণিকা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, "আমি বিশ্বাস করি না।"

লোকনাথ। তা না করো। কিন্তু এটা সত্য। তা ছাড়া সে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে এসেছে বিনা দোষে।

কণিকা একটু হাসিয়া বলিল, "বুঝেছি এইবার। আপনি তাঁর স্ত্রীর তরফ থেকে এসেছেন। পাছে আমি সুবোধ বাবুকে হাত করি—এই ভয়ে। কিন্তু আমি তো চাইনি সুবোধ বাবুকে হাত করতে।

লোকনাথ। না। সেইজন্যই এসেছি। হাত তুমি করতে চাইলে ওকে তুমি ছাড়তে না। চাওনা বলেই তোমায় বলছি ওর কথা। যাক্, এইবার আর ভয় নেই। আমার কথা তুমি বুঝবে, তোমার কথা আমি বুঝবো। সুবোধের ফিরে যাওয়া চাই-ই। তার এখানে চাকরি হবে না। কিন্তু এখানে সে আরো খারাপ হতে পারবে। তার মন মেজাজের কিছুই ঠিকানা নেই।

কণিকা। আপনি আমায় কি করতে বলেন ?

লোকনাথ। ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পাঠিয়ে দাও। আমি আজ তোমার অতিথি। আপত্তি যদি না থাকে তার জন্য অপেক্ষা করি। যদি সে না আসে কাল আমি চলে যাবো। তখন তোমার উপর ভার পড়বে তাকে পাঠাবার।

কণিকা হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, দেখি কি হতে পারে।"

লোকনাথ সেদিন রহিয়া গেল, কণিকার কাছে। সুবোধ আসিল না। লোকনাথ বলিল, "কি করবো? তাহলে যাই! তুমি তাকে নিয়ে কলকাতায় আসতে পারো। ঠিকানা দিচ্ছি তোমাকে।" সে রমানাথের বাড়ির ঠিকানা দিয়া বলিল, "তুমি এ ঠিকানার কথা তাকে আগে বলো না। সোজা নিয়ে গিয়ে এখানে উঠবে। তখন সব বন্দোবস্ত হবে।"

কণিকা বলিল, "আমি কি করবো সেখানে? আমার যাবার কি দরকার?"

লোকনাথ বিরক্ত হইয়া বলিল, "সে তোমার ভাবতে হবে না। তুমি এখানে কি করছো এত রাজত্ব, যে গেলে অরাজক হয়ে যাবে?"

কণিকা সম্মত হইয়া বলিল, "আপনার মত এত ব্যস্তবাগীশ লোক আমি আর দেখিনি কখনো।"

* * * * *

লোকনাথ নমিতার কাছে ফিরিয়া গেল। বলিল, "নমিতা, তোমার চিঠি যা তুমি শেষ সুবোধকে লিখেছিলে, তা আমি পড়েছি সবটা। সবই জানি। এখন তোমার কি করতে ইচ্ছা বলতে পারো?"

নমিতা। আমার সম্বন্ধে কিছু এখনো ভাবি নি। দুনিয়াতে সাহায্য করবার ঐ একটি লোক এ অবস্থাতে আছে মনে করে লিখেছিলুম এবং তার জন্য অপেক্ষাও করছি। সে কোথায়?

লোকনাথ। তাই যদি জানবো তবে ঘুরে বেড়াচ্ছি কেন? যদি সে নাই আসে ধরো—কি করবে?

নমিতা। না আসে! আসবে না?

লোকনাথ। সম্ভব না। কি করবে তা হ'লে?

নমিতা। কি করবার আছে? কি করে অনুমান করবো।

লোকনাথ গম্ভীর হইয়া অনেকক্ষণ ভাবিল। তারপর বলিল "যুদ্ধ! যুদ্ধ। জানো নমিতা, কত মেয়ের যে সর্ব্বনাশ হয়েছে, তোমার মত। নানা রকমে? না। সে কথা ভাবাও যায় না। কি হবে এদের নিয়ে? এতবড় সমস্যা কখনো হয় নি আর। মনে হলে রাগে দুঃখে জ্ঞান থাকে না। অথচ তোমরা সবাই মিলে আত্মহত্যা করতে পারবে না। তোমাদেরই কি বা দোষ? কিছু না। বেঁচে আছো এই দোষ। আর কিছু তো দেখি না। কিন্তু সে দোষের প্রতিষেধ কি? কিছু নেই।"

নমিতা। হাঁ। মরণ ছাড়া আমাদের রাস্তা নেই বটে, কিন্তু তাও তো পারছি না। এই তো এতদূর এসেছি—এত কাণ্ডের পর—বাঁচবার আশাতেই। কিন্তু কেন এমন ভাগ্য হ'ল আমার? কে এর জন্য জবাবদিহি দেবে? আমার কি দোষ? আমি কি ইচ্ছে করে আজ এই অবস্থাতে এসেছি?

লোকনাথ বলিল, "না আমি জানি সব, নমিতা, কিন্তু উপায়ও তো কিছু আমার হাতে নেই—সেই জন্যই আমার দুঃখ ও বেদনা সবচেয়ে বেশী।" তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "নমিতা আবার তুমি সংসার করতে পারো। তোমার তো বয়স বেশী নয়। তিরিশ হবে সম্ভব। এখনও সবটাই বাকী। ফের তুমি সংসার বাঁধতে পারবে।"

নমিতা কহিল, "আবার? কি করে তা সম্ভব হবে? অসম্ভব কিছু ঘটবার প্রত্যাশা করি না।"

লোকনাথ। করা উচিত নয়। কিন্তু এই যে তুমি এতদূরে এসেছ সুবোধের খোঁজে ও আশাতে, কি প্রত্যাশা তুমি তার কাছে করেছিলে?

নমিতা চুপ করিয়া রহিল। লোকনাথ বলিল, "তুমি জানো তার স্ত্রী আছে। তুমি জানো, সে হয় তো তোমায় চাইলেও পেতে পারে না। অন্ততঃ তোমাকে সম্মানের কোন পদ দিতে পারে না। তখন কি প্রত্যাশা করেছিলে?"

নমিতা জবাব দিল না।

লোকনাথ কহিয়া চলিল, "তোমার কোনরকমে সন্ধান করতে অবশ্য সুবোধই প্রথম আমায় বলে। সেইজন্য তোমাদের গাঁয়ে গিয়েছিলুম সুবোধের বাড়িতে। দেখলুম তার কাছে তোমাদের চিঠি। চিঠি পড়ে শুধু আমার মনে হয়েছিল এই—যে তুমি এত কাণ্ডের পরও জীবনে হতাশ হওনি। এখনো আশা করি তুমি হতাশ হওনি—। এখনো আশা রাখো। তবে সংসার বাঁধতে পারবে না কেন?"

নমিতা হাসিয়া বলিল, "কি যে মাথামুণ্ড বকে যাচ্ছেন আপনি তা বুঝি না। আর বেশী বকবেন না। আর বকলে আমাকে সত্যিই আত্মহত্যা করতে হবে।"

সে উঠিয়া গেল। অতিথির জন্য কিছু করা চাই আহারাদির আয়োজন। সে নিজেই বিস্মিত হইল এই ভাবিয়া—যে সত্যই তো সে এখনো বাঁচিতে চাহে। বাঁচিতে চাওয়া কি পাপ? দুষ্কর্ম? যে সমাজে সে বাস করিয়াছে সেই সমাজের হিসাবে পাপ বটে, কিন্তু—

তাহার মনে পড়িল তাহার জীবনের প্রারম্ভ হইতে। সুবোধের সহিত আলাপ ও প্রণয়। তারপর বিবাহ। বিবাহিত জীবনের ধারাবাহিকতা। বিজয়ের প্রতি তার প্রেম না হইলেও একটা স্নেহ ছিল—একটা প্রীতির ও সদ্ভাবের সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু তাহা মনের উপর দাগ রাখিতে পারে নাই। তাহার সন্তান ছিল। সেও গিয়াছে। ধীরে ধীরে চোখের উপরই সে মরিয়াছে। তারপর দেবরদের ব্যবহার। তাহাকে আপদ বিদায় করিয়াছে। তারপর শচীনের কবলে সে

পড়িয়াছিল। তাহার হাতেই তার প্রথম লাঞ্ছনা। সে বাধা দিতে পারে নাই। আত্মরক্ষার মত শক্তি ও উৎসাহ ছিল না তাহার। তারপর এখানে ওখানে কতলোকের কাছে তাহাকে—তাহার দেহকে নিষ্পেষিত করিতে হইয়াছে। শেষে সে পালাইয়াছে। কিন্তু কোথায়ও তাহার যাইবার পথ নাই। সুবোধের কথা সে ভুলিতে পারে নাই এত কাণ্ডের মধ্যেও। কিন্তু সুবোধের কাছেও তো প্রত্যাশা সত্যি তাহার কিছু নাই। সে পরিত্যজ্য, পৃথিবীতে কোথায়ও তাহার ও তাহার মত অনেকের স্থান নাই। তার মুখের কোণে হাসি ফুটিয়া উঠিল—"সংসার তৈরি কর ফের?"—হায়রে! ভাগ্য যার বিড়ম্বিত তার সকল আয়োজনই যে অকালে বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে এ-কি সে জানে না। কি লইয়াই বা সে সংসার করিতে যাইবে? তাহার কি আছে? রূপ যৌবন? হয় তো কিছু আছে। কিন্তু তাহাতে যে কলঙ্ক লাগিয়াছে; সে কলঙ্ক কি অমনি যাইবে? কিছুতেই যাইবে না। এক উপায় আছে—কলঙ্ক উঠাইবার। অবশ্য একেবারে উঠিয়া যাইবে কিনা বলা যায় না। তবে দেখা যাইতে পারে। দেহের কলঙ্ক দেহের সঙ্গে যাইতে পারে। মনের কলঙ্ক? তার মনে কি কলঙ্ক আছে? নমিতা তাহা বুঝিতে পারে না। থাকে থাকুক্।

*　　*　　*　　*　　*

পরদিন সকাল হইলে লোকনাথ ব্যস্ত হইল যাত্রা করিবার জন্য। সে নমিতাকে বার বার ডাকিল। বাড়িতে অন্য কেহ নাই, বাড়ি পরিত্যক্ত ছিল, নমিতা আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল! যুদ্ধের সময় এমন বহু বাড়ি পরিত্যক্ত ছিল! কেহ নাই জানিয়া ডাক দিতে দিতে লোকনাথ ভিতরের দিকে গেল। ভিতরেও সাড়া পাইল না। তখন এঘর ওঘর সন্ধান করিল। দেখিল একখানা একেবারে রিক্ত ঘরে নমিতা কোনরূপে গলাতে দড়ি দিয়াছে। উপরের বাঁশের

কড়ি হইতে দেহটা ঝুলিতেছে। লোকনাথ একবার নিকটে গিয়া দেহটাতে হাত দিয়া কি অনুভব করিল! তারপর দ্রুতপদে বাড়ি ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। সেই দিনই সন্ধ্যার গাড়িতে সে কলিকাতা যাত্রা করিল।

কলিকাতা ফিরিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল সুবোধ ও কণিকার। প্রায় তিন চার দিন পরে একখানি চিঠি পাইল। তাহাতে লেখা ছিল :

শ্রীচরণেষু—আপনার উপদেশ মত অপেক্ষা করিয়া সুবোধের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। কিন্তু কলিকাতায় সে যাইবে না। আমি অনেক করিয়াও তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম না। সে এখানে কি কাজ পাইয়াছে শুনাইল। বিশ্বাস হইল না। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম সে কিছুই কাজ করে না। তবে আমার মনে হয়, আপনার সন্দেহ-ই সত্য। তাহার মনে আর কোনরকম আত্মসম্মানের অবশেষ নাই।

কেন এমন হইল বুঝিতে পারিতেছিলাম না। সে শুধু নিজেকেই নষ্ট করিতেছে তাহা নহে; সমস্ত জানা শোনা, আলাপী পরিচিতকেও নষ্ট করিতে চাহে। সে একদিন আমাকে রক্ষা করিয়াছিল, অ আবার সেই পথে লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে। আপনার আশঙ্কা সত্য।

আত্মরক্ষার জন্য আমাকে পালাইতে হইল। তাকে রক্ষা করার মত শক্তি আমার নাই। আপনি পারেন তো আসিয়া চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন।

ইতি—কণিকা।

লোকনাথ আপন মনে বলিল, "আমার দায় পড়েছে!"

*　　*　　*　　*　　*

রমানাথ বলিলেন, "ওহে লোকনাথ, এই কেসটা সবটাই দেখছি লোকসান্!" তিনি হিসাবের কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। লোকনাথ চুপ করিয়া রহিল।

রমানাথ। শুনবে হিসাবটা? জমা ১০০৲ টাকা। খরচ আজ পর্য্যন্ত ৭৩৬৲ টাকা। আমাদের উভয়ের পারিশ্রমিক ধরা হয়নি এখনো। সেটাও ধর। তোমার অন্তত ১০০০৲ টাকা, আমার ৫০০৲ টাকা। এই ধরো মোট ২২৩৬৲ টাকা। একশো টাকা বাদ দিলে ২১৩৬৲ টাকা। তাই তো হে? এরকম ব্যবসা চললে তো কারবার গুটোতে হয়।

লোকনাথ তবুও নিরুত্তর রহিল।

রমানাথ বলিয়া চলিলেন, "শচীন আর রমেশের দরুণ একটা টাকা জমা আছে দেখছি। ১২২৫৲ টাকা। এটা যদি জমা করে নেওয়া যায়—" তারপর মুখ তুলিয়া লোকনাথের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "সেই মেয়েটার দাম কি এতো হে? পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—"

লোকনাথ বলিল, "না? মেয়েছেলের আর দাম কি? এদেশে কোন দামই নেই। ঐ টাকা আর জমা করতে হবে না। জমা ঐ ১০০৲ টাকাই থাক্। তাও একটা আবার ১০০৲ টাকার খরচ আছে।"

রমানাথ প্রশ্ন করিলেন, "সে কি হে?"

লোকনাথ উত্তর দিল, "ইন্দিরার প্রাপ্য ওটা। তার চাকরি একটা করে দিয়েছি বটে—একটা হাসপাতালে। কিন্তু তাকে শিখতে হবে ধাত্রীবিদ্যা। একটা খরচ আছে তার। সেটা না দিলে চলবে না।"

রমানাথ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তাই তো হে! নাঃ! চেনা লোকের কেস্ নিতে নেই। শেষ পর্য্যন্ত দেখ্‌ছি ঠক্‌তে হয় তাতে! টাকাটা উদ্ধারের আশা তা হলে নেই?"

লোকনাথ অন্যমনস্কভাবে বলিল, "কোন্ টাকা?"

রমানাথ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন, "ঐ যে ২২৩৬৲ টাকা হে!"

লোকনাথ মন্তব্য করিল, "ওঃ, না কোন উপায় নেই। ওটা যুদ্ধের খরচা বলে লিখে দিন।"

রমানাথ। যুদ্ধের খরচ?

লোকনাথ। হাঁ। যুদ্ধ না বাধলে ও খরচটা হতো না সম্ভব। হওয়াতেই হয়েছে। ওর আর উদ্ধার নেই। ওটা রাইট অফ্ করতে হবে। অন্য কোন উপায় নেই।

রমানাথ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হুঁ"!

সমাপ্ত